তাওহীদের ডাক

৭৯তম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ২০২৬
Web : www.tawheederdak.com

عيد الفطر

- সালাফদের ঈদ উদযাপন
- জান্নাত অপরিহার্যে ৩টি সন্তুষ্টি
- আত্মশুদ্ধির পুণ্যপ্রভায় রামাযান
- জান্নাতের বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত দুনিয়ার ৪টি নদী
- উপকারী জ্ঞান : দুনিয়া ও আখেরাতের আলোকবর্তিকা
- সমকালীন মনীষী : শায়খ ছালেহ আস-সুহায়মী

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত পাঠ্যবই সমূহ

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন’ *(বুখারী হা/৪৫০)*।

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে ৩য় তলা পর্যন্ত ছাদ ও গাঁথুনি সম্পন্ন হয়েছে গ্রীল, থাই, টাইলস, পেইন্ট ইত্যাদি বাকি আছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত এগিয়ে আসার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, বিকাশ ও নগদ (পেমেন্ট) : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭, ০১৭৫১-৫১৯৫৬২। নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।

mokarrom Hajj Kafela

মুকাররম হজ্জ কাফেলা

বিশুদ্ধ হজ্জ-ওমরাহ সম্পাদনের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

বৈশিষ্ট্যসমূহ
- আল-কুরআন ও সুন্নাহর নিঃশর্ত অনুসরণের মাধ্যমে সার্বিক আমল সম্পাদনের নিশ্চয়তা।
- সার্বক্ষণিক অভিজ্ঞ আলেমগণ কর্তৃক প্রশিক্ষণ ও সঠিক দিক নির্দেশনা।
- মানসম্মত আবাসন, স্বাস্থ্যকর বাংলা খাওয়া ও নিরাপদ পরিবহনের সুব্যবস্থা।
- ব্যবসায়িক স্বার্থ নয়, বরং আন্তরিক সেবাই আমাদের অঙ্গীকার।
- যোগ্য ও অভিজ্ঞ মু'আল্লিম ও প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত।
- সততা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতাই আমাদের নৈতিক ভিত্তি।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
মুকাররম ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট
লাইসেন্স নং ১০৪৫

HAAB
ATAB ASSOCIATION OF TRAVEL AGENTS OF BANGLADESH
IATA

সেবা সমূহ
- হজ্জ
- বিমান টিকিট
- ভিসা
- হোটেল বুকিং
- ওমরাহ
- খাবার
- ট্রান্সপোর্ট
- গাইড সেবা

হজ্জ রেজিস্ট্রেশন ও আকর্ষণীয়
ওমরাহ
প্যাকেজের জন্য যোগাযোগ করুন!

পরিচালক : মুহাম্মাদ যহুরুল ইসলাম
ম্যানেজার, সততা এগ্রো ফিডস, নওহাটা, রাজশাহী।

ঢাকা অফিস: হাইজ ১২/উমা/০৪, রোজ# ০২ শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭। (কাজী অফিসের দক্ষিণ পাশে) মোবাইল নং ০১৬৭৮-৩১০০০০, ০১৭৪১-১৯১৪৭৫
রাজশাহী অফিস: আমচত্বর থেকে নওগাঁ রোড, নওহাটা, পবা, রাজশাহী। মোবাইল: ০১৭৪১-১৯১৪৭৫

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed
৭৯ তম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল ২০২৬

উপদেষ্টা সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার
ড. নূরুল ইসলাম
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ড. মুখতারুল ইসলাম
সম্পাদক
মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী
নির্বাহী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সহকারী সম্পাদক
নাজমুন নাঈম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
মোবাইল : ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ৩০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়
▣ আত্মশুদ্ধি থেকে রাষ্ট্রশুদ্ধি : চাই এক শক্তিশালী নৈতিক পুনর্জাগরণ -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ২
কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা
▣ পাপীদের চক্রান্ত বনাম আল্লাহ্‌র কৌশল ৩
তাবলীগ
▣ যেভাবে প্রশান্তি ছড়িয়ে দিতেন নবী (ছাঃ) (শেষ কিস্তি) ৫
-আসাদুল্লাহ আল-গালিব
তারবিয়াত
▣ সালাফদের ঈদ উদযাপন ৯
-নাজমুন নাঈম
প্রোডাকটিভ মুসলিম
▣ সফলতার দৈনন্দিন কর্মসূচী (শেষ কিস্তি) ১২
-আবু আফিয়া
সাময়িক প্রসঙ্গ
▣ এপস্টেইন ফাইলস : পাশ্চাত্য সভ্যতার মুখোশ উন্মোচন ১৭
-হাসিবুর রশীদ
বিশেষ নিবন্ধ
▣ জায়নবাদী ষড়যন্ত্রের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় কিস্তি) ১৯
-ডা. মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান
তারুণ্যের ভাবনা
▣ বেকারত্বের শিকল : রিযিক অন্বেষণে কর্মযাত্রা ২১
-মাহফূয আলম
শিক্ষাঙ্গন
▣ উপকারী জ্ঞান : দুনিয়া ও আখেরাতের আলোকবর্তিকা ২৪
-মামূন বিন হাসমত
চিন্তাধারা
▣ জান্নাত অপরিহার্যে ৩টি সন্তুষ্টি ২৭
-মুহাম্মাদ আব্দুন নূর
ইতিহাস-ঐতিহ্য
▣ জান্নাতের বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত দুনিয়ার ৪টি নদী ৩২
-আরাফাত যামান
পরশ পাথর
▣ ChatGPT-এর মাধ্যমে লিলি জে-র ইসলাম গ্রহণ ৩৪
-তাওহীদের ডাক ডেস্ক
▣ গল্প : প্রতারক থেকে সাবধান! ৩৫
▣ জীবনের বাঁকে বাঁকে : এক পথহারা বাবার তওবা ৩৬
▣ সংগঠন সংবাদ ৩৮
▣ সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম) ৩৯
▣ কুইজ, বর্ণের খেলা ৪০

সম্পাদকীয়

আত্মশুদ্ধি থেকে রাষ্ট্রশুদ্ধি : চাই এক শক্তিশালী নৈতিক পুনর্জাগরণ

ছাত্র-জনতার এক বহুল আলোচিত জুলাই'২৪ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে পাওয়া সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের হাত থেকে গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে। কিন্তু এই ক্ষমতার পরিবর্তন সাধারণ মানুষের মনে তেমন শুভ প্রত্যাশার জন্ম দেয়নি; বরং আমরা খুব স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করছি চারিদিকে এক অনিশ্চয়তার কালো ছায়া। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, অনির্বাচিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মাত্র কয়েকজন উপদেষ্টা নিয়ে যেভাবে রাষ্ট্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছিলেন, গণতান্ত্রিক সরকার তার চেয়ে বহুগুণ বেশী মন্ত্রী, এমপি দিয়েও সে দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারছে না। মূলত দলীয় প্রশাসন যে কখনই নিরপেক্ষভাবে দেশ পরিচালনা করতে পারে না তার প্রকট নিদর্শন আমরা দেখতে পাচ্ছি। যদিও এ দৃশ্য নতুন নয়; কিন্তু নেশাগ্রস্তের মত আমরা সেই পথকেই যথারীতি ভাবছি মুক্তির দিশা।

যাই হোক না কেন এই দৃশ্য আমাদের কাছে এক মৌলিক প্রশ্ন তুলে রেখেছে যে, শুধু ক্ষমতার পরিবর্তনেই কি আমাদের সমস্যাগুলোর প্রকৃত কোন সমাধান হবে? দুর্নীতি, অনাচার, সূদ-ঘুষ, নৈতিক অধঃপতনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত দেশ কি উদ্ধার পাবে? ভিতরে গভীর ক্ষত রেখে বাইরে মলমের প্রলেপ দিলেই কি রোগমুক্তি হবে?

এর স্পষ্ট উত্তর হ'ল- না। কারণ রাষ্ট্রশুদ্ধির প্রাথমিক শর্তই হল আত্মশুদ্ধি, যা ছাড়া প্রকৃত সমাধান কখনই সম্ভব নয়। যে জাতির ব্যক্তি ও সমাজ নৈতিকভাবে দুর্বল, সে জাতির রাষ্ট্রযন্ত্র কখনোই চেতনায়, নৈতিকতায় শক্তিশালী হ'তে পারে না। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছা.) মক্কায় যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তা ছিল এই আত্মশুদ্ধিরই ব্যাপকভিত্তিক আন্দোলন। তিনি প্রথমে মানুষের আক্বীদা শুদ্ধ করেছেন, তাদের হৃদয়ে তাওহীদের আলো জ্বালিয়েছেন, তাদের চেতনায় আল্লাহ্র ভয় ও আখেরাতের জবাবদিহিতা জাগিয়েছেন। সেই সূত্র ধরেই পরবর্তীতে মদীনায় ইনছাফপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজের প্রকৃত সংস্কার এ পথেই কেবল সম্ভব। এতদ্ভিন্ন দ্বিতীয় কোন পথে মুক্তি নেই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যতই 'সংস্কার'-এর কথা বলা হোক, যতই প্রত্যাশা নিয়ে নতুন সরকার আসুক– যদি ব্যক্তি দুর্নীতিগ্রস্ত, ঘুষখোর, সূদখোর ও নৈতিকতাহীন থাকে, তাহ'লে রাষ্ট্র কখনো শুদ্ধ হবে না।

এক্ষণে প্রশ্ন হল এই কাঙ্খিত আত্মশুদ্ধির পথ কী? কিভাবে এই জটিল ও দীর্ঘমেয়াদী পথে আমরা অগ্রসর হব? মূলতঃ এই পথ দীর্ঘ সংগ্রামের পথ। মহা সাধনার পথ। এ পথ ফুলশয্যার নয়। এ পথে রাতারাতি কোন লক্ষ্য পূরণ হয় না। এর জন্য প্রয়োজন ধারাবাহিকভাবে অবিরাম লেগে থাকা। এই পথে আবশ্যকীয়ভাবে পাড়ি দিতে হয় অনেকগুলো মাইলফলক। যেমন– (১) তাওহীদের পূর্ণ অনুশীলন : যেখানে শিরকমুক্তিই ঈমানের মূল পারদ। যেখানে থাকবে আল্লাহ, রাসূল (ছা.) এবং আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। যেখানে থাকবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক জীবন গঠন এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুসরণ। যেখানে থাকবে তাওহীদী আক্বীদাবিরোধী সকল কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে পবিত্র রাখা। (২) তাক্বওয়া ও ইহসান : প্রতিটি কাজে আল্লাহকে সামনে রাখা, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই সমস্ত কাজ করা এবং আল্লাহকে ভয় করার মাধ্যমে ছোট-বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। (৩) নৈতিক পুনর্জাগরণ : ব্যক্তিগত জীবনে সততা, আমানতদারিতা, পর্দা, হালাল-হারামের সীমারেখা মেনে চলা। (৪) তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ : প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখার চেষ্টা করা এবং দাওয়াত ও জিহাদের মেহনত চালিয়ে যাওয়া। যেন ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

এভাবে যখন মানুষের ব্যক্তিজীবন শুদ্ধ হবে, তখনই সমাজের সামগ্রিক শুদ্ধতার পথ খুলে যাবে। আর সমাজ শুদ্ধ হলে রাষ্ট্রযন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে ন্যায়-ইনছাফপূর্ণ ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হবে। ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবী তখন আর শুধু কেবল শ্লোগান থাকবে না; বরং তা হয়ে উঠবে জাতির প্রতিটি সদস্যের আত্মার দাবী। এভাবে আমরা চাই এমন এক জাতি, যার সদস্যরা হবে আল্লাহ্র হুকুমের অনুগত। যেখানে দুর্নীতি, অনাচার হবে আগুনে ঝাপ দেয়ার চেয়েও কঠিন, যেখানে যুলুম-অত্যাচার হবে ভীষণতম শাস্তি পরিবেষ্টিত। শুধু ক্ষমতার পালাবদলে এই পরিবর্তন কখনও আসে না।

এই আত্মশুদ্ধির মহা সংগ্রামে আমরা সর্বদা অগ্রভাগে রাখতে চাই যুবসমাজকে। কেননা একটি জাতির ভবিষ্যৎ যে তার যুবসমাজের হাতেই গড়ে ওঠে, এ কথা নতুন নয়; বরং ইতিহাসের বারবার প্রমাণিত সত্য। নবীদের দাওয়াত প্রথমে যুবকরাই গ্রহণ করেছে। ছাহাবীগণ অধিকাংশই ছিলেন তরুণ। তাদের হৃদয় ছিল সত্য গ্রহণের জন্য প্রস্তুত, তাদের ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর দুর্বিনীত সাহস। রাসূল (ছা.)-এর হাতে গড়ে ওঠা সেই যুবসমাজই একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগকে হিরন্ময় আলোকিত যুগে পরিণত করেছিল।

দুঃখের বিষয় এই আলো ঝলমলে সভ্যতার যুগে আমাদের যুবসমাজ এক অদ্ভুত টানাপোড়েনের মধ্যে বসবাস করছে। একদিকে সীমাহীন সম্ভাবনা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝলকানি, বিশ্বসংযোগের অবাধ সুযোগ; অন্যদিকে ভয়াবহ চেতনার বিভ্রাট, নাস্তিক্যবাদ, ভোগবাদ, পরিচয় সংকট আর নৈতিক চরিত্রের নিদারুণ অবক্ষয়। আমাদের যুবকদের সামনে চ্যালেঞ্জ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু মূল সমস্যা সেই একটাই– আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাওয়া। ফলে জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়ে যায় চরম অবহেলায়, সময় অপচয় হয় তুচ্ছতায়, আর প্রতিভা নষ্ট হয় অর্থহীন প্রতিযোগিতায়। চারিদিকে তাকালে একই দৃশ্য। আহ কি নিদারুণ অবহেলায় না অপচিত হচ্ছে আমাদের তরুণদের জীবন!

[বাকী অংশ ৪০ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

পাপীদের চক্রান্ত বনাম আল্লাহ্র কৌশল

আল-কুরআনুল কারীম :

১- وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ-

(১) 'তখন অবিশ্বাসীরা ষড়যন্ত্র করল এবং আল্লাহও কৌশল করলেন। আর আল্লাহ হ'লেন শ্রেষ্ঠ কৌশলী' *(আলে ইমরান ৩/৫৪)*।

২- وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ أَوْ يَقْتُلُوْكَ أَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ-

(২) 'আর (স্মরণ কর,) যখন (মক্কার) কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল তোমাকে বন্দী করার জন্য অথবা হত্যা করার জন্য অথবা বের করে দেবার জন্য। বস্তুতঃ তারা চক্রান্ত করে আর আল্লাহ্ও কৌশল করেন। আর আল্লাহ্ই হ'লেন শ্রেষ্ঠ কৌশলী' *(আনফাল ৮/৩০)*।

৩- وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ-

(৩) 'তারা ভীষণ চক্রান্ত করেছিল। আর তাদের চক্রান্তসমূহ আল্লাহ্র নিকট ভালভাবেই জানা ছিল। যদিও তাদের চক্রান্ত এমন ছিল না, যার দ্বারা পাহাড়গুলি অপসারিত হয়ে যায়' *(ইব্রাহীম ১৪/৪৬)*।

৪- وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ- فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِيْنَ-

(৪) 'তারা ভয়ংকর চক্রান্ত করেছিল এবং আমরাও কৌশল করেছিলাম। অথচ তারা তা বুঝতে পারেনি'। 'অতএব দেখ তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছিল। আমরা তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছি' *(নাহল ২৭/৫০-৫১)*।

৫- فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيْرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُوْرًا- اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِيْنَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيْلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيْلًا-

(৫) 'যখন তাদের কাছে সতর্ককারী এল, তখন তাদের বিমুখতাই কেবল বৃদ্ধি পেল'। 'জনপদে প্রাধান্য লাভের জন্য এবং কূট চক্রান্তের জন্য। অথচ কূট চক্রান্ত কেবল চক্রান্তকারীকেই বেষ্টন করে। তবে কি তারা তাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস রীতির অপেক্ষা করছে? বস্তুত তুমি কখনো আল্লাহ্র রীতির পরিবর্তন পাবে না এবং তুমি কখনো আল্লাহ্র রীতির ব্যতিক্রম পাবে না' *(ফাতির ৩৫/৪২-৪৩)*।

৬- إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوْا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ-

(৬) 'তোমাদের কোন কল্যাণ স্পর্শ করলে তারা নাখোশ হয়। আর তোমাদের কোন অকল্যাণ হ'লে তারা খুশী হয়। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও আল্লাহভীরু হও, তাহ'লে ওদের চক্রান্ত তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে, সবই আল্লাহ বেষ্টন করে আছেন' *(আলে ইমরান ৩/১২০)*।

৭- وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ-

(৭) 'আর যখন আমরা মানুষকে কষ্টের পর রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা আমাদের আয়াতসমূহে চক্রান্ত শুরু করে। বলে দাও, আল্লাহ আরও দ্রুত তোমাদের চক্রান্তের বদলা নিতে পারেন। নিশ্চয়ই আমাদের ফেরেশতারা তোমাদের সমস্ত চক্রান্ত লিপিবদ্ধ করছে' *(ইউনুস ১০/২১)*।

৮- الَّذِيْنَ آمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا-

(৮) 'যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহ্র পথে। আর যারা কাফের তারা লড়াই করে ত্বাগূতের পথে। অতএব তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল অতীব দুর্বল' *(নিসা ৪/৭৬)*।

৯- ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِيْنَ-

(৯) 'এটা এজন্য বলছি, যাতে তিনি (গৃহস্বামী) জানতে পারেন যে, তার অগোচরে আমি তার প্রতি কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। বস্তুত আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না' *(ইউসুফ ১২/৫২)*।

হাদীছের বাণী :

১০- عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صـــ الْمَكْرُ وَالْخَدِيْعَةُ فِي النَّارِ لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ-

(১০) ক্বায়েস বিন সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এই কথা বলতে না শুনতাম যে, 'কূটকৌশল এবং প্রতারণার পরিণাম জাহান্নাম' তবে

আমি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কৌশলী হ'তাম'।[১]

١١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ، وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ-

(১১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তি সরল ও ভদ্র প্রকৃতির হয়ে থাকে, কিন্তু পাপীষ্ঠ ব্যক্তি ধোঁকাবাজ ও নির্লজ্জ হয়'।[২]

١٢- عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِيْ خُطْبَتِهِ: ...وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: ...وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ-

(১২) ইয়ায বিন হিমার আল-মুজাশিয়ী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর এক ভাষণে বলেন,...'আর জাহান্নামী হ'ল পাঁচ প্রকার। ... সেই ব্যক্তি যার সকাল ও সন্ধ্যা কাটে এই চিন্তায় যে, কীভাবে সে তোমার পরিবার এবং তোমার সম্পদ নিয়ে তোমার সাথে চক্রান্ত বা ধোঁকাবাজি করবে'।[৩]

١٣- عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ-

(১৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক বা অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য ক্বিয়ামত দিবসে একটা পতাকা স্থাপন করা হবে। আর বলা হবে যে, এটা অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন'।[৪]

١٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ سَعْدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَكِيْدُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَحَدٌ إِلَّا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ-

(১৪) হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সা'দ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি নবী করীম (করীম)-কে বলতে শুনেছেন, 'মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে যে কেউই কোনো ষড়যন্ত্র করবে, সে অবশ্যই সেভাবে গলে নিঃশেষ হয়ে যাবে; যেভাবে পানির মধ্যে লবণ গলে বিলীন হয়ে যায়'।[৫]

(১৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্রাহীম (আঃ) তিনবার ব্যতীত কখনও কথাকে ঘুরিয়ে পেচিয়ে বলেন নি।... এরপর (অত্যাচারী রাজা) সারাকে আনার জন্য লোক পাঠালো। তিনি (সারা) যখন তার (রাজার) কাছে প্রবেশ করলেন এবং রাজা তাঁর দিকে হাত বাড়ালো তখনই সে (আল্লাহর গযবে) পাকড়াও হ'ল। তখন অত্যাচারী রাজা সারাকে বলল, আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। তখন সারা আল্লাহ্র নিকট দো'আ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয়বার তাকে ধরতে চাইল। এইবার সে পূর্বের ন্যায় বা তার চেয়ে কঠিনভাবে (আল্লাহ্র গযবে) পাকড়াও হ'ল। এবারও সে বলল, আল্লাহ্র কাছে আমার জন্য দো'আ কর। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। আবারও তিনি দো'আ করলেন, ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। তারপর রাজা তার কোন এক দারোয়ানকে ডাকল। সে তাকে বলল, তুমি তো আমার কাছে কোন মানুষ নিয়ে আসোনি। বরং এনেছ এক শয়তান।

তারপর রাজা সারার খেদমতের জন্য হাযেরাকে দান করল। এরপর তিনি (সারা) তাঁর (ইব্রাহীম) কাছে আসলেন, তিনি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করছিলেন। যখন তিনি (ছালাত রত অবস্থায়) হাত দ্বারা ইশারা করে সারাকে বললেন, কী ঘটেছে? তখন সারা বললেন, আল্লাহ কাফের বা ফাসেকের চক্রান্ত তারই বক্ষে ফিরিয়ে দিয়েছেন। (অর্থাৎ তাঁর চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছেন।) আর সে হাযেরাকে খেদমতের জন্য দান করেছেন'।[৬]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আল-কুরাযী (রহঃ) বলেছেন, 'তিনটি কাজ এমন রয়েছে, যে ব্যক্তি তা করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত নিষ্কৃতি পাবে না, যতক্ষণ না তার ওপর তার কর্মের ফল আপতিত হয়। (১) চক্রান্ত করা (২) সীমালঙ্ঘন করা এবং (৩) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা'।[৭]

২. রাগেব ইস্ফাহানী জনৈক মনীষী থেকে বর্ণনা করেন, যাকে দুনিয়াবী নে'মত ও প্রাচুর্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, অথচ সে বুঝতে পারছে না যে এটি তার বিরুদ্ধে আল্লাহর একটি সূক্ষ্ম কৌশল বা পরীক্ষা, সে মূলত তার নিজের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা প্রতারিত হয়েছে'।[৮]

৩. ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই যে মুমিন আল্লাহর ওপর ভরসা করে, সৃষ্টিকুল যদি তার বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্ত করে, তবে আল্লাহ স্বয়ং তার পক্ষে পাল্টা কৌশল অবলম্বন করেন এবং তাকে সাহায্য করেন। যেখানে মুমিনের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা বা শক্তির প্রয়োজন পড়ে না'।[৯]

সারবস্তু : ১. কুট চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত চক্রান্তকারীর নিজের ওপরই ফিরে আসে এবং তাকে ধ্বংস করে। ২. বাহ্যিক দৃষ্টিতে চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র পাহাড় নাড়িয়ে দেওয়ার মতো শক্তিশালী মনে হ'লেও আল্লাহ্র শক্তির সামনে তা অত্যন্ত দুর্বল। মুমিন ব্যক্তি যদি ধৈর্য ও তাক্বওয়া অবলম্বন করে, তবে কোন ষড়যন্ত্রই তার ক্ষতি করতে পারে না। ৩. পরের অনিষ্ট করার ফন্দি আঁটা মানুষের জীবন কখনোই প্রশান্তির হয় না। কারণ ষড়যন্ত্রের বিষ তাকে সারাক্ষণ ভেতর থেকে কুরে কুরে খায়। আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

১. বায়হাক্বী, শো'আবুল ঈমান হা/১০৫৯৫; ছহীহাহ হা/১০৫৭।
২. আবুদাঊদ হা/৪৭৯০; তিরমিযী হা/১৯৬৪; মিশকাত হা/৫০৮৫।
৩. মুসলিম হা/২৮৬৫; মিশকাত হা/৪৯৬০।
৪. বুখারী হা/৬৯৬৬; মুসলিম হা/১৬৩৬; মিশকাত হা/৩৭২৬।
৫. বুখারী হা/১৮৭৭; মুসলিম হা/১৩৮৭।
৬. বুখারী হা/৩৩৫৮; মুসলিম হা/২৩৭১।
৭. তাফসীর ইবনু কাছীর ৩/৫৬৩ পৃ.।
৮. রাগেব, আল-মুফরাদাত ৪৭১ পৃ.।
৯. ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন ৩/১৭৩ পৃ.।

যেভাবে প্রশান্তি ছড়িয়ে দিতেন নবী (ছাঃ)

- আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(শেষ কিস্তি)

(১৮) আবুবকরের প্রতি রাসূল (ছাঃ)-এর ভালবাসা : বিদায়ের মুহূর্ত সবসময় গভীর ও ভারী হয়। বিশেষ করে তাদের জন্য, যারা সত্যিকারের ভালবাসা ও আনুগত্যের বন্ধনে বাঁধা থাকে। নবী করীম (ছাঃ) জানতেন আবুবকর (রাঃ)-এর বিচক্ষণতা ও তার প্রতি গভীর ভালবাসা রয়েছে। আর সেকারণেই তো অচিরেই ঘটতে যাওয়া তাঁর ইঙ্গিতবহ অস্পষ্ট কথাগুলো আবুবকর উপলব্ধি করতে পেরে কান্না জড়িত অবস্থায় রাসূলের জন্য নিজের পিতা-মাতাকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ছাহাবীরা এই গূঢ়ার্থ না বুঝে আবুবকরকে অবজ্ঞা করে। এমন পরিস্থিতিতে রাসূল (ছাঃ) আবুবকরের অবদান, সততা ও ত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ তার উচ্চ মর্যাদা স্থাপন করলেন।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ তার এক বান্দাকে দু'টি বিষয়ের একটি বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছেন। তার একটি হ'ল দুনিয়ার ভোগ-বিলাস। আর একটি হ'ল আল্লাহ্র নিকট যা রক্ষিত রয়েছে। তখন সে বান্দা আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে তাই পসন্দ করলেন। একথা শুনে আবুবকর (রাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমাদের পিতা-মাতাকে আপনার জন্য কুরবানী করলাম। তার অবস্থা দেখে আমরা বিস্মিত হলাম। লোকেরা বলতে লাগল, এ বৃদ্ধের অবস্থা দেখ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক বান্দা সম্বন্ধে খবর দিলেন যে, তাকে আল্লাহ ভোগ-বিলাস দেওয়ার এবং তার কাছে যা রয়েছে, এ দু'য়ের মধ্যে বেছে নিতে বললেন। আর এই বৃদ্ধ বলছে, আপনার জন্য আমাদের পিতা-মাতা উৎসর্গ করলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-ই হলেন সেই এখতিয়ার প্রাপ্ত বান্দা। আর আবুবকরই হলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তার সঙ্গ ও সম্পদ দিয়ে আমার প্রতি সবচেয়ে ইহসান করেছেন, তিনি হলেন আবুবকর। যদি আমি আমার উম্মতের কোন ব্যক্তিকে অন্তরঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করতাম, তাহ'লে আবুবকরকেই গ্রহণ করতাম। তবে তার সঙ্গে আমার ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক রয়েছে। মসজিদের দিকে আবুবকর (রাঃ) এর দরজা ছাড়া অন্য কারো দরজা খোলা থাকবে না'।[১]

নবী করীম (ছাঃ)-এর এই কথাগুলো কেবল অস্থায়ী মন্তব্য ছিল না; এটি ছিল কৃতজ্ঞতা, মানুষের সামনে স্বীকৃতি এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি চিরন্তন বার্তা। আবুবকর সাধারণ ব্যক্তি নয়। সে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযাত্রী ও বিশ্বস্ত বন্ধু। তিনি রাসূলের কথার মর্মার্থ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি অতি সত্বর পরপারে পাড়ি জমাবেন।

শিক্ষা : যারা অতীতে আপনার পাশে ছিল তাদেরকে সান্ত্বনা দিন, ভালবাসুন ও সম্মান দেখান। কারণ কখনো কখনো একটি শব্দ বা প্রশংসা বছরের পরিশ্রম, সংগ্রাম ও ত্যাগের কষ্ট ভুলিয়ে দেওয়ার মতো শক্তিশালী সান্ত্বনা হ'তে পারে। যা নবী করীম (ছাঃ) আমাদের দেখিয়েছেন।

(১৯) পিতৃহারা ভারাক্রান্ত জাবের বিন আব্দুল্লাহকে সান্ত্বনা : ছোটদের অনুভূতিকে কখনো ছোট মনে করা উচিত নয়। তাদের হৃদয় জেতার জন্য কোনো অর্থের প্রয়োজন নেই। অনেক সময় একটি আন্তরিক নযর, হৃদয় থেকে আসা কিছু কোমল কথা বা স্নেহময় হাসিই যথেষ্ট। নবী করীম (ছাঃ)-এর জীবন আমাদের দেখিয়েছে, কিভাবে এমন মমতা ও সহানুভূতি দিয়ে অন্যদের মনকে আলোকিত করেছেন এবং স্থায়ী প্রভাব ফেলেছেন।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার সাথে সাক্ষাৎ করে আমাকে বললেন, হে জাবের! কি ব্যাপার, আমি তোমাকে ভগ্নহৃদয় দেখছি কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার আব্বা (ওহোদের যুদ্ধে) শহীদ হয়েছেন এবং অসহায় পরিবার-পরিজন ও ঋণ রেখে গেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে তোমার আব্বার সাথে মিলিত হয়েছেন আমি কি তোমাকে সেই সুসংবাদ দিব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, আল্লাহ কখনো কারো সাথে তার পর্দার অন্তরাল ব্যতীত (সরাসরি) কথা বলেননি। কিন্তু তিনি তোমার বাবাকে জীবন দান করে তার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। তাকে তিনি বললেন, তুমি আমার নিকট (যা ইচ্ছা) চাও, আমি তোমাকে তা দান করব। সে বলল, হে প্রভু! আপনি আমাকে জীবন দান করুন, যাতে আমি আবার আপনার রাহে নিহত হ'তে পারি। বরকতময় আল্লাহ বললেন, আমার পক্ষ থেকে আগে হতেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে আছে যে, তারা আবার (দুনিয়ায়) ফিরে যাবে না। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ- 'যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত ভেবো না। বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট হ'তে জীবিকাপ্রাপ্ত হয়' *(আলে ইমরান ৩/১৬৯)*।[২]

---

১. বুখারী হা/৩৯০৪।

২. তিরমিযী হা/৩০১০; ইবনু মাজাহ হা/১৯০; মিশকাত হা/৬২৩৭।

নবী করীম (ছাঃ) জাবেরকে তার দুঃখের ভেলায় ডুবে থাকতে দেননি। জাবেরকে দেখে পাশ কাটিয়েও চলে যাননি। বরং কোমলভাবে কাছে গিয়ে বললেন, مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا؟ ‘কেন আমি তোমাকে মনমরা দেখছি? তার দুঃখের কারণ জানতে চাওয়া এই একটি বাক্যই ছিল হৃদয়ের সান্তনা, মনের প্রশান্তি ও আশার আলো। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) তার ব্যথা অস্বীকার করেননি। বরং তাকে শক্তি দিলেন, নিশ্চিত করলেন যে, তুমি যা হারিয়েছ তা আল্লাহ্‌র কাছে নষ্ট হয়নি। বরং লাভ হয়েছে। এটি এমন এক সান্তনা যা সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়।

শিক্ষা : আমরা সবাই হ’তে পারি নবী করীম (ছাঃ)-এর মতো। কাউকে দুঃখী বা মন খারাপ দেখে তার পাশ কাটিয়ে যাবেন না। তাকে বলুন, কেন আমি আপনাকে মনমরা দেখছি? হয়তো এই একটি বাক্যই হবে তার ভেঙে পড়া হৃদয়ে সান্তনার প্রলেপ। একটি মাত্র কোমল শব্দের স্পর্শেই হাহাকার লোপ পেতে পারে, আর নতুন আশা জন্মাতে পারে।

(২০) অবমূল্যায়িত জুলায়বীবকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান : জুলায়বীব (রাঃ) ছিলেন দরিদ্র, খাটো ও অপ্রত্যাশিত একজন ব্যক্তি। সমাজের অনেকেই তাকে অবমূল্যায়ন করত। কেউ তাকে গণ্য করত না। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ) প্রথম সাক্ষাৎ থেকেই তার হৃদয়কে সম্মান ও সাহস দিয়ে ভরিয়ে দিলেন।

একদিন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে জুলায়বীব, তুমি কি বিয়ে করবে না? জুলায়বীব বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, কে আমাকে বিয়ে করবে? তিনি তার হাত ধরে আনছারদের একটি বাড়িতে নিয়ে গেলেন, একটি মেয়ের সাথে তার বিবাহের প্রস্তাব রাখলেন এবং জুলায়বীবকে বিবাহ করালেন। এটি ছিল প্রকাশ্যভাবে তার মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেয়ার প্রথম মুহূর্ত।

পরবর্তীতে জুলায়বীব নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে জিহাদে অংশ নিলেন এবং শাহাদত বরণ করলেন। যুদ্ধ শেষে নবী করীম (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে কি হারিয়েছে? ছাহাবারা বললেন, অমুক, অমুক। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আর কেউ? ছাহাবীরা বললেন, না। তিনি বললেন, কিন্তু আমি জুলায়বীবকে হারিয়েছি, তাকে খুঁজো। খুঁজে বের করে দেখা গেল, সে ৭ জনকে হত্যা করে শাহাদত বরণ করেছে। নবী করীম (ছাঃ) তার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘সে ৭ জনকে হত্যা করে শাহাদত বরণ করেছে’। তারপর বললেন, هو مني وأنا منه ‘সে আমার একজন এবং আমিও তার একজন’। তার মরদেহ নবী করীম (ছাঃ)-এর বাহুর উপর রাখা হ’ল। নবী করীম (ছাঃ)-এর বাহু ছাড়া আর কিছু ছিল না। অতঃপর তার জন্য কবর খনন করা হ’ল এবং গোসল ছাড়াই তাকে কবরে দাফন করা হ’ল’।[৩]

৩. আহমাদ হা/১২৪১৬, ১৯৭৯৯; মুসলিম হা/২৪৭২; তাফসীর ইবনু কাছীর, তাফসীর কুরতুবী।

নবী করীম (ছাঃ) জুলায়বীবকে সান্তনা দিয়েছিলেন, যখন সে মানুষের চোখে উপেক্ষিত ও অবহেলিত ছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) তাকে জীবনের প্রান্ত থেকে তুলে ধরলেন, মর্যাদা ও সম্মান দিলেন। তাকে বিবাহ দিয়ে একটি প্রকাশ্য সম্মান দিলেন। যেন জুলায়বীব নিজে ও অন্য ছাহাবায়ে কেরাম জুলায়বীবের মর্যাদা বুঝতে পারেন।

দ্বিতীয়ত যুদ্ধের পর সবাই জুলায়বীবকে ভুলে গেলেও নবী করীম (ছাঃ) তখনও তাকে স্মরণ করলেন। চিরন্তন প্রশংসা করলেন। নিজ হাতে মরদেহ বহন করে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিলেন এবং বললেন, এটি আমার পক্ষ থেকে এবং আমি তার সঙ্গে আছি। এই বাক্য তার মর্যাদা ও কৃতিত্বকে চিরকাল জীবন্ত রাখল।

শিক্ষা : কখনও কাউকে তার রূপ, অবস্থা বা দারিদ্র দেখে অবমূল্যায়ন করবেন না। মানুষের অন্তর হ’ল অমূল্য রত্ন। যা শুধু দয়ার চোখই দেখতে পারে। ভুলে যাওয়া বা অবহেলিত হৃদয়কে সান্তনা দেওয়া এমন কাজ, যা আল্লাহ ভালবাসেন। নবী করীম (ছাঃ) আমাদের দেখিয়েছেন, কীভাবে কোমলতা, মমতা ও আন্তরিক সহানুভূতির মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করা যায় এবং তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী করে তোলা যায়।

(২১) ভগ্ন হৃদয়ের আলীকে সান্তনা : আলী (রাঃ) যখন মনমরা ও দুঃখী অবস্থায় ছিলেন, নবী করীম (ছাঃ) তাকে তার মেয়ের সাথে কি হয়েছে এজন্য তিরস্কার করলেন না। না কোনো ভুলের দায় জানতে চাইলেন। বরং নিজে তার কাছে গিয়ে বসলেন, কোমলভাবে হাত দিয়ে ধূলিকণা ঝেড়ে দিলেন এবং হালকা মজার মাধ্যমে তার হৃদয় ভরিয়ে দিলেন। এক মুহূর্তেই ভাঙা হৃদয় পুনর্জীবিত হ’ল।

সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত আলী (রাঃ)-এর কাছে আবু তুরাব-এর চেয়ে প্রিয় কোন নাম ছিল না। এ নামে ডাকা হলে তিনি খুবই খুশী হতেন। কারণ একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাতেমার কাছে আসলেন। তখন আলীকে ঘরে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আলী কোথায়? ফাতেমা বললেন, আমার ও তার মাঝে কিছু ঘটে যাওয়ায় তিনি আমার সঙ্গে রাগ করে বেরিয়ে গেছেন। আমার কাছে কায়লুলাহ করেননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক লোককে বললেন, দেখতো সে কোথায়? লোকটি এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি তো মসজিদে ঘুমিয়ে আছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে দেখতে পেলেন যে, তিনি কাত হয়ে শুয়ে আছেন। আর তার চাদরখানা পার্শ্ব থেকে পড়ে গেছে। ফলে তার গায়ে মাটি লেগে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার গায়ের মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, ওঠো, আবু তুরাব (মাটির বাপ) ওঠো, আবু তুরাব! এ কথাটা তিনি দু’বার বললেন’।[৪]

৪. বুখারী হা/৪৪১, ৬২৮০।

এই কথা কেবল হাস্যরস ছিল না; এটি ছিল গভীর সান্তনা, এমন একটি স্পর্শ যা অভ্যন্তরীণ উদ্বেগ ও মানসিক চাপকে ভুলিয়ে দেয়। আলী (রাঃ) সেই মুহূর্তেই আবু তুরাব নামে ডাকা ভালবেসেছিলেন। কারণ এই নামের সাথে জড়িয়ে ছিল নবী করীম (ছাঃ)-এর অশেষ মমতা, কোমলতা ও হৃদয় জাগানো সমবেদনা।

শিক্ষা : আপনি যখন কাউকে দেখেন, সে কারু সাথে দ্বন্দ্বের পর মনমরা বা দুঃখী হয়ে আছে, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করবেন না কার ভুল? বরং তার কাছে গিয়ে, হৃদয়ের ধূলিকণা ঝেড়ে দিয়ে বলুন, উঠো! আমি তোমার সঙ্গে আছি। নবী করীম (ছাঃ) আমাদের দেখিয়েছেন, প্রথমে হৃদয়কে সান্ত না দেওয়া, তারপর শিক্ষা। এটাই প্রকৃত সহানুভূতি। কখনও কখনও একটি কোমল শব্দ, একটি আন্তরিক হাসি, বা এক মুহূর্তের মমতা পুরো দুঃখকে মুছে দিতে পারে এবং ভাঙা হৃদয়কে নতুন আশা ও শক্তি দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারে।

(২২) তওবাকারীকে ক্ষমার সুসংবাদ প্রদান : নবী করীম (ছাঃ) তওবাকারীর ব্যথিত হৃদয়কে প্রশান্ত করতেন। তিনি তাকে লজ্জিত করতেন না। এমনকি অতিরিক্ত প্রশ্নে ক্লান্ত করতেন না। বরং তার তওবাকে সম্মান ও উৎসাহের সঙ্গে স্বাগত জানাতেন। অতীতের ভুলের দরজা বন্ধ করে দিতেন এবং নিশ্চিন্তভাবে তাকে প্রস্থান করার সুযোগ দিতেন বিশ্বাসের সঙ্গে যে, আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করেছেন, ক্ষমা করেছেন, কোনো অপমান বা কঠোরতার ছাপ ছাড়াই।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক লোক এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি হদযোগ্য (অপরাধ) করে ফেলেছি। আমার ওপর তা প্রয়োগ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার অপরাধ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। বরং ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে তিনি ছালাত আদায় করলেন। লোকটিও রাসূলের সাথে ছালাত আদায় করল। ছালাত শেষে লোকটি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি হদযোগ্য কাজ করেছি। আমার ওপর আল্লাহ্র কিতাবে নির্দিষ্ট হদ জারী করুন। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে ছালাত আদায় করনি। লোকটি বলল, হ্যাঁ, করেছি। তিনি বললেন, এ ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তোমার গুনাহ বা হদ মাফ করে দিয়েছেন'।[৫]

ওই ব্যক্তি কোনো দণ্ড বা শাস্তি চেয়েছিল তার হৃদয় অপরাধবোধ থেকে। তাই সে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে পাপমুক্ত হওয়ার প্রার্থনা করে। অতঃপর রাসূল তাকে এমন একটি কোমল সান্তনার কথা শুনালেন, যা তার আত্মসম্মান ও আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করে।

শিক্ষা : যদি কেউ আপনার কাছে আসে এবং তার ভুল স্বীকার করে, তাকে অতিরিক্ত প্রশ্নে ডুবিয়ে দিবেন না। বরং তার ভুল গ্রহণ করুন, তার ফিরে আসাকে প্রশংসা করুন, তার হৃদয়কে সান্তনা দিন। এটাই হ'তে পারে সেই আলোর হাত যা তার জন্য আল্লাহ্র দয়ার দরজা খুলে দেয়। মনে রাখবেন, একটি কোমল শব্দ এক চুম্বক সদৃশ মমতা, কখনও কখনও মানুষের হৃদয়কে সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরিয়ে আনে, পুনর্জীবিত করে এবং আশা দিয়ে ভরে তোলে।

(২৩) ব্যভিচারের অনুমতি চাওয়া যুবকের প্রতি রাসূলের সহমর্মিতা : এক যুবক নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দিন। এ কথা শুনে ছাহাবীগণ তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাকে ধমকালেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাকে কাছে আসতে দাও। যুবক কাছে এল এবং বসে পড়ল। তিনি কোমল কণ্ঠে তাকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি চাইবে, এটি তোমার মায়ের সঙ্গে হোক? সে বলল, না, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ যেন আমাকে আপনার জন্য ফিদইয়া করেন। তিনি বললেন, তেমনি অন্য মানুষও তাদের মায়ের জন্য এটি চায় না।

তুমি কি চাইবে, এটি তোমার মেয়ের সঙ্গে হোক? সে বলল, না, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ যেন আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তেমনি অন্য মানুষও তাদের মেয়ের সাথে এটি চায় না।

তুমি কি চাইবে, এটি তোমার বোনের সঙ্গে হোক? সে বলল, না, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ যেন আমাকে আপনার জন্য ফিদইয়া করেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তেমনি অন্য মানুষও তাদের বোনদের জন্য এটি চায় না। তুমি কি চাইবে, এটি তোমার ফুফুর সঙ্গে হোক? সে বলল না, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ যেন আমাকে আপনার জন্য ফিদইয়া করেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তেমনি অন্য মানুষও তাদের ফুফুর জন্য এটি চায় না।

তুমি কি চাইবে, এটি তোমার খালার সঙ্গে হোক? সে বলল, না, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ যেন আমাকে আপনার জন্য ফিদইয়া করেন। তিনি বললেন, তেমনি অন্য মানুষও তাদের খালাদের জন্য এটি চায় না। এরপর নবী করীম (ছাঃ) তার বুকে হাত রেখে দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! এর গুনাহ ক্ষমা করে দাও, এর অন্তরকে পবিত্র করে দাও এবং এর লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে দাও। আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, এরপর থেকে ঐ যুবক আর কখনো কোনো নাজায়েয বিষয়ে মনোযোগই দেয়নি'।[৬]

নবী করীম (ছাঃ) কখনোই ঐ যুবককে ধমক দেননি বা তাকে অপমান করেননি। বরং তাকে একজন দুর্বল মানুষ হিসাবে দেখেছিলেন। যার প্রয়োজন ছিল বুঝানোর, সহানুভূতির এবং স্নেহের। তিনি তাকে বসালেন, কথা বললেন তার বিবেকের সাথে, সুন্দরভাবে যুক্তি দিলেন এবং শেষে এমন এক দো'আ করলেন, যা তার গুনাহের দুয়ার বন্ধ করে পবিত্রতা ও রহমতের দুয়ার খুলে দিল।

৫. বুখারী হা/৬৮২৩; মুসলিম হা/১৬৯৬; মিশকাত হা/৫৬৭।

৬. আহমাদ হা/২২২৬৫; ছহীহাহ হা/৩৭০।

সেই যুবক নবী করীম (ছাঃ) এর দরবার থেকে ফিরে গেল একেবারে বদলে গিয়ে পরিষ্কার হৃদয় নিয়ে, দেহ-মন পবিত্র হয়ে, দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। এটা কোনো কঠিন শাস্তির কারণে হয়নি; বরং এজন্য হয়েছিল যে, সে এমন একজন মহান ব্যক্তিকে পেল, যিনি তার ভুলকে আলিঙ্গন করলেন, পথ দেখালেন, তাকে দূরে ঠেলে বা লজ্জা দিয়ে ভেঙে দেননি।

শিক্ষা : যখন আপনি কোনো তরুণকে গোনাহের দিকে ছুটতে দেখেন, তখন প্রথমেই ধমক দিবেন না, তাকে লজ্জিত করবেন না। বরং কোমলভাবে ডাকুন, প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝান, আর তার জন্য দো'আ করুন। হয়তো আপনার সেই এক মুহূর্তের আন্তরিকতা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিবে, হয়ে উঠবে তার নতুন জীবনের সূচনা।

(২৩) এক পাগলী মেয়েকে সান্তনা প্রদান : নবী করীম (ছাঃ) কোন পাগলী নারীর কথা শোনা হ'তে তাকে অবজ্ঞা করেননি। তিনি তাকে লজ্জিত করেননি, পিছিয়ে দেননি, কিংবা অজুহাত দেখাননি। বরং ভালবাসা ও মর্যাদার সাথে সময় দিলেন। সম্মানজনক কথা বললেন, শুধু এ অনুভূতি দেওয়ার জন্য যে, তার প্রয়োজন ছোট নয়, তার অস্তিত্ব অবহেলার নয়।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একদিন এমন একটি মহিলা যার মাথায় কিছুটা সমস্যা ছিল, সে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার সাথে আমার একটু প্রয়োজন আছে। উত্তরে তিনি বললেন, হে অমুকের মা! যে গলিতেই তুমি আমাকে নিয়ে যেতে চাও, আমি তোমার কাজের জন্য সেথায় যেতে প্রস্তুত আছি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) মহিলাটির সাথে কোন এক পথের পার্শ্বে নিরালায় কথাবার্তা বললেন, এমনকি সে তার কথা শেষ করে চলে গেল'।[৭]

নবীজী (ছাঃ)-এর বিনয় ও মহানুভবতা তার মর্যাদাকে কমায়নি, বরং আরও উঁচুতে তুলেছে। আর সেই নারী ফিরে গেল প্রশান্ত হৃদয়ে।

শিক্ষা : আমাদের চারপাশেও অনেক দুর্বল ও অভাবী মানুষ আছে। তারা টাকা-পয়সা চায় না; চায় শুধু একটুখানি মনোযোগ, একটুখানি স্নেহভরা কথা, আর তার দিকে একটু সম্মানের ও মমতার দৃষ্টি। আপনি তাদের পাশে দাঁড়ান, যেমন দাঁড়াতেন নবী করীম (ছাঃ)। তাদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনুন, তাদের প্রয়োজন মেটাতে হাত বাড়িয়ে দিন।

(২৪) সাথীর ভয়কে দুর্বলতা মনে না করে তাকে সান্তনা : সবচেয়ে কঠিন ও অন্ধকারময় মুহূর্তেও নবী করীম (ছাঃ) আল্লাহ্র প্রতি সুদৃঢ় আশা রাখতেন। তিনি তার সাথীকে শিক্ষা দিতেন আল্লাহ্র নৈকট্যই প্রকৃত নিরাপত্তা। এমনকি যদি তরবারি পিছু নেয়, আর গুহার অন্ধকারে আশ্রয় নেয়।

আবুবকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, (হিজরতের সময়) আমরা যখন গুহায় আত্মগোপন করেছিলাম, তখন আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললাম, যদি কাফেররা তাদের পায়ের নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তবে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, 'হে আবুবকর, ঐ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা আল্লাহ যাদের তৃতীয় জন?'।[৮]

যেই মুহূর্তে নবী করীম (ছাঃ) তার প্রিয় সাথীর মুখে ভয় ও উৎকণ্ঠার ছাপ দেখলেন, তখনই তিনি এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করলেন যা হৃদয়কে শান্ত করল, বিশ্বাসকে দৃঢ় করল। তিনি ভয়কে দোষারোপ করলেন না; বরং ঈমানকে উঁচুতে তুললেন এবং তার সাথীর হৃদয়কে আল্লাহ্র সাথে বেঁধে দিলেন, যিনি তার ওপর ভরসাকারী কাউকে কখনো পরিত্যাগ করেন না। ফলে, যে ভয় ছিল তা ভরসাতে রূপ নিল। আর দুশ্চিন্তা পরিণত হ'ল অটল বিশ্বাসে।

শিক্ষা : যখন আপনি দেখবেন কোনো মানুষ ভয়, দুঃখ কিংবা উদ্বেগে ভেঙে পড়েছে, তখন তার দুর্বলতা ও হীনম্মন্যতাকে তার উপর বোঝা হিসাবে চাপিয়ে দিবেন না। বরং কোমল ভালবাসায় তার হৃদয় ছুঁয়ে দিন। হ্যাঁ, একটি সত্যনিষ্ঠ ও আল্লাহ্র স্মরণে ভরা বাক্য অস্থির হৃদয়কে শান্তির নীড়ে পৌঁছে দিতে পারে। উদ্বিগ্ন আত্মাকে ভরসার আলোয় ভরে তুলতে পারে।

উপসংহার : প্রিয় পাঠক! আপনি যদি 'যেভাবে প্রশান্তি ছড়িয়ে দিতেন নবী (ছাঃ)' প্রবন্ধটি প্রথম থেকে পড়ে থাকেন, তাহ'লে মানবজাতির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করেছেন। এই দৃশ্যগুলো আমাদের দেখিয়েছে কীভাবে আমাদের প্রিয় নবীজী দয়া ও মমতাকে যাপন করতেন। কীভাবে তিনি মানুষের ভাঙা মন জোড়া দিতেন এবং এক অবিস্মরণীয় কোমলতায় হৃদয়ের ক্ষত সারিয়ে তুলতেন।

প্রিয় পাঠক! এই প্রবন্ধের শিক্ষাগুলো কেবল পড়ার জন্য নয়, বরং জীবনের পাতায় প্রয়োগ করার জন্য। আসুন, প্রতিটি সাধারণ মুহূর্তকে আমরা দয়ার সুযোগে পরিণত করি। প্রতিটি সাধারণ সাক্ষাৎকে কারো জীবনে এক অদৃশ্য পরম মমতা হিসাবে উপহার দিই। যদি কোথাও বিষণ্ণতা দেখেন, তবে তার প্রতিকার করুন। যদি কারো মনের ভাঙন অনুভব করেন, তবে তা মুছে দিন। যদি কারো আর্তনাদ শোনেন, তবে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ান। আপনার হৃদয়কে এই পৃথিবীতে এমনভাবে পরিচালিত করুন, যেভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর হৃদয় চলত। একটি কথা মনে রাখবেন, কারো হৃদয়ে এক চিলতে হাসির কারণ হওয়া, কিংবা কৃতজ্ঞতায় কারো চোখের কোণে এক ফোঁটা পানি এনে দেওয়াটাই হ'ল নবুয়তের আসল উত্তরাধিকার।

[কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

৭. মুসলিম হা/২৩২৬; মিশকাত হা/৫৮১০।

৮. বুখারী হা/৩৬৫৩; মুসলিম হা/২৩৮১।

সালাফদের ঈদ উদযাপন

-নাজমুন নাঈম

উপস্থাপনা : প্রতিটি জাতির নিজস্ব কিছু উৎসব রয়েছে। মুসলমানদের জন্য রয়েছে দু'টি ঈদ। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। অন্যান্য জাতির তুলনায় মুসলমানদের ঈদ উদযাপনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল তারা ঈদ উদযাপন করে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা স্বীকার, নৈকট্য অর্জন ও তাঁর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে। পক্ষান্তরে অন্য অনেক জাতির উৎসব গড়ে উঠেছে কুসংস্কার, কল্পকাহিনী এবং প্রবৃত্তির উপর। যেখানে তারা সাময়িক আনন্দ উপভোগ করে। যার পরিণাম হয় দুনিয়া ও আখিরাতে দুঃখ ও আফসোস।

ঈদের পরিচয় ও নামকরণ : 'ঈদ' শব্দটি আরবী عَوْدٌ 'আওদ' মূলধাতু থেকে এসেছে। যার অর্থ ফিরে আসা। একে 'ঈদ' বলার কারণ, এটি প্রতি বছর ফিরে আসে। কেউ বলেন, এর নাম 'ঈদ' হয়েছে কারণ এর আগমনে আনন্দ ফিরে আসে। ঈদের পরিচয় সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনের কিছু বক্তব্য নিম্নরূপ :

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'কোনো নির্দিষ্ট দিনে সকল মানুষের একসাথে মিলিত হওয়াকে ঈদ বলা হয়। যা প্রতি বছর, মাস বা সপ্তাহে নিয়মিতভাবে ফিরে আসে। যেমন এক বছর পর ঈদুল ফিতর; কিংবা এক সপ্তাহ পর জুম'আ অনুষ্ঠিত হয়। ঈদের মধ্যে কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। (ক) একটি নির্দিষ্ট দিন, যেমন প্রতি বছরের শাওয়াল মাসের ১ তারিখ ঈদুল ফিতর বা প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার সাপ্তাহিক ঈদ জুম'আ। (খ) মানুষের সমবেত হওয়া। (গ) সেই দিনে নির্দিষ্ট কিছু ইবাদত ও সংশ্লিষ্ট সামাজিক রীতি পালন করা। এটি নির্দিষ্ট স্থানের সাথে সম্পর্কিত হ'তে পারে। আবার সাধারণভাবেও পালিত হ'তে পারে। এ সবকিছুকে সম্মিলিতভাবে 'ঈদ' বলা হয়'।[১]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, الْعِيدُ مَا يُعْتَادُ مَجِيؤُهُ وَقَصْدُهُ مِنْ زَمَنٍ وَمَكَانٍ 'ঈদ হ'ল এমন সময় বা স্থান যা নিয়মিতভাবে ফিরে আসে ও উদযাপিত হয়'।[২]

ইমাম বাগাভী (রহঃ) বলেন, اَلْعِيْدُ يَوْمُ السُّرُوْرِ، وَسُمِّيَ بِهِ لِلْعَوْدِ مِنَ الْفَرْحِ إِلَى الْفَرْحِ 'ঈদ হ'ল আনন্দের দিন। এক আনন্দ থেকে আরেক আনন্দের দিনে বারবার ফিরে আসে বলে এই নামকরণ করা হয়েছে'।[৩]

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, قِيلَ: لِيَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى عِيدَانِ، لِأَنَّهُمَا يَعُودَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ 'ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাকে ঈদ বলা হয়। কারণ এগুলো প্রতি বছর ফিরে আসে'।[৪]

ইসলামে নির্ধারিত ঈদ : মুসলমানদের জন্য বার্ষিক ঈদ বা আনন্দেও দিন দু'টি। ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা। আর শুক্রবার সাপ্তাহিক ঈদের দিন। এছাড়া আর কোন ঈদ নেই। মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-ওছাইমীন (রহঃ) বলেন, 'শরী'আতে নির্ধারিত ঈদ তিনটি। যথা : ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এবং জুম'আর দিন। এগুলো ছাড়া আর কোনো ঈদ নেই'।[৫]

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন হিজরত করে মদীনায় আসলেন, তখন তারা দু'টি নির্দিষ্ট দিনে খেলাধুলা করত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ দু'দিন কী? তারা বলল, আমরা জাহেলী যুগে এ দুই দিনে খেলাধুলা করতাম। তিনি বললেন, إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দু'টির পরিবর্তে আরও উত্তম দু'টি দিন নির্ধারণ করেছেন, কুরবানীর দিন ও ফিতরের দিন'।[৬] ছালেহ আল-ফাওযান বলেন, 'এই দুই ঈদের সাথে নতুন কোনো ঈদ সংযোজন করা বৈধ নয়'।[৭]

ঈদ সম্পর্কে সালাফদের মন্তব্য :

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, كُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ، فَالْيَوْمُ الَّذِي يَقْطَعُهُ الْمُؤْمِنُ فِي طَاعَةِ مَوْلَاهُ وَذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ فَهُوَ لَهُ عِيدٌ. 'যে দিন আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করা হয় না, সেদিনই ঈদ। অতএব মুমিন যে দিন আল্লাহ্‌র আনুগত্য, যিকর ও কৃতজ্ঞতার মধ্যে অতিবাহিত করে সেদিনই তার জন্য ঈদ'।[৮]

হাফেয ইবনু রজব (রহঃ) বলেন, لَيْسَ الْعِيْدُ لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيْدَ إِنَّمَا الْعِيْدُ لِمَنْ طَاعَاتُهُ تَزِيْدُ... لَيْسَ الْعِيْدُ لِمَنْ تَجَمَّلَ بِاللِّبَاسِ وَالرُّكُوْبِ إِنَّمَا الْعِيْدُ لِمَنْ غُفِرَتْ لَهُ الذُّنُوْبُ فِي لَيْلَةِ

১. ইক্বতিযাউ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম ১/৪৯৬ পৃ.।
২. মাজমূ'আতুর রাসায়েল ওয়াল মাসায়েল ১/১৮০ পৃ.।
৩. তাফসীরে বাগাভী ২/১০২ পৃ.।
৪. ফাতহুল ক্বাদীর ২/১০৬ পৃ.।
৫. ফাতাওয়া নূর আলাদ দারব ৪/২পৃ.।
৬. আবূদাউদ হা/১১৩৪; নাসাঈ হা/১৫৫৬।
৭. ফাতাওয়া নূর আলাদ দারব ৪/২পৃ.।
৮. লাওয়ামি' আনওয়ারুল বাহিইয়াহ ২/২৫০ পৃ.।

হাফেয ইবনু রজব (রহঃ) বলেন, اَلْعِيْدُ هُوَ مَوْسِمُ الْفَرَحِ وَالسُّرُوْرِ، وَأَفْرَاحُ الْمُؤْمِنِينَ وَسُرُوْرُهُمْ فِي الدُّنْيَا إِنَّمَا هُوَ: بِمَوْلَاهُمْ، إِذَا فَازُوْا بِإِكْمَالِ طَاعَتِهِ، وَحَازُوْا ثَوَابَ أَعْمَالِهِمْ بِوُثُوْقِهِمْ بِوَعْدِهِ لَهُمْ عَلَيْهَا بِفَضْلِهِ وَمَغْفِرَتِهِ- 'ঈদ হ'ল আনন্দ ও খুশির মৌসুম। আর দুনিয়াতে মুমিনদের প্রকৃত আনন্দ হ'ল তাদের প্রভুকে ঘিরে, যখন তারা তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে পারে এবং কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ তাঁর প্রতিশ্রুত ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে'।[১৩] কেননা আল্লাহ বলেন, قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ- 'বল, আল্লাহ্র এই দান ও তাঁর অনুগ্রহের কারণে তাদেও আনন্দিত হওয়া উচিত। এটি তারা যা সঞ্চয় করে সবকিছু থেকে উত্তম' *(ইউনুস ১০/৫৮)*।

সালাফদের ঈদ উদযাপনের কিছু নমুনা : সালাফে ছালেহীন ঈদ উদযাপন করতেন আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায়, বড়ত্ব ঘোষণা ও আনুগত্যের মাধ্যমে। সেখানে অশ্লীলতা ও অবাধ্যতার কোন স্থান ছিল না। তাদের পোশাক হ'ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; কিন্তু তাতে বিলাসিতার কোন ছাপ ছিল না। তাদের দৃষ্টি থাকত সংযত। তাদের আচরণে ছিল বিনয়। সেখানে ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতার লেশ থাকত না। ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, أَوَّلُ وَظِيفَةٍ تَخْتَصُّ بِالْعِيدِ الْغُسْلُ، ثُمَّ الْبُكُورُ وَالْخُرُوجُ عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ، إِلا أَنْ يَكُونَ مُعْتَكِفًا فَيَخْرُجُ فِي ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ وَيُخْرِجُ مَعَهُ زَكَاةَ فِطْرِهِ،... فَإِذَا مَشَى فِي الطَّرِيقِ غَضَّ بَصَرَهُ 'ঈদের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রথম কাজ হ'ল গোসল করা। এরপর সকালে তাড়াতাড়ি বের হওয়া এবং সর্বোত্তম পোশাক ও সজ্জায় বের হওয়া। তবে যদি কেউ ই'তিকাফে থাকে, তাহলে সে তার ই'তিকাফের পোশাকেই বের হবে এবং তার সাথে যাকাতুল ফিতর বের করবে...। আর যখন সে রাস্তায় চলবে, তখন নিজের দৃষ্টি সংযত রাখবে'।[১৪]

সুন্দর পোশাক ও সাজসজ্জা : ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, قَدْ كَانَ السَّلَفُ يَلْبَسُوْنَ الثِّيَابَ الْمُتَوَسِّطَةَ لَا الْمُرْتَفِعَةَ وَلَا الدُّوْنَ، وَيَتَخَيَّرُوْنَ أَجْوَدَهُمَا لِلْجُمْعَةِ وَالْعِيْدِ وَلِقَاءِ الْإِخْوَانِ، وَلَمْ يَكُنْ تَخَيَّرُ الْأَجْوَدِ عِنْدَهُمْ قَبِيْحًا- 'সালাফরা মধ্যম মানের পোশাক পরতেন। অতি উচ্চমানেরও না, একেবারে নিম্নমানেরও না। তারা জুম'আ, ঈদ ও ভাইদের সাথে সাক্ষাতের সময় সবচেয়ে ভালো পোশাকটি বেছে নিতেন। সাধ্য অনুযায়ী ভালো পোশাক পরিধান না করা

الْعِيدِ تَتَفَرَّقُ خِلَعُ الْعِتْقِ وَالْمَغْفِرَةِ عَلَى الْعَبِيدِ، فَمَنْ نَالَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَهُوَ لَهُ عِيدٌ، وَإِلَّا فَهُوَ مَطْرُوْدٌ بَعِيدٌ 'ঈদ তার জন্য নয় যে নতুন পোশাক পরেছে। বরং ঈদ তার জন্য যার আনুগত্য বৃদ্ধি পেয়েছে...। ঈদ তার জন্য নয় যে সুন্দর পোশাক ও বাহনে সজ্জিত হয়েছে। বরং ঈদ তার জন্য যার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়েছে। ঈদের রাতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দাদের মধ্যে (জাহান্নাম থেকে) মুক্তি ও ক্ষমার অনুগ্রহ বণ্টন করা হয়। যে ব্যক্তি এর মধ্য থেকে কিছু অংশ পেয়ে যায়, তার জন্য সেটাই প্রকৃত ঈদ। আর যে তা থেকে বঞ্চিত হয়, সে তো বঞ্চিত ও দূরে নিক্ষিপ্ত'।[৯]

আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহঃ) বলেন, جَعَلَ اللهُ تَعَالَى أَعْيَادَ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَنَاسِكَهُمْ مُذَكِّرَةً لِآيَاتِهِ، وَمُنَبِّهًا عَلَى سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ وَطُرُقِهِمِ الْقَوِيْمَةِ، وَفَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ عَلَيْهِمْ 'আল্লাহ মুসলমানদের ঈদ ও ইবাদতের অনুষ্ঠানসমূহকে তাঁর নিদর্শনসমূহের স্মারক, রাসূলদের সুন্নাত ও সঠিক পথের পথনির্দেশক এবং বান্দাদের প্রতি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের নিদর্শন করেছেন'।[১০]

ঈদের দিনে আনন্দ প্রকাশ : ঈদ আসে দীর্ঘ এক মাস ছিয়াম পালনের পূর্ণতা ও আল্লাহ্র রাহে ত্যাগের নমুনা স্বরূপ পশু কুরবানীর আনন্দ নিয়ে। তাই এ দুই দিন তাকবীর পাঠ করা, ভালো খাওয়া-দাওয়া করা ও আনন্দ করা ইসলামের নিদর্শন।

ইমাম খাত্ত্বাবী (রহঃ) ও হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, أَنَّ إِظْهَارَ السُّرُورِ فِي الْأَعْيَادِ مِنْ شِعَارِ الدِّينِ 'ঈদের দিনে আনন্দ প্রকাশ করা ইসলামের একটি নিদর্শন'।[১১]

ইমাম ছান'আনী (রহঃ) বলেন, أَنَّ إِظْهَارَ السُّرُورِ فِي الْعِيدَيْنِ مَنْدُوبٌ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الشَّرِيعَةِ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ لِعِبَادِهِ إِذْ فِي إِبْدَالِ عِيدِ الْجَاهِلِيَّةِ بِالْعِيدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يُفْعَلُ فِي الْعِيدَيْنِ الْمَشْرُوعَيْنِ مَا تَفْعَلُهُ الْجَاهِلِيَّةُ فِي أَعْيَادِهَا، وَإِنَّمَا خَالَفَهُمْ فِي تَعْيِينِ الْوَقْتَيْنِ 'ঈদের দুই দিনে আনন্দ প্রকাশ করা মুস্তাহাব। এটি শরী'আতের অংশ। যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য বিধান করেছেন। জাহেলিয়াতের উৎসবের পরিবর্তে এই দুই ঈদ নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বৈধ এই দুই ঈদের দিনে সেইসব আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করা যাবে, যা জাহেলিয়াতের লোকেরা তাদের উৎসবের দিনে করত। ইসলাম শুধু উৎসবের সময় নির্ধারণে তাদের থেকে পার্থক্য করেছে'।[১২]

---

৯. ইবনু রজব, লাত্বাইফুল মা'আরিফ ১/২৭৭ পৃ.।
১০. তাফসীরে সা'দী ১/২৪৯ পৃ.।
১১. ফাৎহুল বারী ২/৪৪৩ পৃ.।
১২. সুবুলুল ইসলাম ১/৪৩৬ পৃ.।
১৩. তাফসীর ইবনু রজব ১/৩৮৩ পৃ.।
১৪. আত-তাবছিরাহ লি ইবনিল জাওযী ২/১০৬ পৃ.।

তাদের কাছে অপসন্দনীয় ছিল’।[১৫]

ঈদের দিন নারীদের হাতে-পায়ে মেহেদী দেওয়া পসন্দনীয় কাজ। আলী ইবনু হুমাইদ বলেন, أَنَّ طَاوُسًا كَانَ لَا يَدَعُ جَارِيَةً لَهُ سَوْدَاءَ وَلَا غَيْرَهَا إِلَّا أَمَرَهُنَّ فَيَخْضِبْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَهُنَّ لِيَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى ‘ত্বাউস (রহঃ) তার একজন কালো দাসী হোক বা অন্য কাউকে ছেড়ে দিতেন না। তিনি নারীদেও সকলেক ফিতর ও আযহার দিনে হাত-পায়ে মেহেদি লাগানোর নির্দেশ দিতেন’।[১৬]

ঈদের দিনে দৃষ্টি সংযম : ওয়াকী‘ (রহঃ) বলেন, আমরা একবার সুফিয়ান ছাওরীর সাথে ঈদের দিনে বের হ’লাম। তিনি বললেন, إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا غَضُّ الْبَصَرِ ‘আজকের দিনে আমাদের প্রথম কাজ হ’ল দৃষ্টি সংযত রাখা।[১৭] হাসান ইবনু আবি সিনান (রহঃ) একবার ঈদের দিন বের হয়ে ফিরে এলে তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, আজ কত সুন্দরী নারী দেখেছ? তিনি বললেন, مَا نَظَرْتُ إِلا فِي إِبْهَامِي مُنْذُ خَرَجْتُ إِلَى أن رجعت ‘আমি বের হওয়ার পর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত আমার বুড়ো আঙুল ছাড়া আর কোথাও তাকাইনি’।[১৮]

ঈদের দিনে আনন্দ ও খেলাধুলা : শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ ওছাইমীন (রহঃ) বলেন, ‘মানুষ যদি ঈদের দিনগুলোকে খেলাধুলা ও আনন্দের দিন বানায়, তাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে শর্ত হ’ল এই আনন্দ ও খেলাধুলা যেন শরী‘আতের সীমা অতিক্রম না করে। যদি সেই খেলাধুলার মধ্যে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা থাকে, তাহ’লে মেলামেশার কারণে তা হারাম হবে। একইভাবে যদি এতে নিষিদ্ধ ছবি, হারাম গান বা নিষিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র থাকে, তাহ’লে তাও জায়েয নয়। তবে শরী‘আতের সীমার ভেতরে থাকে এমন খেলাধুলা বা আনন্দ, যার মাধ্যমে মানুষ মনকে প্রশান্ত করে এবং ঈদের আনন্দ অনুভব করে। এতে কোনো অসুবিধা নেই’।[১৯]

ঈদের আনন্দে সীমালঙ্ঘন না করা : ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ يَوْمَكُمْ هَذَا يَوْمَ الْعِيدِ قَدْ مُيِّزَ فِيهِ الشَّقِيُّ وَالسَّعِيدُ، فَكَمْ فَرِحٍ بِهَذَا الْيَوْمِ مَسْرُورٌ وَهُوَ مَطْرُودٌ مَهْجُورٌ ‘হে আল্লাহর বান্দাগণ! আজকের দিনেই সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগা পৃথক হয়ে যায়। কত মানুষ আজ আনন্দ করছে। অথচ তারা আল্লাহর কাছ থেকে বঞ্চিত, বিতাড়িত’![২০]

১৫. তালবীসু ইবলীস ১/১৭৮ পৃ.।
১৬. মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক হা/৫৮৫৬।
১৭. হিলয়াতুল আউলিয়া ৭/২৩ পৃ.।
১৮. আত-তাবছিরাহ লি ইবনিল জাওযী ২/১০৬ পৃ.।
১৯. শরহ বুলূগুল মারাম, কিতাবুছ ছালাত ৪৪-এর ব্যাখ্যা।
২০. আত-তাবছিরাহ লি ইবনিল জাওযী ২/১০৬ পৃ.।

মুমিনের প্রকৃত ঈদ তো জান্নাতে আল্লাহ্র সাথে দীদারকালে। দুনিয়াবী ঈদ তো ক্ষণকালের আনন্দ মাত্র। হাফেয ইবন রজব (রহঃ) বলেন, أَمَّا أَعْيَادُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ، فَهِيَ أَيَّامُ زِيَارَتِهِمْ رَبَّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَزُورُونَهُ وَيُكْرِمُهُمْ غَايَةَ الْإِكْرَامِ، وَيَتَجَلَّى لَهُمْ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَمَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ الزِّيَارَةُ، فَلَيْسَ لِلْمُحِبِّ عِيدٌ سِوَى قُرْبِ مَحْبُوبِهِ ‘আর জান্নাতে মুমিনদের ঈদ হ’ল তাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের দিনগুলো। তারা তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে, আর তিনি তাদের সর্বোচ্চ সম্মান দান করবেন। তিনি তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং তারা তাঁর দিকে তাকাবে। আল্লাহ তাদেরকে যে সব নে‘মত দিবেন, তার মধ্যে এই সাক্ষাৎই তাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় হবে। প্রেমিকের জন্য প্রকৃত ঈদ তো প্রিয়তমের নিকটবর্তী হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়’।[২১]

উপসংহার : ঈদের আনন্দ মানে শরী‘আতের সীমালঙ্ঘন নয়। বরং আল্লাহ্র নে‘মতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাঁর আনুগত্যে নত হওয়া। কত মানুষ আছে যারা ঈদের দিনে আনন্দ করছে, অথচ তারা আল্লাহর কাছ থেকে অনেক দূরে! প্রকৃত ঈদ তো তাদের জন্য যারা আনুগত্যের মাধ্যমে ক্ষমা অর্জন করতে পেরেছে ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করেছে। তাই খেয়াল রাখতে হবে, ঈদের আনন্দ যেন অবাধ্যতার দুর্ভোগ বয়ে না আনে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন।-আমীন!

২১. আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিইয়াহ ৩/৩৫১ পৃ.।

হালাল চয়েস ফুড

আমাদের পণ্য সমূহ
১০০% খাঁটি

রকমারি ফুলের মধু	অন্যান্য পণ্য
সরিষা ফুলের মধু	আখের গুড়
লিচু ফুলের মধু	মৌসুমের খেজুরের গুড়
বরই ফুলের মধু	মধুময় বাদাম
কালোজিরা ফুলের মধু	উন্নত মানের খেজুর
মিক্স ফুলের মধু	সরিষার তেল
পাহাড়ী ফুলের মধু	কালোজিরা তেল
সুন্দরবনের বিখ্যাত খলিশা ফুল	জয়তুন তেল
চাকের মধু	যবের ছাতু
	দানাদার ঘি
	বিভিন্ন ইসলামী বই পাওয়া যায়

সকল যেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়
যোগাযোগ করুন! ০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২
প্রোপাইটার
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন
ঠিকানা : ছোটকন্দগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা)/ নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun
১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

সফলতার দৈনন্দিন কর্মসূচী

-আবু আফিয়া

(শেষ কিস্তি)

১৪. সময় মতো ছালাত আদায় করুন : ছালাত হ'ল এক দিব্য বিরতি, যেখানে মন শান্ত হয়, হৃদয় পরিশুদ্ধ হয়। আপনি যখন একনিষ্ঠচিত্তে ছালাত আদায় করবেন, তখন আপনার মনে হবে আমি একা নই। আমার রব আমার সঙ্গে আছেন। ছালাত কেবল দায়িত্ব নয়, এটি আপনার রূহের বিশ্রাম, আত্মার শক্তি ও জীবনের দিকনির্দেশনা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেলালকে বলেছিলেন,-يَا بِلَالُ أَقِمِ الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا 'হে বেলাল (ছালাতের জন্য) ইক্বামত দাও, এর মাধ্যমে আমাদের শান্তি দাও'।[১]

ছালাত কেবল একটি ফরয ইবাদতই নয়, এটি আত্মিক পরিশুদ্ধিতার দৈনিক চক্র। যেখানে হৃদয় গুনাহের ধুলা ঝেড়ে ফেলে। আর আত্মা ফিরে পায় তার রবের সান্নিধ্য। যে ব্যক্তি সময়মতো ছালাত পড়ে, সে শিখে নেয় নিয়মানুবর্তিতা, অভ্যস্থ হয় সুশৃংখল জীবন যাপনে, খুঁজে পায় হৃদয়ের প্রশান্তি ও জীবনের প্রকৃত অর্থ। আল্লাহ বলেন, فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوْا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا 'যখন তোমরা শংকামুক্ত হও, তখন সুস্থরভাবে ছালাত আদায় কর। নিশ্চয় ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত' *(নিসা ৪/১০৩)*। সময়মতো ছালাত পড়া মানে আপনি আপনার জীবনের সব কিছুর আগে আল্লাহকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। নিজের কাজ, ফোন, মিটিং সবকিছুর আগে আপনি দাঁড়াচ্ছেন সেই মহান রবের সামনে, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, পরিচালনা করছেন, আর যিনি আপনার দুঃখ-কষ্ট, উদ্বেগ ও আশা সব জানেন।

ছালাত আমাদের শেখায় দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে। দুনিয়ার দৌড়ের মাঝেও আত্মাকে জাগিয়ে রাখা, উদ্বেগের ভেতরেও তাওয়াক্কুল শেখা, আর ভুলে যাওয়া পৃথিবীর মাঝে আবার নিজেকে চিনে ফেলা। প্রতিটি ছালাত হ'ল গুনাহ থেকে ফিরে আসার এক নতুন শুরু। অহংকার ভেঙে আল্লাহ্র সামনে বিনয় শেখার আর নিজের হৃদয়কে নতুন করে পরিশুদ্ধ করার এক অপূর্ব সুযোগ।

কার্যকরের উপায় : চলুন এক সপ্তাহের জন্য একটা প্রতিশ্রুতি নেই। এমন এক প্রতিশ্রুতি, যা আপনার জীবনকে ভেতর থেকে বদলে দিতে পারে। একটি টেবিলে লিখে রাখুন আপনার পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়। প্রতিটি ছালাতের দশ মিনিট আগে একটি অ্যালার্ম দিন, যেন দুনিয়ার ব্যস্ততা নয়, বরং আল্লাহ্র ডাকই প্রথমে শোনা যায়। চেষ্টা করুন ছালাত প্রথম ওয়াক্তেই আদায় করতে। প্রতিবার ছালাত শেষে আপনার এক লাইন অনুভূতি লিখুন। যেমন আজ যোহরের ছালাত পড়েছি সময়মতো। মনে হ'ল যেন হৃদয়ে নেমে এসেছে প্রশান্তির বৃষ্টি। ফজরের সময়টা কঠিন ছিল, কিন্তু উঠেই যখন ছালাত করলাম, পুরো দিনটাই আলোকিত হয়ে গেল।

সাত দিন পর একটু থেমে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন। আমার আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কটা কি আরও গভীর হয়েছে? সময় কি এখন বেশি বরকতময় মনে হচ্ছে? অন্তর কি আগের চেয়ে বেশি শান্ত? দেখবেন, এক সপ্তাহে আপনার ভেতর এক অদ্ভুত পরিবর্তন শুরু হবে। কারণ ছালাত শুধু ইবাদত নয়। এটা হ'ল আপনার রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ, আত্মার পুনর্জাগরণ, আর ক্লান্ত হৃদয়ের পুনরায় আলোয় ভরে ওঠার মুহূর্ত।

মনে রাখবেন, যে ছালাতকে আঁকড়ে ধরে, আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন। আর যে ছালাতকে হারায়, সে আসলে নিজের শান্তি, বরকত, আর জীবনের দিশা হারায়। তাই আর এক মুহূর্তও দেরি না করে আজ থেকেই শুরু করুন আপনার রবের সঙ্গে নির্ধারিত সাক্ষাৎ। কারণ যখন আপনি আল্লাহ্র জন্য সময় দেন, তখন আল্লাহ আপনার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে বরকত ও প্রশান্তি ঢেলে দেন।

১৫. কুরআন পড়ুন : কুরআন কোন স্মৃতিচারণার বই নয়। না শুধু তাকের সাজসজ্জার এক অলংকার। এটা সেই জীবন্ত বাণী; যার প্রতিটি শব্দ আপনার আত্মাকে জাগিয়ে তোলে। আপনার চিন্তাকে সঠিক পথে ফেরায়। আল্লাহ বলেন, لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ- 'যদি এই কুরআন আমরা কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তাহ'লে অবশ্যই তুমি তাকে দেখতে আল্লাহ্র ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হ'তে। আর আমরা এইসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি যাতে তারা চিন্তা করে' *(হাশর ৫৯/২১)*।

কুরআনের প্রতিটি আয়াত হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে তোলে, হতাশার আঁধার তাড়িয়ে আশার আলো সঞ্চার করে, আল্লাহ্র উপর ঈমান ও তাওয়াক্কুল বৃদ্ধি করে। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ 'আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(আনফাল ৮/২)*।

১. আবুদাঊদ হা/৪৯৮৫; মিশকাত হা/১২৫৩।

যিনি কুরআনকে নিজের দ্বীনের অংশ বানান, তার জীবনে নেমে আসে আলো। তার সিদ্ধান্তে আসে প্রজ্ঞা। আর তার প্রতিটি পদক্ষেপে মেলে প্রশান্তির ছোঁয়া। প্রত্যেক আয়াতই আপনার জন্য আল্লাহ্‌র এক ব্যক্তিগত বার্তা। আপনাকে দরকার কেবল একটু সময় বের করা। একটা শান্ত হৃদয় আর গভীর মনোযোগ নিয়ে তেলাওয়াত করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ 'তোমরা কুরআন পাঠ করো। কারণ কুরআন ক্বিয়ামতের দিন তার পাঠকদের পক্ষে সুপারিশ করবে'।[২]

কুরআন আপনার কাছে অধিক পরিমাণের নয়, ধারাবাহিকতা রক্ষার আহ্বান জানায়। প্রতিদিন একটি আয়াত হলেও পড়ুন। কারণ সেই একটি আয়াতই হয়তো হয়ে উঠবে আপনার নতুন জীবনের পথপ্রদর্শক।

কার্যকরের উপায় : প্রতিদিন সকালে বা রাতে মাত্র ৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত করুন। যখন আপনার মন শান্ত থাকে ও পরিবেশ নিরিবিলি থাকে। ছোট একটি পদক্ষেপ। কিন্তু এর প্রভাব অসীম। ধীরস্থিরভাবে মন দিয়ে কুরআনের একটি পৃষ্ঠা পড়ুন। একটি আয়াতের অর্থ ভাবুন! অনুধাবন করুন, কেন এটি আপনার হৃদয় স্পর্শ করছে। ডায়েরিতে লিখুন। কোন আয়াতটি আজ আমার হৃদয় নরম করেছে? আমি কীভাবে এটি আমার জীবনে প্রয়োগ করব?

মনে রাখবেন, এটি প্রতিদিন কুরআনের সঙ্গে কেবল ৫ মিনিটের সাক্ষাৎ নয়, বরং এটি আপনার পুরো দিন এমনকি জীবনকে নতুন আলোয় আলোকিত করার প্রয়াস।

১৬. ইস্তিগফার, আল্লাহ্‌র স্মরণ, দো'আ ও কৃতজ্ঞতা : সকাল হৌক বা সন্ধ্যায় প্রতিদিনের এই চারটি আধ্যাত্মিক অভ্যাস আপনার হৃদয়কে শুদ্ধ করবে। বড় কোন অনুষ্ঠান বা বিশেষ মুহূর্তের অপেক্ষা নেই, আপনার জীবন্ত হৃদয় ও ভিজা জিহ্বাই যথেষ্ট।

ইস্তিগফার : রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা, এটি মানসিক শান্তির চাবিকাঠি। আল্লাহ বলেন, اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا- يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا- وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا- 'অতঃপর আমি তাদের বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাশীল'। 'তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বারি বর্ষণকারী মেঘমালা প্রেরণ করবেন'। 'তিনি তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগিচাসমূহ সৃষ্টি করবেন ও নদীসমূহ প্রবাহিত করবেন' *(নূহ ৭১/১০-১২)*। নবী করীম (ছাঃ) প্রতিদিন কমপক্ষে ৭০ বার ইস্তিগফার করতেন।[৩]

আল্লাহকে স্মরণ : হৃদয় ভরে আল্লাহ্‌র স্মরণ করুন। 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবর' এগুলো সহজ শব্দ, কিন্তু হৃদয়কে প্রশান্তি দেয়, আমলকে ওযন দেয়, আত্মাকে জীবন্ত করে। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, -أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 'মনে রেখ, আল্লাহ্‌র স্মরণেই কেবল হৃদয় প্রশান্ত হয়' *(রা'দ ১৩/২৮)*। আল্লাহ আরো বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ 'মুমিন কেবল তারাই, যখন তাদের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে...' *(আনফাল ৮/২)*।

দৈনন্দিন দো'আ করুন : দো'আ হ'ল মুমিনের অস্ত্র, আধ্যাত্মিক ক্ষমতার চাবিকাঠি। বিপদে হৌক বা সমৃদ্ধিতে, সকালে হৌক বা সন্ধ্যায়, বিশ্বাস রাখুন, আল্লাহ শুনেন, প্রতিফলিত করেন। আর যা ভালো হবে তা দান করেন। আল্লাহ বলেন, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ 'আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব' *(মুমিন ৪০/৬০)*।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন : আপনি যদি আজ সুস্থ শরীর নিয়ে ঘুম থেকে জাগেন, তবে এটি পৃথিবীর অগণিত মানুষের কাছে একটি বড় স্বপ্ন। অথচ আমরা প্রায়ই যা আমাদের নেই তা নিয়ে আফসোস করি। কিন্তু যা আছে তার সঠিক মূল্যায়ন করি না। অথচ কৃতজ্ঞতা হ'ল সেই চাবিকাঠি যা আমাদের জীবনের বন্ধ দরজাগুলো খুলে দেয়। কেননা কৃতজ্ঞতা আদায় করলে নে'মত বাড়ে। আর অকৃতজ্ঞ হলে নে'মত উঠিয়ে নেওয়া হয়। আল্লাহ বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহ'লে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী দেব' *(ইব্রাহীম ১৪/৭)*। শুধু মুখে নয়, হৃদয় ও আচরণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। প্রতিটি মুহূর্তকে উপহার হিসাবে দেখুন।

মনে রাখবেন, ইস্তিগফার পাপ মুছে দেয়, আল্লাহ্‌র স্মরণ হৃদয়কে আলোকিত করে, দো'আ দরজা খুলে দেয়, কৃতজ্ঞতা অধিক বরকত আনে। চলুন, এই চারটি অভ্যাসকে প্রতিদিনের রুটিন বানাই। হৃদয় হবে শান্ত। জীবন হবে বরকতপূর্ণ এবং আত্মা হবে জীবন্ত।

১৭. আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করুন : কারণ প্রাকৃতিক জগত ঈমানের দরজা খুলে দেয়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ- 'নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিবসের আগমন-নির্গমনে জ্ঞানীদের জন্য (আল্লাহ্‌র) নিদর্শন সমূহ রয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/১৯০)*। আমরা প্রতিদিনই দেখতে পাই বিশাল নীল আকাশে সাদা-কালো মেঘের সমাহার। উপভোগ করি নতুন ভোরের তাযা নিশ্বাস, সাগরের নীলিমা, মাটির মধ্যে লুকানো ফুলের সুঘ্রাণ ও রকমারি ফলের স্বাদ। অসচেতন হৃদয় এসব দেখেও অদৃশ্যভাবে চলে যায়।

২. মুসলিম হা/৮০৪; মিশকাত হা/২১২০ রাবী আবু উমামাহ (রাঃ)।
৩. বুখারী হা/৬৩০৭; মিশকাত হা/২৩২৩ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

তবে চিন্তাশীল অন্তর প্রতিটি দৃশ্যে আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও ক্ষমতার বার্তা উপলব্ধি করে।

চিন্তা-ভাবনা হ'ল এক ধরণের নীরব ইবাদত। যা মগজ ও হৃদয়ের জন্য এক উচ্চতম প্রশিক্ষণ। সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা (রহঃ) বলেছেন, 'চিন্তা-ভাবনা রহমতের চাবিকাঠি। তুমি কি দেখ না, মানুষ চিন্তা করে, অতঃপর তওবা করে?'।[৪] নিজের সৃষ্টিতে চিন্তা করুন। কীভাবে এক বিন্দু পানি থেকে আপনি মানব হবার সৌভাগ্য লাভ করলেন। বুদ্ধি, জিহ্বা, শ্রবণ ও দৃষ্টিসহ প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্র সূক্ষ্মদৃষ্টির সাক্ষ্য দেয়। রাত-দিনের পরিবর্তন ও জীবনের উত্থান-পতন পর্যবেক্ষণ করুন। সবই আপনাকে রবের পথে ফিরে আসার আহ্বান জানায়।

জীবন স্থির নয়, এটি একটি যাত্রাপথ। আপনার জীবনের ছোট ছোট অনুগ্রহ চিন্তা করুন। এর কৃতজ্ঞতা জানান, অনুতপ্ত হন এবং উন্নতি করুন। আকাশের রাজত্বে নযর দিন। আপনার মন নরম হবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস তৈরী হবে এবং উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নিবে।

কার্যকরের উপায় : প্রতিদিন মাত্র ১০ মিনিট সময় নিন। নীরব পরিবেশে, নিজের সঙ্গে একান্তে বসুন। কোন মোবাইল নয়, কোন শব্দ নয়, শুধু আপনি আর নীরবতা। তারপর একটি বিষয় বেছে নিন। সূর্যাস্তের দৃশ্য বা ভোরের আলো। কোন শিশুর হাসি বা উড়ে যাওয়া পাখি। গাছের পাতা, কিংবা বৃষ্টির ফোঁটা। এবার নিজেকে প্রশ্ন করুন। এই দৃশ্য আমাকে কী শিক্ষা দিল? এটি কীভাবে আল্লাহ্র মহিমা ও প্রজ্ঞার নিদর্শন? এই সৌন্দর্য দেখে আমার নিজের জীবনে কী পরিবর্তন আনা প্রয়োজন?

সবশেষে, আপনার অনুভূতিগুলো একটি বিশেষ ডায়েরিতে লিখে রাখুন। কয়েক সপ্তাহ পর দেখবেন। আপনার হৃদয় বদলে গেছে। নরম হয়েছে, গভীর হয়েছে। আল্লাহ্র আরও কাছাকাছি এসেছেন। যে ব্যক্তি হৃদয়ের চোখ দিয়ে দেখে, সে আল্লাহ্র আহ্বান শুনে প্রতিটি দৃশ্যেই। চিন্তা-ভাবনা হ'ল এমন এক ইবাদত। যার জন্য ওযূ লাগে না, কণ্ঠের শব্দ লাগে না, লাগে শুধু এক জাগ্রত হৃদয় ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি।

২১. নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা করুন : সুস্বাস্থ্য আপনার দুনিয়াবী জীবনের সর্বোত্তম নে'মত। অথচ অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাপারে বেখেয়াল থাকে ও অবহেলা করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,–نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ 'দু'টি নে'মত আছে, যেগুলোতে অনেক মানুষ প্রতারিত হয়, সুস্থতা ও অবসর'।[৫] সুস্থতা মানে শুধু রোগমুক্ত থাকা নয়। এটা হ'ল দেহের শক্তি, মনের সতেজতা, আর আত্মার প্রশান্তি।

অতএব, স্বাস্থ্যই সেই মূলধন, যার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ; সফলতা ও ব্যর্থতা। চিন্তা করুন। যদি শরীর অসুস্থ থাকে, তবে উচ্চাকাংখার মূল্য কী? যদি দুর্বল শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তবে অর্থ বা খ্যাতি আপনাকে কী আনন্দ দিবে? একটি সুস্থ শরীরই আপনাকে দেয় মনোযোগী ইবাদত, পরিশ্রমী কর্মজীবন এবং পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলার শক্তি। নবী করীম (ছাঃ) আমাদের শিখিয়েছেন একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনধারা যেখানে ঘুম, খাদ্য, পরিচ্ছন্নতা ও সতর্কতা, সবকিছুরই রয়েছে যথাযথ গুরুত্ব। তিনি বলেছেন, الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ 'শক্তিশালী মুমিন আল্লাহ্র নিকট দুর্বল মুমিনের তুলনায় অধিক প্রিয়'।[৬]

এই শক্তি শুধু দেহের নয়; বরং তা হৃদয়ের দৃঢ়তা, মানসিক স্থিতি, আর আত্মার জাগ্রত জীবনীশক্তির প্রতিফলন। স্বাস্থ্যকে অবহেলা করবেন না, কারণ এটাই সেই সম্পদ, যা হারালে জীবনের স্বাদ ম্লান হয়ে যায়, আর রক্ষা করলে প্রতিটি দিন হয়ে ওঠে নতুন সম্ভাবনার সূচনা।

কার্যকরের উপায় : সুস্বাস্থ্যের জন্য পাঁচটি সোনালী নিয়ম। (১) প্রতিদিন রাতে অন্তত ৬-৭ ঘণ্টা ঘুমান। ঘুম শুধু বিশ্রাম নয়, এটাই আপনার শরীরের পুনর্গঠন ও মনের প্রশান্তির সময়। (২) নিয়মিত পানি পান করুন। প্রতি ঘণ্টায় এক গ্লাস পানি। শুনতে সহজ, কিন্তু এটাই আপনার দেহের শ্রেষ্ঠ ওষুধ। পানি শরীরকে পরিষ্কার করে, মনকে সতেজ রাখে এবং ক্লান্তি দূর করে। অনেক সময় সুখের শুরু হয় এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দ্বারা। (৩) প্রতিদিন অন্তত ১৫ মিনিট হাঁটলে শরীরের প্রতিটি কোষে প্রাণ ফিরে আসে। হাঁটা শুধু ব্যায়াম নয়, এটি আত্মাকে জাগিয়ে তোলার এক নিরব বিপ্লব। মনে রাখবেন, জীবন চলার নাম, বসে থাকার নয়।

(৪) নিয়মিত নিজের যত্ন নিন। অসুস্থ হওয়ার অপেক্ষা করবেন না। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন। প্রতিটি সচেতন পদক্ষেপ আপনাকে রোগ নয়, শান্তি ও স্বস্তির পথে রাখবে। (৫) কাজ ও বিশ্রামের ভারসাম্য বজায় রাখুন। কাজে নিজেকে উৎসর্গ করুন, কিন্তু শরীরকে নিঃশেষ করে নয়। কিছু সময় শুধু নিজের জন্য রাখুন। নীরবতা, প্রকৃতি বা প্রিয় বইয়ের সঙ্গে। বিশ্রাম মানে অলসতা নয়; বরং এটি আগামী দিনের কর্মপ্রস্তুতি।

স্বাস্থ্যই জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ। অর্থ, সাফল্য, খ্যাতি সবকিছুই অর্থহীন হয়ে যায়, যদি শরীর ও মন অসুস্থ থাকে। তাই আজ থেকেই শুরু করুন। একটি ছোট পরিবর্তন। একটি সৎ নিয়ত, আর একটি কৃতজ্ঞ হৃদয় নিয়ে। নিজের শরীরকে ভালোবাসুন। নিজের জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞ হৌন। কারণ সুস্বাস্থ্যই প্রকৃত সুখের দরজা খুলে দেয়।

(২২) নিয়মিত শরীর চর্চা বা ব্যায়াম করুন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا 'তোমার শরীরেরও তোমার উপর অধিকার আছে'।[৭]

৪. ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন ৭/৩০৬ পৃ.।
৫. বুখারী হা/৬৪১২।
৬. মুসলিম হা/২৬৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৮; রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৭. বুখারী হা/১৯৭৫; মুসলিম হা/১১৫৯; মিশকাত হা/২০৫৫।

শরীর আল্লাহ্‌র এক মহান দান, এক অমূল্য আমানত। যে শরীরকে নড়ালো না, সে ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে। যে পেশী কাজে লাগে না, তা দুর্বল হয়ে যায়। আর যে হৃদয়কে পরিশ্রম শেখানো হয় না, তা অকালে বৃদ্ধ হয়ে যায়। ব্যায়াম কোন বিলাসিতা নয়। বরং এটি জীবনধারার অপরিহার্য অংশ, ইবাদতের প্রস্তুতি। আর জীবনীশক্তির উৎস।

নবী করীম (ছাঃ) ছিলেন সক্রিয় ও প্রাণবন্ত। তিনি স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন, তিরন্দাজি করেছেন, ছাহাবীদের শিখিয়েছেন সাঁতার ও ঘোড়ায় চড়া। কারণ তিনি জানতেন, শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে আল্লাহ্‌র কাছে অধিক প্রিয়'।[৮]

ব্যায়াম মানেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিম নয়। এটা হ'তে পারে প্রতিদিনের ১৫ মিনিট হাঁটা, সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, কিছু স্ট্রেচিং, বা সকালে সূর্যের আলোয় গভীর শ্বাস নেওয়া। মনে রাখুন, এই শরীর আপনার ছালাতের বাহন, ইবাদতের হাতিয়ার, জীবনের জ্বালানি। তাকে যত্ন করুন। কারণ একদিন হয়তো সেই অবহেলিত শরীরই আপনাকে ছালাতে দাঁড়াতে বা সিজদায় যেতে বাধা দিবে।

কার্যকরের উপায় : মাত্র ১৫ মিনিটের চ্যালেঞ্জ নিন। প্রতিদিন অন্তত এতটুকুই দরকার আপনার জীবনকে নতুন করে জাগিয়ে তুলতে। এই ছোট্ট সময়টুকু হ'তে পারে আপনার শক্তি, শান্তি ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার শুরু। শুরু করুন আজ থেকেই। বাড়ির আশেপাশে একটু দ্রুত হাঁটুন। এছাড়া যদি সুযোগ থাকে তাহ'লে দৈনিক সাইকেল চালানো, দৌড়ানো বা সাঁতার কাটার অভ্যাস করুন। সময়টা নির্দিষ্ট করুন, ফজরের পরের সতেজ সকাল, কর্মশেষের নীরব বিকেল বা রাত কিংবা ছালাতের আগে একটু অবসর। এই সময়টি হোক আপনার নিজের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎ, যেখানে আপনি ক্লান্ত শরীরকে নয়, জাগিয়ে তুলবেন দৃঢ় মনকে।

মনে রাখুন, ব্যায়াম শুধু পেশি গঠন করে না, এটা গড়ে তোলে ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস আর মানসিক প্রশান্তি। যে শরীর সক্রিয়, তার মন কখনো পরাজিত হয় না। এক সপ্তাহ নিয়মিত চেষ্টা করুন, আপনি নিজেই অবাক হবেন আপনার ঘুমে, মনোভাবে, ও জীবনের উচ্ছ্বাসে পরিবর্তন দেখে। কারণ, যে নিজেকে নড়াতে পারে, তাকে কেউ থামাতে পারে না।

(২৩) বুদ্ধি দিয়ে খান, লোভ দিয়ে নয় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,- مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ 'আদম সন্তান তার পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট কোন পাত্র কখনো পূর্ণ করে না'।[৯] পেট হ'ল রোগের ঘর, আর সংযম হ'ল সেরা ওষুধ। আপনার দেহ আসলে আপনি যা খান তারই প্রতিবিম্ব। খাবার শুধুই জিহ্বার স্বাদ নয়, এটি আপনার শক্তি, আপনার প্রাণ। যদি খাওয়াকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখেন, এটি হয় স্বস্তি ও শান্তি; অন্যথায়, এটি হয়ে ওঠে ক্লান্তি ও অসুস্থতা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ 'মানুষের পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য, এবং এক-তৃতীয়াংশ নিঃশ্বাসের জন্য রাখুক'।[১০] এই ছোট্ট নিয়ম মানলেই সঙ্কীর্ণতা, অলসতা ও হজমের সমস্যা দূর হয়।

মনে রাখুন! খাদ্য শুধু জিহ্বার আনন্দ নয়, এটা আপনার চেতনার প্রতিচ্ছবি, আপনার আত্মনিয়ন্ত্রণের পরীক্ষা। বুদ্ধি দিয়ে খেলে খাবার হয় ওষুধ। আর লোভ দিয়ে খেলে সেটাই হয়ে যায় রোগ। আজ থেকেই প্রতিদিনের খাবারে সংযম রাখুন। আপনার শরীরকে শক্তিশালী, প্রাণবন্ত ও সুস্থ করুন।

কার্যকরের উপায় : আজ আপনার শরীর ও মনকে সচেতন খাবারের অভিজ্ঞতা দিন। লক্ষ্য করুন, প্রতিটি পুষ্টিকর খাদ্য শুধু খাদ্যই নয়, এটি আপনার শক্তি, স্বাস্থ্য এবং মনোভাব গড়ে তোলে। দিনে তিনটি সুষম প্রধান খাবার খান, স্ন্যাকস এড়িয়ে যান। প্রতিটি খাবার ২০-৩০ সেকেণ্ড ধরে চিবান। মনের সাথে খাবারের সংযোগ অনুভব করুন। খাওয়া থামান তখনই, যখন শরীর বলে পর্যাপ্ত। পেট পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করবেন না। চিনি ও তেল কমান। সবজি বেশি বেশি খান।

খাওয়ার আগে এক গ্লাস পানি পান করুন। এটি ছোট্ট অভ্যাস, কিন্তু বড় পরিবর্তন। আপনার খাদ্য সচেতনতা বাড়াবে। খাবার হোক পরিমিত, সুষম, কৃতজ্ঞচিত্তে। এমন খাবার বেছে নিন যা আপনাকে শক্তিশালী ও সুস্থ রাখবে।

(২৪) নিয়মিত ঘুমান : আপনি যন্ত্র নন! নিদ্রা হ'ল শরীরের বিশ্রাম, মনের প্রশান্তি এবং শক্তির পুনর্জাগরণ। অথচ আজকের দুনিয়ায় যেখানে স্ক্রিনের আলো, রাতজাগা এবং ব্যস্ততা নিত্যসঙ্গী। নিয়মিত ঘুম একটি হারিয়ে যাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু কম ঘুম মানে শুধু ক্লান্তি নয়, এটি মনোযোগ, মেজাজ, স্মৃতি, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা, এমনকি ইবাদতেও প্রভাব ফেলে।

নবী করীম (ছাঃ) নিজে ঘুমিয়েছেন, জেগেছেন, এবং রাত-দিনের জীবনকে সুশৃংখলভাবে ভাগ করেছেন। রাতে প্রথম অংশে ঘুম ও রাতের শেষ তৃতীয়াংশে ইবাদত। এছাড়া অপ্রয়োজনীয় রাতজাগা থেকে বিরত থাকাকে উৎসাহ দিয়েছেন। ঘুমকে সময়ের অপচয় ভাববেন না। এটি স্বাভাবিক পুনরোদ্যম, মানসিক চাপ মুক্তি এবং শক্তিশালী জীবনধারার মূল চাবিকাঠি।

কার্যকরের উপায় : ৩ দিনের ঘুমের একটি রুটিন করে নিজেকে অভ্যস্থ করুন। আর দেখুন কত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন আসে। রাতে ঘুমানোর সময় এবং সকালে ওঠার সময় ঠিক করুন। উদাহরণ হিসাবে রাত ১১-টা থেকে ভোর ৫-টা। ঘুমের ৩০ মিনিট পূর্বে সব ধরনের স্ক্রিন বন্ধ করুন। কারণ ব্লু লাইট মনকে শান্ত হ'তে দেয় না।

৮. মুসলিম হা/২৬৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৮; রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৯. তিরমিযী হা/২০৮০; মিশকাত হা/৫০৯২।
১০. তিরমিযী হা/২০৮০; মিশকাত হা/৫০৯২।

ঘুমানোর আগে কয়েকটি আয়াত বিশেষ করে সূরা মুলক এবং সূরা বাক্বারা শেষ ক'টি আয়াত পড়ুন। মনে প্রশান্তি এবং আত্মায় নরম স্নিগ্ধতা অনুভব করবেন। ভারি খাবার এড়িয়ে চলুন। প্রয়োজনে ঘুমের সময় ঠিক রাখার জন্য স্মার্ট ওয়াচ ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন, ঘুম কোন অলসতা নয়, বরং এটি শরীর ও মনকে রিস্টার্ট করার শক্তিশালী মাধ্যম। ভালো ঘুম নিন এবং জেগে উঠুন শক্তিশালী, সতেজতায় ভরপুর হয়ে।

২৫. নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখুন : নিজের পরিচ্ছন্নতা একটি ঈমানী ও উত্তম ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ– 'নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন'।[১১]

এছাড়াও নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখা, সুন্দর সাজসজ্জা করা কোন শৈলী নয়। এটি নিজের প্রতি সম্মান, চারপাশের মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আল্লাহ্র প্রতি দায়িত্ব প্রকাশের মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ 'তোমার পোশাক পবিত্র কর' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৫)*। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ 'পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংশ'।[১২] পোষাক পরিচ্ছন্নতার সাথে দেহ পরিচ্ছন্ন রাখুন। নিয়মিত গোসল ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস তৈরী করুন। ঘর, কাজের জায়গা ও ব্যক্তিগত জিনিস পরিচ্ছন্ন রাখুন। আপনার আচার-ব্যবহারও পরিচ্ছন্নতার অংশ। কারণ মানুষ প্রথমে আপনার দৃশ্যমান চেহারা দেখবে। তারপরই আপনার অন্তরের গভীরতা বুঝবে। মনে রাখবেন, নিজের প্রতি পরিচ্ছন্নতা এবং যত্নই আপনাকে আত্মবিশ্বাসী, প্রভাবশালী ও স্মরণীয় করে তুলবে।

কার্যকরের উপায় : সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন মনের জন্য কয়েকটি সহজ অভ্যাস গড়ে তুলুন। (১) আলমারী থেকে অতিরিক্ত জিনিস-পত্র ফেলে দিন ও শুধুমাত্র আপনার প্রয়োজনীয় এবং মানানসই গুলো রাখুন। (২) সপ্তাহে অন্তত একবার পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার করুন। (৩) ছোট হলেও একটি ব্যক্তিগত সুগন্ধি সবসময় সঙ্গে রাখুন এবং প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করুন। (৪) চুল হাত-পায়ের নখ কাটাসহ ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন ও নিয়মিত পরিপাটি করুন। (৫) সপ্তাহে একদিন ঘর বা অফিস পরিষ্কার করুন, যাতে পরিবেশে স্থিরতা ও শান্তি আসে। (৬) বিছানা ও পোশাক পরিষ্কার রাখুন। নোংরা কাপড় বা বিছানা শুধু ব্যথা নয়, আপনার মানসিক শক্তিকেও কমিয়ে দেয়। (৭) বাইরে বের হওয়ার আগে নিজেকে পরিপাটি করুন। এটি অন্যের জন্য নয়, নিজের ফোকাস বৃদ্ধির জন্য।

আপনার বাইরের পরিবেশকে সুশৃংখল করুন, আপনার ভিতরের মন শান্তি পাবে। পরিষ্কার ঘর, পরিপাটি পোশাক, এবং সুসংগঠিত কাজের স্থান মানসিক শান্তি এবং জীবনকে সহজ করে। নিজেকে ভালোভাবে দেখাশোনা করা কোন অহংকার নয়, এটি নিজের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ।

উপসংহার : পরিবর্তনের যাত্রা আজই শুরু করুন, কাল নয়। পড়া কেবল প্রথম ধাপ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল শুরু করা। এই অভ্যাসগুলো কোন তাত্ত্বিক পাঠ নয়। এগুলো হ'ল ছোট ছোট বীজ, যেগুলো আপনি আজ বপন করলে, কাল আপনার জীবন ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে। এমন দরজা যা আপনার মনকে স্পষ্ট করবে। সময়কে নিয়ন্ত্রিত করবে, হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করবে, আর দেহকে সুস্থ রাখবে।

সুতরাং একটি উত্তম মুহূর্তের অপেক্ষা করবেন না। পরিবর্তন কখনো শনিবার বা সোমবারে, মাসের শুরুতে বা নতুন বছরের শুরুতে আসে না। পরিবর্তন শুরু হয় তখন, যখন আপনি শুরু করেন।

জীবন অনেক ছোট। অথচ আমরা বাজে অভ্যাসে দিনগুলো নষ্ট করি। জীবন অনেক বিস্তৃত, যদি আমরা অল্পেই সন্তুষ্ট থাকি। তাই আজই শুরু করুন। যাতে আগামীকাল আপনি নিজেকে আজকের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত, শক্তিশালী এবং সফল হয়ে উঠতে পারেন। মহান আল্লাহ্র ঐ বাণী অবশ্যই মনে রাখবেন, إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে' *(রা'দ ১৩/১১)*।

[এমফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।
বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

১১. মুসলিম হা/৯১; রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।
১২. মুসলিম হা/২২৩; মিশকাত হা/২৮১ 'পবিত্রতা' অধ্যায়।

এপস্টেইন ফাইলস : পাশ্চাত্য সভ্যতার মুখোশ উন্মোচন

-হাসিবুর রশীদ

উপস্থাপনা : জেফরি এপস্টেইন ছিলেন গত কয়েক দশকের বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রভাবশালী সামাজিক বলয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা এক রহস্যময় ও ক্ষমতাধর নেটওয়ার্কের স্থপতি। যার অন্ধকার অন্দরমহল যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের ২০২৬ সালে ফেব্রুয়ারীতে 'এপস্টেইন ফাইলস ট্রান্সপারেন্সি অ্যাক্ট'-এর অধীনে প্রকাশিত হয়। যাতে ৩০ লাখেরও বেশি পৃষ্ঠার নথির মাধ্যমে আজ বিশ্ববাসীর সামনে তা উন্মোচিত। এপস্টেইন প্রভাবশালীদের গোপন লালসাকে অস্ত্রে পরিণত করে এক অভেদ্য দায়মুক্তির রাজত্ব কায়েম করেছিল। যেখানে নথিতে থাকা প্রতিটি নাম, যোগাযোগ ও আর্থিক প্রবাহ আজ ক্ষমতা ও দুর্নীতির এক বহুমাত্রিক ও নগ্ন চিত্রকে জনসমক্ষে তুলে ধরেছে।

একটি বৈশ্বিক ষড়যন্ত্র উন্মোচন : জেফরি এপস্টেইন কাণ্ডকে বৈশ্বিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসতে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের অনুসন্ধানী ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। বিশেষ করে ২০১৮ সালে দ্য 'মায়ামি হেরাল্ড'-এর ধারাবাহিক প্রতিবেদন। যা ২০০৮ সালের বিতর্কিত 'সমঝোতা চুক্তি'র অসংগতিগুলো উন্মোচন করে দেখায়, কীভাবে প্রভাবশালীরা ন্যায়বিচারকে বাধাগ্রস্ত করেছিল।

এপস্টেইনের আর্থিক নেটওয়ার্ক, দাতব্য সংযোগ এবং সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও যুক্তরাজ্যের প্রিন্স অ্যান্ড্রুর মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে তার সামাজিক সম্পর্কের ব্যবচ্ছেদ ঘটায়। যা জনআস্থার প্রশ্নটিকে আন্তর্জাতিক বিতর্কে পরিণত করে। সংবাদমাধ্যমের বিশ্লেষণে উঠে আসে, এপস্টেইন ও তার সহযোগী গিলেন ম্যাক্সওয়েল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত 'গ্রুমিং' কাঠামোর মাধ্যমে তরুণীদের আস্থায় নিতেন এবং ক্ষমতাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে এক অভেদ্য সুরক্ষা বলয় তৈরি করেছিলেন।

গণিত শিক্ষক থেকে ওয়াল স্ট্রিটের বিলিয়নিয়ার : তার ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে নিউ ইয়র্কের অভিজাত ডাল্টন স্কুলে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের একজন সাধারণ শিক্ষক হিসাবে। তবে তার উচ্চাকাংখা ছিল আকাশচুম্বী এবং লক্ষ্য ছিল অঢেল সম্পদ। ফলস্বরূপ এক শিক্ষার্থীর অভিভাবকের মাধ্যমে ১৯৭৬ সালে তিনি ওয়াল স্ট্রিটের প্রভাবশালী বিনিয়োগ ব্যাংক 'বিয়ার স্টিয়ার্নস'-এ প্রবেশ করেন। তার প্রখর বুদ্ধিমত্তা এবং মানুষকে দ্রুত প্রভাবিত করার জাদুকরী ক্ষমতা দেখে ব্যাংকের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা মুগ্ধ হন। যার ফলে মাত্র চার বছরের মাথায় তিনি সেখানে পার্টনার হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

১৯৮২ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন তার নিজস্ব সাম্রাজ্য 'জে এপস্টেইন অ্যাণ্ড কোম্পানী। যেখানে তিনি কেবল সেইসব অতি-ধনকুবেরদের অর্থ পরিচালনা করতেন, যাদের নিট সম্পদের পরিমাণ ১০০ কোটি ডলারের বেশি ছিল। তদন্ত কারীদের মতে, এই সম্পদ ব্যবস্থাপনা ছিল মূলত বিশ্ব রাজনীতির শীর্ষ প্রভাবশালী ও বিত্তবান ব্যক্তিদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলার এবং ক্ষমতার অন্দরমহলে প্রবেশের একটি সুনিপুণ কৌশল বা মোড়ক মাত্র।

ক্ষমতার লজিস্টিক পার্টনার : জেফরি এপস্টেইন তার অর্জিত সম্পদ ও আভিজাত্যকে সুকৌশলে ব্যবহার করে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের পরম বন্ধু এবং তাদের বিলাসিতার 'লজিস্টিক পার্টনার' হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। নব্বইয়ের দশকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশংসা পাওয়া থেকে শুরু করে ২০০০-এর দশকের শুরুতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে নিয়ে আফ্রিকা সফর ছিল তার মার্কিন রাজনীতির সর্বোচ্চ স্তরে বিচরণ।

তার এই প্রভাব কেবল রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং ব্রিটিশ রাজপরিবারের প্রিন্স অ্যান্ড্রু ছিলেন তার সবচেয়ে বড় 'ট্রফি ফ্রেন্ড'। এছাড়া বিল গেটসের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন ও ব্যক্তিগত ই-মেইল চালাচালি এবং ইলন মাস্কের মত প্রযুক্তি ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

মোসাদ কানেকশন : এফবিআই-এর বিস্ফোরক তথ্য অনুযায়ী, সে ইস্রাঈলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের একজন এজেন্ট ছিল এবং সাবেক ইস্রাঈলী প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাকের অধীনে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। তার এই গোয়েন্দা জগতের সংযোগ মূলত তৈরি হয়েছিল প্রাক্তন প্রেমিকা গিলেন ম্যাক্সওয়েলের বাবা কুখ্যাত মিডিয়া মোগল রবার্ট ম্যাক্সওয়েলের মাধ্যমে। যিনি নিজেই মোসাদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

গোয়েন্দা বিশ্লেষকদের মতে, এপস্টেইন তার ব্যক্তিগত দ্বীপ ও প্রাসাদে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জন্য 'হানি ট্র্যাপ' বা যৌন ফাঁদ তৈরি করতেন এবং গোপন ক্যামেরায় ধারণ করা সেই ফুটেজগুলো ব্ল্যাকমেইলের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতেন। এহুদ বারাকের মত শীর্ষ নেতাদের তার অ্যাপার্টমেন্টে নিয়মিত যাতায়াত এবং তাকে 'প্যালানটি'র মতো গোয়েন্দা সফটওয়্যার কোম্পানিতে বিনিয়োগের পরামর্শ দেন। সব মিলিয়ে এটি স্পষ্ট যে, এপস্টেইন মোসাদ বা সিআইএ-র মতো সংস্থাগুলোর হয়ে প্রভাবশালীদের নিয়ন্ত্রণ করার একটি জটিল বৈশ্বিক ছায়া হিসাবে কাজ করত। যা তাকে দীর্ঘ সময় বিচার বিভাগীয় ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতে সাহায্য করেছিল।

ক্ষমতার আড়ালে এক বিভীষিকাময় 'পাপের দ্বীপ' : জেফরি এপস্টেইনের ক্ষমতার জৌলুসপূর্ণ আড়ালে লুকিয়ে ছিল

অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের পাচার ও নির্যাতনের এক ভয়াবহ অন্ধকার সাম্রাজ্য। যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ক্যারিবীয় সাগরে অবস্থিত তার ব্যক্তিগত দ্বীপ 'লিটল সেন্ট জেমস'। ২০২৬ সালে হাউস ওভারসাইট কমিটির প্রকাশিত নতুন নথিপত্র ও ছবি অনুযায়ী, এই দ্বীপটি কেবল একটি বিলাসবহুল আবাস ছিল না, বরং এটি পরিচিতি পেয়েছিল 'পেডোফাইল আইল্যাণ্ড' বা 'পাপের দ্বীপ' হিসাবে। যেখানে বিশ্বের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মনোরঞ্জনের জন্য অসহায় কিশোরীদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হ'ত।

দ্বীপের সেই অদ্ভুত নীল-সাদা ডোরাকাটা ভবনের নিচে সন্ধান পাওয়া গেছে অত্যাধুনিক বায়োমেট্রিক নিরাপত্তা সম্বলিত শব্দরোধী ভূগর্ভস্থ কক্ষের। যা মূলত ভুক্তভোগীদের আর্তনাদ আড়াল করার জন্য পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়েছিল। তার শয়নকক্ষের দেয়ালে ঝুলানো বিচিত্র ও বীভৎস সব মুখোশ এবং শিল্পকর্মের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, এটি ছিল শিশুদের মানসিকভাবে আতঙ্কিত ও নিয়ন্ত্রণ করার একটি পরিকল্পিত টর্চার সেল। যেখানে সুপরিকল্পিত ক্ষমতার দাপটে মানবতাকে পদদলিত করা হ'ত।

অভিজাত শ্রেণির নৈতিক মুখোশ ও নগ্ন দ্বিচারিতা : প্রকৃত ক্ষমতাবানদের কাছে ভোগের চেয়েও বড় মর্যাদার নেশা। আর এই দর্শনকে পুঁজি করে জেফরি এপস্টেইন নিজেকে এক অঘোষিত দরজার প্রহরী বানিয়ে ভোগকে দীক্ষায় এবং সীমালঙ্ঘনকে আভিজাত্যের যোগ্যতায় পরিণত করেছিল। সবচেয়ে নির্মম সত্য হ'ল, এই একই প্রভাবশালী শ্রেণি এক দিকে নিজেদের বিশ্বজুড়ে নৈতিকতার মানদণ্ড হিসাবে জাহির করে অন্য দেশগুলোকে 'বর্বর' বা 'সহিংস' বলে বিচার করে। আবার অন্যদিকে সেই একই নীতিকে তারা আধিপত্য ও দমন-পীড়নের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে।

এপস্টেইন-সংক্রান্ত নথিগুলো এই ব্যবস্থার অন্ধকার দিকটি উন্মোচন করেছে। একইভাবে গাযার ধ্বংসযজ্ঞ তাদের সেই শোষক মানসিকতার প্রকাশ্য রূপটি দেখিয়ে দিচ্ছে। যা আসলে কোনো নৈতিক ব্যর্থতা নয়। বরং তাদের মূল দর্শনেরই চূড়ান্ত প্রকাশ। এই দু'টি প্রেক্ষাপট একত্রিত হয়ে আমাদের শেষ বিভ্রমটুকুও ভেঙে দেয় এবং উন্মোচিত হয় সেই অভিজাত শ্রেণির নগ্ন চেহারা। যারা পর্দার আড়ালে নিজেদের অন্দরমহলে নীরবে দুর্বলদের ওপর পাশবিকতা চালায়। আর পর্দার সামনে প্রকাশ্যে ধ্বংস করে দেয় অগণিত সাধারণ মানুষের জীবন।

বিচারের আড়ালে দায়মুক্তির ইতিহাস : ২০০৫ সালে ফ্লোরিডার এক কিশোরীর অভিযোগের মাধ্যমে জেফরি এপস্টেইনের অপরাধের সাম্রাজ্যে প্রথম ফাটল ধরে। ২০০৮ সালে সে লাভ করেছিল ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কিত ও অদ্ভুত এক 'নন-প্রসিকিউশন এগ্রিমেন্ট'। তৎকালীন ফেডারেল প্রসিকিউটর অ্যালেক্সাণ্ডার অ্যাকোস্টা (যিনি পরবর্তীতে ট্রাম্পের শ্রমমন্ত্রী হন) এমন এক সমঝোতা চুক্তি করেন, যার ফলে আজীবন কারাদণ্ডের পরিবর্তে এপস্টেইন মাত্র ১৩ মাসের জেল এবং দিনের বেলা কাজের জন্য বাইরে যাওয়ার অভাবনীয় সুযোগ পায়। যা 'শতাব্দীর সেরা চুক্তি' হিসাবে কুখ্যাত হয়ে আছে।

তবে দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় পর ২০১৯ সালে পুনরায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর নিউইয়র্কের কারাগারে তার রহস্যময় মৃত্যু ঘটে। যদিও সরকারিভাবে একে 'আত্মহত্যা' বলা হয়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সিসিটিভি ফুটেজ উধাও হওয়া এবং প্রহরীদের দায়িত্বহীনতা নিয়ে জনমনে গভীর সন্দেহ রয়েছে। অনেকের মতে, প্রভাবশালী ও বিশ্ব ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের অন্ধকার গোপন তথ্য ফাঁস হওয়া ঠেকাতেই হয়তো পরিকল্পিতভাবে এই মৃত্যুর পথ বেছে নেওয়া হয়েছিল। যাতে বিচারের কাঠগড়ায় তার পরিচিত নেটওয়ার্কের মুখগুলো চিরতরে আড়ালেই থেকে যায়।

তদন্ত, পদত্যাগ ও বিতর্কে প্রভাবশালীরা : যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের প্রকাশিত প্রায় ৩০ লাখ পৃষ্ঠার জেফরি এপস্টেইন সংশ্লিষ্ট নথি বিশ্বজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। এতে প্রভাবশালী রাজনীতিক, কূটনীতিক, ব্যবসায়ী ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বহু ব্যক্তির নাম উঠে আসায় অনেকে অস্বস্তিতে পড়েছেন। কেউ সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করেছেন। কেউ অনুতাপ প্রকাশ করেছেন। আবার কারও বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে বা পদত্যাগ করতে হয়েছে। কারও বিরুদ্ধে স্বাধীন তদন্ত চলছে। কেউ সাময়িক অব্যাহতি বা বোর্ড থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। আবার কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের নাম অপসারণ করা হয়েছে। ফলে এপস্টেইন কেলেঙ্কারি নতুন করে বৈশ্বিক রাজনৈতিক ও নৈতিক বিতর্ক উসকে দিয়েছে।

উপসংহার : জেফরি এপস্টেইনের এই সামগ্রিক আখ্যান কেবল একজন অপরাধীর উত্থান-পতনের গল্প নয়। এটি আধুনিক বিশ্বের ক্ষমতা, রাজনীতি এবং বিচারব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে থাকা এক গভীর পচনের দলীল। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার অদম্য লড়াই এবং ২০২৬ সালের নথিপত্র আমাদের সামনে এই রূঢ় সত্যটিই উন্মোচন করেছে। যা অতি-ক্ষমতাশালীরা নিজেদের সুরক্ষার জন্য একটি সমান্তরাল দায়মুক্তির জগত গড়ে তুলেছিল। যেখানে নৈতিকতা ছিল কেবল অন্যদের শাসন করার একটি মুখোশ। এপস্টেইনের ব্যক্তিগত জীবনের পাশবিকতা আর গাযার মতো প্রকাশ্য ধ্বংসযজ্ঞ আসলে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। যা প্রমাণ করে যে, একদল সুবিধাবাদী অভিজাত শ্রেণি ঘরের ভেতরে দুর্বলকে শোষণ করে। আর বাইরে ন্যায়বিচারের বুলি আউড়ে সভ্যতাকে শাসন করে। পরিশেষে, এপস্টেইন ফাইলস আমাদের শেষ বিভ্রমটুকুও ভেঙে দেয়। এটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে সত্য যত গভীরেই চাপা থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা বেরিয়ে আসে। যদিও এই সত্য উন্মোচনের পথে হারিয়ে যাওয়া শৈশব আর ছিন্ন হওয়া মানবতাকে হয়তো আর কখনোই ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

[২য় বর্ষ, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, প্রযুক্তি ইউনিট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

জায়নবাদী ষড়যন্ত্রের ইতিবৃত্ত

-ডা. মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

[তৃতীয় কিস্তি]

ইউরোপে ইহূদীদের অবস্থা : সপ্তম শতকে মুসলমানরা তখনও ইউরোপজুড়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারেনি। তাদের বিজয় তখন পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে ইউরোপের দেশগুলো বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ন্যায় খৃষ্টান শাসনের অধীনেই ছিল। মুসলিম শাসনের আওতায় ইহূদীরা যেভাবে নাগরিক অধিকার এবং শান্তিতে বসবাস করেছে, খৃষ্টান ইউরোপে তারা তার ন্যূনতম কিছু পায়নি। ইউরোপে ইহূদীদের জীবন ছিল প্রায় গোলামীর মতো; তাদের গলা ও বুকে বিশেষ ব্যাজ লাগাতে হ'ত। ঘরের বাইরেও বিশেষ চিহ্ন দিতে বাধ্য করা হ'ত। যাতে ইহূদীদের বাড়িঘর সহজে চিনে নেওয়া যায়।

ইউরোপীয়রা ইহূদীদেরকে নিম্নস্তরের মানুষ মনে করত। ইহূদী বস্তির চারদিকে উঁচু দেয়াল তুলে রাখা হ'ত। রাতের বেলায় তারা নিজেদের এলাকা থেকে বের হ'তে পারত না। রবিবারসহ খৃষ্টানদের অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবের দিনগুলোতেও ইহূদীদের শহরে বের হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এভাবে তাদের সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হ'ত। শহরে কোনো সমস্যা বা সংকট দেখা দিলেই তার দায় ইহূদীদের উপর পড়ত। তাদের বস্তিতে হামলা করা কিংবা আগুন লাগিয়ে দেওয়া এসব ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা'।[১]

ইউরোপে ইহূদীদের ঘেটো সমাজ ব্যবস্থা : রোমান ক্যাথলিক গীর্জা ইহূদীদেরকে ঈসা (আঃ)-এর হত্যাকারী মনে করত। সেই ধারাবাহিক অভিযোগের কারণে ইহূদীদেরকে 'অভিশপ্ত' ঘোষণা করা হয় এবং খৃষ্টান বসতিতে বসবাস করতে নিষেধ করা হয়। ফলে তাদেরকে খৃষ্টান জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করে শহরের বাইরে আলাদা কলোনীতে থাকতে বাধ্য করা হয়। এই পৃথক কলোনিগুলো দেখতে ছিল ছোট ছোট ছিটমহলের মতো। ইতিহাসে এসব এলাকা 'ইহূদীদের বাড়ি' (Jewish Ghetto) নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে'।[২]

১৫৫৫ সালে ইতালিতে পোপ পল চতুর্থ (Paul IV) প্রথম এই ব্যবস্থা চালু করেন। এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল তথাকথিত 'অভিশপ্ত' ইহূদীদের সমাজের মূলধারা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন রাখা এবং তাদের ধর্মীয় ও নাগরিক কার্যক্রম কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া। ফলে ঘেটোবাসীদের পোশাক, ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক লেনদেন, ভ্রমণ সবকিছুতেই কঠোর নযরদারী ও বিধিনিষেধ ছিল। কোন পেশায় তারা যুক্ত হ'তে পারবে, কার সাথে ব্যবসা করতে পারবে, শহরে কোন পথ ধরে চলতে পারবে এসবও শাসকদের দ্বারা নির্ধারিত ছিল।

ঘেটো নামের উৎপত্তি : ঘেটো শব্দটির উৎপত্তি ভেনিস শহরের একটি পুরোনো লৌহকারখানা geto/gheto থেকে। যেখানে ১৫১৬ সালে প্রথমবার ইহূদীদের জোরপূর্বক পৃথকভাবে রাখা হয়। পরে এই শব্দটিই পুরো ইউরোপে ইহূদী-বিচ্ছিন্ন কলোনী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে'।[৩]

ঘেটো ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা টিকে রাখার সংগ্রাম : ঘেটো দেখতে অনেকটা গ্রাম বা মহল্লার মতো হলেও সেখানে সংঘবদ্ধ উপায়ে ইহূদীরা বসবাস করতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, যতদিন পর্যন্ত না ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, ততদিন তারা এই উপায়ে বসবাস করবে। এ সম্পর্কে নিউইর্য়ক সেন্ট্রাল পার্কে অবস্থিত সিনাগাগটির র‌্যাবাই বলেন, ঘেটোভিত্তিক সমাজব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। ইহূদী জাতীয়তাবাদের প্রকৃত স্বাদ কেবল এই সমাজব্যবস্থার মাঝেই নিহীত। মুখে দাঁড়ি রাখা, মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা, ধর্মীয় বই সঙ্গে রাখা, দ্রুত পদক্ষেপে রাস্তায় হাঁটা ও ছাব্বাতসহ সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়মিত পালন করা কেবল এই সমাজব্যবস্থার কল্যাণেই সম্ভব হচ্ছে'।[৪]

নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জাতীয়তা টিকিয়ে রাখার অধিকার পৃথিবীর প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর আছে। কিন্তু সমস্যা হ'ল এই পৃথক জাতিসত্তা নীতি সহ্যের চরমসীমা অতিক্রম করে এবং স্বাধীন একটি সমাজব্যবস্থার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঘেটোভিত্তিক সমাজব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখার আন্দোলনে Israel Friedlaender হ'লেন অন্যতম এক পথিকৃৎ। ১৯০৯ সালে The problem of Judaism in America শিরোনামে তিনি একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, যেকোন স্বাধীন রাষ্ট্রে ইহূদীবাদ প্রতিষ্ঠার কিছু উপায় আছে- (১) অ্যান্টি-সেমিটিজম ছড়িয়ে দিতে হবে। (২) ইহূদী অভিবাসীদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। (৩) স্বাধীন দেশগুলোতে ঘেটো সংস্কৃতি জোরদার করতে হবে'।[৫]

ক্রুসেড ঘোষণা ও জার্মানিতে ইহূদী নিপীড়ন : ১০৯৫ সালে পোপ দ্বিতীয় আর্বান যখন প্রথম ক্রুসেডের ঘোষণা দেন, তখন ইউরোপের বহু অঞ্চলে খৃষ্টীয় উগ্রতা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। বিশেষ করে জার্মানির ওয়ার্মস (Worms) ও

১. মুহাম্মাদ আতিক উল্লাহ, দ্য গ্রেট গেইম (মাকতাবাতুল আসহার প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০২৪), ১১৩ পৃ.।
২. ইতিহাসের আয়নায় বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা ৫৫ পৃ.।
৩. তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট।
৪. সিক্রেটস অব জায়োনিজম, মূল: হেনরি ফোর্ড, ভাষান্তরঃ ফুয়াদ আল আজাদ, গার্ডিয়ান পাবলিকেশন, ৩য় সংস্করণ ২০২০ পৃ. ২৬৩।
৫. প্রাগুক্ত ২৬৩-২৬৪ পৃ.।

মাইনয (Mainz) শহরের ইহুদীরা নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়। খৃষ্টীয় জনতা ধর্মযুদ্ধের উন্মাদনাকে উপলক্ষ্য বানিয়ে ইহূদী মহল্লাগুলোতে হামলা করে এবং জোরপূর্বক খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরের চেষ্টা চালায়। ইহূদীরা খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যুবরণ করাকেই মর্যাদাকর মনে করে। ফলে বহু ইহূদী উন্মত্ত খৃষ্টানদের আক্রমণে নিহত হয়; আর অনেকে স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দেয়। এই সময়ের সবচেয়ে মর্মান্তিক দৃশ্য ছিল, ইহূদী মায়েরা নিজ শিশুদের কোলে তুলে নিজ হাতেই হত্যা করত; তাদের বিশ্বাস ছিল, খৃষ্টানদের নির্মমতার শিকার হওয়ার চেয়ে শহীদ হওয়াই উত্তম'।[৬]

ইহূদীদের বহিষ্কার ও গণহত্যা : ১১০০-১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাসে ইহূদীদের গণহত্যা এবং খৃষ্টান দেশগুলো থেকে বহিষ্কার বা নির্বাসনের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ১১৮২ সালে ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস প্যারিস থেকে সকল ইহূদীকে বহিষ্কার করেন এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। ১২৯০ সালে ইংল্যাণ্ড থেকেও পুরো ইহূদী সমাজকে দেশচ্যুত করা হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, যে ব্রিটেন ও ফ্রান্স অতীতে ইহূদীদের হত্যা, লুট ও নির্বাসনের নীতি অনুসরণ করেছিল, পরবর্তীকালে তারাই ওছমানীয় খেলাফত থেকে ফিলিস্তীন দখল করে সেখানে ইহূদীদের জন্য ইস্রাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি সহায়তা করে'।[৭]

ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড ছাড়াও ইউরোপের আরও বহু দেশ বিভিন্ন সময়ে ইহূদীদেরকে অভিশপ্ত ঘোষণা করে দেশ থেকে বহিষ্কার করে। পর্তুগাল ১৪৯৭ সালে, স্পেন ১৪৯২ সালে, জার্মানি ১৩৪৮, ১৫১০ ও ১৫৫১ সালে, লিথুনিয়া ১৪৪৫ ও ১৪৯৫ সালে, অস্ট্রিয়া ১৪২১ সালে, হাঙ্গেরী ১৩৪৯ ও ১৩৬০ সালে এবং ক্রিমিয়া ১০১৬ ও ১৩৫০ সালে ইহূদীদের দেশছাড়া করে'।[৮]

ইহূদীদের বহিষ্কার ও গণহত্যার প্রধান কারণ : তাদের দেশান্তর ও গণহত্যার এই ধারা সময়ে সময়ে পুরো ইউরোপেই সংঘটিত হয়েছে। এর পেছনে তিনটি প্রধান কারণ ছিল। (১) ক্রুসেড যুদ্ধ : ইউরোপের ক্রুসেডার বাহিনী যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করত, তখন তারা পথিমধ্যে যেসব এলাকায় ইহূদীদের পেত, সেখানেই হামলা চালাত এবং তাদের গণহত্যা করত। (২) মহামারী : ইউরোপে যখনই কোনো মহামারী ছড়িয়ে পড়ত, তখন এর জন্য ইহূদীদের দায়ী করা হ'ত। প্রায় সব দেশেই এই অযৌক্তিক অপবাদকে ভিত্তি করে ইহূদীদের উপর গণহত্যা চালানো হয়েছে। (৩) চক্রাকারে সূদী অর্থব্যবস্থা : সেই সময় ইউরোপে সূদ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে ইহূদীরাই সূদী কারবার পরিচালনা করত। এতে ইউরোপীয় সমাজ ঋণের চাপে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। আর যখন তাদের সূদী নিপীড়ন সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছাত, তখন সমাজই ইহূদীদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখাত, গণহত্যা করত এবং দেশত্যাগে বাধ্য করত। এ ধরনের দু'টি প্রসিদ্ধ গণহত্যা ও নির্বাসনের ঘটনা ঘটে। ফ্রান্সে বাদশাহ ফিলিপ দ্যা ফেয়ার এর শাসনামলে এবং ইংল্যাণ্ডে বাদশাহ এডওয়ার্ড-এর সময়'।[৯]

ইহূদী সমাজের প্রতিরোধ ও ইউরোপীয় বিপ্লবের উদ্ভব : অপবাদ, দেশান্তর ও গণহত্যার চাপে অতিষ্ঠ ইহূদীরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নানা মতবাদ ও বিপ্লবী ধারা সৃষ্টি করে। তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ষড়যন্ত্রে ইউরোপে বড় বড় বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং ইহূদীদের সম্পর্কে ইউরোপীয়দের দৃষ্টিভঙ্গিতেও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন আসে। প্রায় দুই হাযার বছর ধরে খৃষ্টান পাদ্রী ও পুরোহিতরা নিজেদের ভোগবাদী স্বার্থের অনুকূলে ধর্মগ্রন্থে বারবার পরিবর্তন আনে এবং ধর্মের নামে সাধারণ জনগণের ওপর পৈশাচিক শাসন-শোষণ ও নির্যাতন চালায়। এর ফলে জনগণ ধীরে ধীরে ধর্মবিরোধী মনোভাব ধারণ করে এবং বিভিন্ন বিপ্লবের পথ সুগম হয়।

ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও ইহূদীদের প্রভাব : ইউরোপীয় রেনেসাঁকে অনেক সময় কেবল মানব জাগরণের সূচনা হিসাবে দেখা হয়। কিন্তু ইতিহাসের কিছু ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটি একই সঙ্গে ইহূদী প্রভাব ও ষড়যন্ত্রের একটি সূচনাও ছিল। রেনেসাঁর সময় ইহূদীরা তাদের কৌশল ও প্রভাব বিস্তার করে খৃষ্টানদের ঐক্য এবং রোমান সাম্রাজ্যকে দুর্বল ও বিভক্ত করে। এর ফলে খৃষ্টান সমাজে চিন্তাভাবনা, বিশ্বাস ও ধর্মীয় ধারণায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং একে একে তারা অভ্যন্তরীণ সংঘাতের মধ্যে পড়ে। এতে বহু খৃষ্টান প্রাণ হারায় এবং সমাজ বহুধা বিভক্ত হয়। এছাড়াও ইহূদীরা প্রকাশ্য ও গোপন চক্রান্তের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে খৃষ্টান জনতার মধ্যে নিজস্ব সহযোগী ও অনুসারী তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা শত্রুদের কার্যক্ষমতা সীমিত করে। আর এজন্যই বর্তমানে ইউরোপীয় খৃষ্টান সমাজের অনেকাংশে ইহূদীদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে দৃশ্যমান। ইহূদীদের অনুপ্রেরণায় তারা ল্যাটিন বা পশ্চিমা খৃষ্টধর্ম থেকে আলাদা হয়ে বহু শাখায় বিভক্ত হয়। যেমন মোরাভিয়া, লাথারিয়া, ক্যালভিনিয়া এবং প্রেসবাইটেরিয়ান সম্প্রদায়। এভাবেই গীর্জার ভেতরে বিভাজন ঘটে। আজকের চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের নানা শাখা ব্যাপ্টিস্ট, কংগ্রেশনালিস্ট, মেথডিস্ট, মর্ডানিস্ট, ইভানজেলিকাল এবং এংলো-ক্যাথলিক এই বিভাজনের প্রমাণ বহন করে। বিশ্বব্যাপী রোমান ক্যাথলিকদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় কেন্দ্র 'হোলি সিটি' (ভ্যাটিকান) গঠনেও ইহূদীদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রোমের একটি পাহাড়ে সীমিত কিছু জমিতে এই কেন্দ্র তাদের প্ররোচনায় প্রতিষ্ঠিত হয়'।[১০]

[সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা]

---

৬. ইসরাঈলের উত্থান-পতন ১৫১ পৃ.।
৭. ইতিহাসের আয়নায় বিশ্বব্যবস্থা ১০৯ পৃ.।
৮. সিক্রেম অব জায়োনিজম ৩৩ পৃ.।
৯. ইতিহাসের আয়নায় বিশ্বব্যবস্থা ১০৯ পৃ.।
১০. জায়নাবাদ : সূচনা ও ক্রমবিকাশ ৫৭-৫৯ পৃ.।

বেকারত্বের শিকল : রিযিক অন্বেষণে কর্মযাত্রা

-মাহফূয আলম

ভূমিকা : আজকের মুসলিম সমাজের দিকে তাকালে এক বুক হাহাকার নিয়ে দেখতে হয়, আমাদের এক বিশাল সংখ্যক তেজদীপ্ত যুবক আজ ‘বেকারত্বের’ বিষাক্ত অভিশাপে নীল হয়ে আছে। এই সংকট শুধু পকেটের শূন্যতা কিংবা অর্থনৈতিক অনটন নয়। বরং এটি যুবকদের মানসিক প্রশান্তি কেড়ে নিচ্ছে। ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে তাদের আত্মবিশ্বাস। আর ধ্বস নামাচ্ছে সামাজিক স্থিতিশীলতায়। একরাশ হতাশা আর অনিশ্চয়তার মায়াজালে আটকা পড়ে আমাদের অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্র আজ কক্ষচ্যুত। অনেক প্রতিভাবান যুবক হারিয়েছে তাদের অসীম সম্ভাবনা।

কিন্তু একজন মুমিনের জীবনে কি সত্যিই ‘হতাশা’ বলে কিছু আছে? যেখানে আসমান ও যমীনের মালিক স্বয়ং আমাদের রিযিকের গ্যারান্টি দিয়েছেন! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা পরম মমতায় ঘোষণা করেছেন, وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ‘আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিক আল্লাহ্র যিম্মায় নেই’ (*হূদ১১/৬*)। মহাবিশ্বের প্রতিপালকের এই অমোঘ ঘোষণার পর একজন বিশ্বাসী যুবকের দুশ্চিন্তায় মগ্ন থাকা কি সাজে? তবুও যদি আমাদের মনের কোণে অস্থিরতার কালো মেঘ জমে থাকে, তবে বুঝতে হবে আমাদের মূল সমস্যা অর্থনৈতিক নয়, বরং আত্মিক। আমাদের ভেতরে হয়তো ‘তাওয়াক্কুল’ বা আল্লাহ্র ওপর অবিচল আস্থার অভাব রয়েছে। যা একজন মুমিনকে পাহাড়সম প্রতিকূলতাতেও স্থির রাখে।

বেকারত্বের প্রকৃত স্বরূপ : বেকারত্ব আসলে কী? ইংরেজি 'Unemployment' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হ’ল বেকারত্ব। সহজ কথায়, এটি এমন এক অনাকাংখিত পরিস্থিতি, যেখানে একজন ব্যক্তি কাজ করার মতো শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য থাকা এবং কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত কোনো কর্মসংস্থান খুঁজে পায় না।

বেকারত্বের প্রকারভেদ : (১) স্বেচ্ছাকৃত বেকারত্ব : যেখানে একজন ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কাজ করতে আগ্রহী হন না। এটি মূলত অলসতা বা আভিজাত্যের মোহে তৈরি হয়। (২) অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব : যেখানে একজন ব্যক্তি বিদ্যমান মজুরিতে কাজ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, কিন্তু কোনো কাজের সন্ধান পাচ্ছেন না।

বস্তুবাদী অর্থনীতির চোখে বেকারত্ব : প্রচলিত অর্থনীতিবিদরা বেকারত্বের পেছনে একগুচ্ছ গাণিতিক ও সামাজিক কারণ দেখান। তাদের মতে-অতিরিক্ত জনসংখ্যা, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, পুঁজির স্বল্পতা, অনুন্নত অবকাঠামো এবং প্রযুক্তির সাথে খাপ খাওয়াতে না পারাই বেকারত্বের প্রধান কারণ।

কোন দেশের জনসংখ্যা কম বা বেশি হওয়ার সাথে বেকারত্বের কোন স্থায়ী বা অকাট্য সম্পর্ক নেই। আমাদের মনে হ’তে পারে, কাজের সুযোগ সীমিত বলেই হয়তো বেকারত্ব বাড়ছে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় কর্মসংস্থানের অভাব বলে আদতে কিছু নেই। গতানুগতিক অর্থনীতির চশমা খুলে বাস্তবের কিছু ধ্রুব সত্য আর উদাহরণের দিকে তাকান। জনসংখ্যাকে ‘সমস্যা’ মনে না করে একে কীভাবে ‘সম্পদ’ এবং ‘রিযিকের মাধ্যম’ হিসাবে দেখা যায়, তা বিশ্লেষণ করলেই এই সন্দেহ দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা বনাম রিযিকের প্রশস্ততা : বেকারত্ব যে কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা জনসংখ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়, তা বুঝার জন্য আমাদের চারপাশের বাস্তবতার দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়। চলুন বিষয়টি কিছু উদাহরণের মাধ্যমে তলিয়ে দেখি।

যমুনা সেতু ও উত্তরবঙ্গের শিক্ষা : এক সময় যমুনা নদী ছিল উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য এক বিশাল দেয়াল। ঢাকা থেকে রাজশাহী বা রংপুর ছিল কয়েক দিনের পথ। ফলে উত্তরবঙ্গের কর্মসংস্থান শুধু ওই অঞ্চলের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৯৫-৯৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যেখানে সারা দেশের দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৩%, সেখানে উত্তরবঙ্গে তা ছিল ৬২% থেকে ৭৫% পর্যন্ত। কিন্তু যমুনা সেতু হওয়ার পর যখনই ঢাকার সাথে সরাসরি সংযোগ তৈরি হ’ল, হাযার হাযার মানুষ কাজের খোঁজে রাজধানী বা অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। যারা নিজ এলাকায় ‘বেকার’ ছিল, তারা গার্মেন্টস বা কল-কারখানায় নিজেদের কাজের সুযোগ তৈরি করে নিল। অর্থাৎ শ্রম ও জনশক্তি এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ‘রপ্তানি’ হয়ে গেল। কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ থাকল না।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও প্রবাসীদের সাফল্য : একই সত্য আমরা দেখি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং বিচ্ছিন্ন ছিল, তখন দারিদ্র্য ছিল চরম সীমায়। কিন্তু যখনই বিদেশের শ্রমবাজার উন্মুক্ত হ’ল, আমাদের মানুষগুলো মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। সেখানে গিয়ে তারা দেখল কাজের কোনো অভাব নেই। এভাবে এক দেশের বেকারত্ব অন্য দেশের কর্মসংস্থানে রূপান্তরিত হ’ল। এখানে জনসংখ্যা কত বেশি তা মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং মুখ্য হয়েছে ‘সুযোগ অন্বেষণ’। আজ কানাডা

বা মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকান। সেখানে কাজের সুযোগ এত বেশি যে, তারা বিদেশ থেকে কর্মী আমদানি করছে। অথচ তাদের নিজেদের অনেক নাগরিক অলস বসে আছে। একেই বলে 'ইচ্ছাকৃত বেকারত্ব'।

দ্বীনের আলোকবর্তিকা ও আমাদের কর্মযাত্রা : ইসলামে রিযিক বা জীবিকার ধারণাটি যেমন স্বচ্ছ, তেমনি এটি অত্যন্ত বৈপ্লবিক। মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا، 'আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিক আল্লাহ্র যিম্মায় নেই' *(হূদ ১১/৬)*। তবে এই আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোনো অবকাশ ইসলামে নেই। আল্লাহ্র ওপর ভরসা করার অর্থ এই নয় যে, আপনি নিষ্ক্রিয় হয়ে ঘরে বসে থাকবেন। আর রিযিক আপনার দরজায় কড়া নাড়বে। বরং ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে, আল্লাহ্র ওপর বিশ্বাস হবে হৃদয়ে, আর শ্রম হবে হাতে।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) শ্রমের মর্যাদা দিতে গিয়ে এক অনবদ্য শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ– 'সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কারো পক্ষে তার রশি নিয়ে পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে (বিক্রি করতে) আনা অনেক উত্তম; কোন ব্যক্তির কাছে হাত পাতার চেয়ে; সে তাকে দিক বা না দিক' *(বুখারী হা/২০৭৪)*। এই ছোট্ট হাদীছটি আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, নিজ হাতে পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করা সম্মানজনক ও মহৎ কাজ। একজন মুসলিমের কাছে কোনো হালাল কাজই ছোট নয়।

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর জীবনদর্শন : ছাহাবায়ে কেরাম শুধু ইবাদতে মগ্ন থাকতেন না, বরং তারা ছিলেন সমকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে পরিশ্রমী মানুষ। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর একটি অমর বাণী এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিশারীহ'তে পারে। তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের কেউ যেন জীবিকা উপার্জনে আলস্য করে বসে না থাকে আর বলে, হে আল্লাহ! আমাকে রিযিক দাও। কারণ তোমরা খুব ভালো করেই জানো যে, আকাশ কখনো সোনা বা রূপা বর্ষণ করে না'।[১]

ইসলামের দৃষ্টিতে অলসতা কেবল একটি মন্দ অভ্যাস নয়, বরং এটি একটি পরিত্যাজ্য বৈশিষ্ট্য। নিজের সুপ্ত মেধা ও কারিগরি দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে হালাল উপায়ে উপার্জনের সংগ্রামে লিপ্ত থাকাই হ'ল একজন প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য। মনে রাখবেন হাত যখন শ্রমে ব্যস্ত থাকে এবং হৃদয় যখন আল্লাহ্র ওপর আস্থায় অবিচল থাকে, তখন সেই শ্রম আর সাধারণ থাকে না, তা ইবাদতে পরিণত হয়।

উপার্জন মানেই কি কেবল একটি চাকুরী? আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থা তরুণদের মগজে এই ধারণা গেঁথে দিয়েছে যে, জীবিকা মানেই একটি 'চাকুরী'। কিন্তু ইসলাম আমাদের চিন্তার এই সীমাবদ্ধতাকে ভেঙে দেয়। ইসলাম শুধু অন্যের অধীনে কাজ বা চাকুরীর পেছনে ছুটে বেড়াতে উৎসাহিত করে না, বরং স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও উদ্যোক্তা (Entrepreneur) হওয়ার প্রতি জোরালো প্রেরণা দেয়।

ইসলামে ব্যবসার প্রতি উৎসাহ প্রদান : আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিজেও ছিলেন একজন সফল ও দূরদর্শী ব্যবসায়ী। তাঁর অসামান্য সততা, আমানতদারিতা এবং ব্যবসায়িক প্রজ্ঞা তাঁকে মক্কায় 'আল-আমীন' বা মহাবিশ্বস্ত উপাধিতে ভূষিত করেছিল। ব্যবসা সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা রয়েছে, وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، 'আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। এই আয়াতটি স্পষ্ট বার্তা দেয় যে, ব্যবসা কেবল জীবিকা নয়, বরং এটি হালাল উপার্জনের এক বরকতময় ও শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাঃ) শূন্য থেকে শিখরে : ছাহাবীদের জীবনের দিকে তাকালে আমরা এক অদম্য সাহস, পরিশ্রম ও সফলতার গল্প খুঁজে পাই। আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাঃ) যখন শূন্য হাতে হিজরত করে মদীনায় আসলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে আনছার ছাহাবী সা'দ বিন রবী' (রাঃ)-এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দিলেন। অতঃপর সা'দ তার মুহাজির ভাইকে বললেন, 'আনছারদের মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা ধনী। আপনি আমার সম্পদের অর্ধেক গ্রহণ করুন এবং আমার দু'জন স্ত্রীর মধ্যে যাকে আপনি পসন্দ করেন, তাকে আমি তালাক দিয়ে দিব। ইদ্দত শেষে আপনি তাকে বিবাহ করবেন'। আব্দুর রহমান বিন 'আওফ তার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে দো'আ করলেন, بَارَكَ اللهُ لَكَ فِى أَهْلِكَ وَمَالِكَ 'আল্লাহ আপনার পরিবারে ও সম্পদে বরকত দান করুন'! আপনি আমাকে আপনাদের বাজার দেখিয়ে দিন। অতঃপর তাঁকে বনু ক্বায়নুক্বা-র বাজার দেখিয়ে দেওয়া হ'ল। তিনি সেখানে গিয়ে পনির ও ঘি-এর ব্যবসা শুরু করলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে সচ্ছলতা লাভ করলেন।[২]

তিনি অন্যের দয়া বা সরকারী ভাতার অপেক্ষায় বসে না থেকে নিজের হাতে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। তিনি কারো অধীনে চুক্তিবদ্ধ কাজের জন্য হাত পা গুটিয়ে বসে থাকেননি। বরং নিজের ভেতরের কর্মদক্ষতাকে ব্যবহার করেছিলেন। এটিই আজকের শিক্ষিত ও বেকার যুবকদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

১. ইমাম গাযালী, ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন ২/৬২ পৃ.।

২. বুখারী হা/৩৭৮০-৮১।

কৃষি ও কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি : যাদের সামান্য কৃষি জমি রয়েছে, তাঁদের জন্য রয়েছে আরও এক অনন্য সুযোগ। কৃষি এমন এক পবিত্র পেশা, যেখানে বান্দা মাটির বুকে বীজ বপন করে সরাসরি আল্লাহ্র ওপর তাওয়াক্কুল করে। আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বা সেঁচের মাধ্যমে মাটির বুক চিরে ফসল বের হওয়া আল্লাহ্র এক বিশাল অলৌকিকতা। সেখানে আল্লাহ্র ওপর বান্দার পূর্ণ ভরসা নিহিত থাকে। আর আল্লাহ তাঁর ওপর ভরসাকারীকে কখনও নিরাশ করেন না।

আজকের প্রযুক্তি কৃষিকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। কৃষি এখন কেবল লাঙল-জোয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং স্মার্ট ফার্মিং, ড্রিপ ইরিগেশন এবং হাইড্রোফোনিক্সের মতো আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে অল্প জমিতেই বিশাল বিপ্লব ঘটানো সম্ভব। একজন শিক্ষিত মুসলিম যুবক যখন আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে জমিতে নামবেন, তখন তিনি কেবল নিজের রিযিকই নয়, বরং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে একটি বিশাল ছওয়াবের অংশীদার হবেন।

আধুনিক প্রযুক্তি ও নতুন দিগন্তের হাতছানি : আজকের বিশ্ব আগের চেয়ে অনেক বেশি উন্মুক্ত। আমাদের চারপাশে এখন শুধু প্রথাগত চাকুরী নেই। বরং ছড়িয়ে আছে ফ্রিল্যান্সিং, ই-কমার্স, ডিজিটাল মার্কেটিং কিংবা ইনোভেটিভ স্টার্টআপের মতো অগণিত সুযোগ। এই ক্ষেত্রগুলোতে নামতে আপনার হয়তো লাখ লাখ টাকার পুঁজি লাগবে না। কিন্তু যা লাগবে তা হ'ল আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা, পরিশ্রম ও আল্লাহ্র ওপর অবিচল ভরসা। সঠিক কারিগরি জ্ঞান আর দক্ষতা অর্জন করে একজন মুসলিম যুবক ঘরে বসেই পুরো বিশ্বের শ্রমবাজারে নিজের স্থান করে নিতে পারে। এটি কেবল উপার্জনের মাধ্যম নয়। বরং বিশ্বমঞ্চে মুসলিম উম্মাহর মেধার স্বাক্ষর রাখার এক সুবর্ণ সুযোগ।

ব্যবসায় সততা বজায় রাখুন : পৃথিবীর ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সহজ। কিন্তু সততার মশাল হাতে নিয়ে একা দাঁড়িয়ে থাকা অসীম সাহসের কাজ। আপনি মহাবিশ্বের বিচারকের কাছে আপনার সততার পরীক্ষা দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ 'সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী ক্বিয়ামতের দিন নবী, ছিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবে'।[৩]

এই একটি বাক্যই কি যথেষ্ট নয় আপনার ক্লান্তিকে মুছে দিতে? আপনি কেবল একজন কর্মী বা উদ্যোক্তা নন; আপনি জান্নাতের সেই উচ্চাসনের একজন পদপ্রার্থী। আপনার প্রতিটি ঘাম, প্রতিটি নির্ঘুম রাত আর প্রতিটি সততার সিদ্ধান্ত আপনাকে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানুষদের কাতারে নিয়ে যাচ্ছে।

আপনার সততাই আপনার উত্তরাধিকার : মানুষ আপনাকে মনে রাখবে আপনার ব্যাংক ব্যালেন্সের জন্য নয়। বরং আপনার সততা ও উদারতার জন্য। যেদিন আপনি থাকবেন না, সেদিন আপনার রেখে যাওয়া 'সততার দৃষ্টান্ত' আপনার সন্তানদের জন্য সবচেয়ে বড় ঢাল হয়ে কাজ করবে। মনে রাখবেন, সৎ মানুষের রিযিকের যিম্মাদার স্বয়ং আল্লাহ।

আপনার কাজকে ইবাদত বানিয়ে নিন। যখন কি-বোর্ডে আঙ্গুল চলে কিংবা যখন কোনো ডিল ফাইনাল হয়, তখন মনে মনে বলুন, 'হে আল্লাহ, এই কাজটি আমার কাছে আমানত, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য এর পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করব'। বিশ্বাস করুন, এই ছোট একটি নিয়ত আপনার সাধারণ কাজটিও একটি ইবাদতে পরিণত হবে।

হেরে গিয়েও জিতে যান : হয়তো সততা ধরে রাখতে গিয়ে আপনি কোনো বড় প্রজেক্ট হারিয়েছেন। হয়তো আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আপনার চেয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। হয়তো আপনি চাকুরী হারিয়েছেন। হতাশ হবেন না! আপনি যা হারিয়েছেন, পরকালে জান্নাতের তুলনায় তা কেবল অতি সামান্যই। কিন্তু আপনি যা অর্জন করেছেন তা হ'ল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আর এই সন্তুষ্টির ফলেই পরকালে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে চির শান্তির জান্নাত।

মনে রাখবেন, সূর্যের তেজ দিনের বেলা প্রখর হলেও রাতের বেলা চাঁদের স্নিগ্ধতাই মানুষকে শান্তি দেয়। আপনার সততা সেই স্নিগ্ধ আলো, যা এই অন্ধকার পৃথিবীতে মানুষের ভরসার শেষ আশ্রয়স্থল। স্বপ্ন দেখুন এমন এক জীবনের, যেখানে আপনার উপার্জনের প্রতিটি কণা হবে পবিত্র।

উপসংহার : আমার প্রিয় সংগ্রামী মুসলিম ভাই ও বন্ধুগণ! বেকারত্ব একটি চ্যালেঞ্জ হ'তে পারে। কিন্তু এটি কখনো আপনার জীবনের চূড়ান্ত পরিণতি নয়। আমাদের সামনে আছে ইসলামের শাশ্বত অর্থনৈতিক নীতিমালা। আর পেছনে রয়েছে ছাহাবীদের গৌরবময় ইতিহাস। সুতরাং আর কতদিন সোনার হরিণ নামক চাকুরীর পেছনে ছুটে নিজের সোনালী সময়গুলোকে নষ্ট করবেন? এখনই সময় নিজের ভেতরের সুপ্ত সিংহকে জাগিয়ে তোলার। নিজের দক্ষতাকে শানিত করুন, নতুন কিছু শিখুন। পরমুখাপেক্ষী না হয়ে ছোট থেকেই নিজের হালাল উদ্যোগ শুরু করুন।

আপনার পরিশ্রম আর আল্লাহ্র প্রতি অবিচল আস্থা যখন এক হবে, তখন ইনশাআল্লাহ রিযিকের এমন সব বদ্ধ দুয়ার খুলে যাবে। যা আপনি কল্পনাও করতে পারেননি। আপনি তখন শুধু নিজের অভাবই দূর করবেন না। বরং আপনার মাধ্যমে আরও দশজন ভাই কাজের সুযোগ পাবে। উম্মাহর অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। আসুন, অলসতা আর হতাশার শিকল ভেঙ্গে আমরা গড়ে তুলি এক সমৃদ্ধ, কর্মঠ এবং আত্মনির্ভরশীল মুসলিম সমাজ। আমাদের শ্রম হবে দুনিয়ার কল্যাণে। আর আমাদের লক্ষ্য হবে আখেরাতের সাফল্য। আল্লাহ আমাদের এই কঠিন পথচলাকে সহজ করুন এবং আমাদের প্রচেষ্টায় বরকত দান করুন।-আমীন!

[সাধারণ সম্পাদক, পবা উপযেলা, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

---

৩. তিরমিযী হা/১২০৯; ছহীহুত তারগীব হা/১৭৮২।

www.tawheederdak.com

উপকারী জ্ঞান : দুনিয়া ও আখেরাতের আলোকবর্তিকা

-মামূন বিন হাসমত

ভূমিকা : উপকারী জ্ঞান হ'ল সেই ইলাহী নূর, যা মানুষের আত্মার গহীন আঁধার দূর করে সেখানে হেদায়াতের আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করে। এটি কেবল কিতাব কিংবা তথ্যের স্তূপ নয়। এটি এমন এক প্রজ্ঞা যা মানুষকে প্রকৃত কল্যাণের পথ দেখায়। অমঙ্গল ও ধ্বংসের প্রতিটি পিচ্ছিল পথ থেকে আগলে রাখে। অতঃপর আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে গড়ে তোলে এক প্রশান্ত হৃদয়। তাই এই উপকারী জ্ঞান হ'ল মানবতার জন্য সেই সঞ্জীবনী সুধা। যা প্রতিটি যুগে ও প্রতিটি স্থানে দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণের অকাট্য নিশ্চয়তা প্রদান করে ও অন্তহীন সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে দেয়। আলোচ্য প্রবন্ধে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল।-

জ্ঞানের প্রকারভেদ : শরী'আতের সুক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণে ইলম বা জ্ঞানকে প্রধানত দুই ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথা :

(১) উপকারী জ্ঞান : যখন কোনো জ্ঞান অর্জনকারী ব্যক্তি নিজে সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে নিজের জীবনকে আলোকিত করে এবং এর সুধা বিলিয়ে অন্যকেও উপকৃত করে, তখন তাকেই বলা হয় 'উপকারী জ্ঞান'। এটিই হ'ল মুমিনের প্রকৃত সম্পদ এবং জান্নাতের সোপান।

(২) অনুপকারী জ্ঞান : যদি কোনো ব্যক্তি শরী'আতসম্মত জ্ঞান অর্জন করার পরও আলস্য কিংবা অবহেলার কারণে তা আমল না করে এবং নিজের ও অন্যের কোনো উপকারে না আসে, তবে সেই জ্ঞান তার জন্য 'অনুপকারী' হিসাবে গণ্য হবে। এই জ্ঞান ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে তার জন্য রহমত হওয়ার পরিবর্তে এক দুঃসহ বোঝা এবং তার বিরুদ্ধেই আল্লাহ্র আদালতে এক অকাট্য দলীল হিসাবে উপস্থাপিত হবে।

আল্লাহ্র নিকট রাসূল (ছাঃ)-এর উপকারী জ্ঞান প্রার্থনা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছসমূহেও ইলম বা জ্ঞানকে 'উপকারী' ও 'অনুপকারী'-এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেখানে যেমন অনুপকারী জ্ঞান থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। তেমনি উপকারী জ্ঞানের জন্য তাঁর কাছে আরয করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন, سَلُوْا اللهَ عِلْمًا نَافِعًا، وَتَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ– 'তোমরা আল্লাহ্র কাছে উপকারী জ্ঞান প্রার্থনা করো এবং অনুপকারী জ্ঞান থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাও'।[৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্যতম একটি দো'আ ছিল- اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْمًا– 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যা শিখিয়েছেন তা দিয়ে আমাকে উপকৃত করুন, আর যা আমার জন্য উপকারী হবে তা আমাকে শিখিয়ে দিন এবং আমার জ্ঞান আরও বাড়িয়ে দিন'।[৫]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, وارزقْنِيْ عِلْماً تَنْفَعُنِيْ به 'আর আমাকে এমন জ্ঞান দান করুন যা দিয়ে আপনি আমাকে উপকৃত করবেন'।[৬] তিনি আরও বলতেন, اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এমন জ্ঞান থেকে যা কোনো উপকারে আসে না'।[৭]

উপকারী জ্ঞানের প্রয়োজনীতা : ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যার প্রতিটি ইবাদত জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অজ্ঞতা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। আর জ্ঞান মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوْ الْأَلْبَاب– 'তুমি বল, যারা বিজ্ঞ এবং যারা অজ্ঞ, তারা কি সমান? বস্তুত জ্ঞানীরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে' *(যুমার ৩৯/৯)*।

জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য : উপকারী জ্ঞান হ'ল সেই জ্ঞান, যা অর্জনকারীর অন্তরে আল্লাহ্র ভয় ও পরম ভক্তি জাগ্রত করে। জ্ঞান অর্জনের প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহকে চেনা, তাঁর বিধান জানা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। কারণ প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিরা আল্লাহকে ভয় করে। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ– 'আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে তাঁর জ্ঞানবান বান্দারা' *(ফাতির ৩৫/২৮)*।

উপকারী জ্ঞানের উৎস : শরী'আতের দৃষ্টিতে প্রশংসিত সেই 'উপকারী জ্ঞান' হ'ল মূলত নবীগণের নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান। যা আল্লাহ্র কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ থেকে গৃহীত। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, সকল কল্যাণের মূল হ'ল ইলম বা জ্ঞান। যা অর্জনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। বিশেষ করে সেই ইলম যা নবী করীম (ছাঃ) থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। কারণ এটিই একমাত্র জ্ঞান যা প্রকৃত অর্থে 'ইলম' হিসাবে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। এছাড়া অন্য যা কিছু আছে, তা কোন উপকারী জ্ঞান নয়, অথবা তা আদৌ কোনো জ্ঞানই নয়'।[৮]

উপকারী জ্ঞানের প্রকৃত মানদণ্ড : আজকাল মানুষ বিজ্ঞান বা তথ্যপ্রযুক্তি সহায়তায় অনেক কিছু জানে। কিন্তু তার সৃষ্টিকর্তা

৪. ইবনু মাজাহ হা/৩৮৪৩ হাসান; ছহীহাহ হা/১৫১১।
৫. তিরমিযী হা/৩৫৯৯; ইবনু মাজাহ হা/২৫১; মিশকাত হা/২৪৯৩।
৬. হাকেম হা/১৮৭৯; ছহীহাহ হা/৩১৫১।
৭. মুসলিম হা/২৭২২; নাসাঈ হা/৫৪৭০।
৮. মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১০/৬৬৪ পৃ.।

আল্লাহ সম্পর্কে কিছুই জানে না। পবিত্র কুরআন এই একপাক্ষিক জ্ঞানকে ‘প্রকৃত জ্ঞান’ বলে স্বীকৃতি দেয়নি। যে জ্ঞান আপনাকে আপনার রবের কথা মনে করিয়ে দেয় না, তা কেবলই ‘বাহ্যিক রূপ’ যার কোনো স্থায়িত্ব নেই। আল্লাহ তা‘আলা সেই ব্যক্তিদের কাছ থেকে ‘প্রকৃত জ্ঞানের’ তকমা ছিনিয়ে নিয়েছেন, যারা পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চাকচিক্য ও জৌলুস অর্জন করেছে ঠিকই, কিন্তু পরকাল সম্পর্কে চরম উদাসীন। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ- يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ- ‘কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না’। ‘তারা তো পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকের সামান্য কিছু জানে। কিন্তু আখেরাত বিষয়ে তারা উদাসীন’ (*রূম ৩০/৬-৭*)।

এই আয়াতের মর্মার্থ ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে ইমাম গাযালী (রহঃ) কতই না চমৎকার বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি উপকারী জ্ঞান এবং ক্ষতিকর জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করতে জানে না, সে মানুষের ভিড়ে সেই সব চাকচিক্যময় বিদ্যায় মগ্ন হয়ে পড়ে। যা কেবল দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম। প্রকৃতপক্ষে এই বস্তুবাদী শিক্ষাই হ’ল মূর্খতার মূল উপাদান এবং জগতের যাবতীয় ফিৎনা-ফাসাদের উৎস’।[৯]

যখন কোনো জাতি কেবল দুনিয়া কামানোর শিক্ষাকেই সর্বস্ব মনে করে, তখন তারা প্রকৃতপক্ষে মূর্খতার কারখানায় পরিণত হয়। কারণ সেই জ্ঞান মানুষকে চতুর বানাতে পারে, কিন্তু মানুষ বানাতে পারে না। এটিই বর্তমান বিশ্বের অশান্তির মূল কারণ।

তাই হে জ্ঞান অন্বেষী! আল্লাহ্র সেই বিশেষ নে‘মত ও অনুগ্রহকে অন্তরে লালন করুন। যিনি পৃথিবীর বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কেবল আপনাকে এই হেদায়াতের জ্ঞানের জন্য বেছে নিয়েছেন। তাই তাঁর বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করুন, যিনি বলেছেন, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا، ‘আর তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। বস্তুত তোমার উপর আল্লাহ্র করুণা অসীম’ (*নিসা ৪/১১৩*)।

একবার ভাবুন তো! কোটি কোটি মানুষ আজ কেবল ক্যারিয়ার, টাকা আর জৌলুসের পেছনে ছুটছে। তাদের মাঝে আল্লাহ আপনাকে তাঁর দ্বীন শেখার, তাঁর কুরআন বুঝার এবং পরকালের প্রস্তুতি নেওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। এটি কোনো ছোট বিষয় নয়! এটি আল্লাহ্র এক বিশাল অনুগ্রহ।

উপকারী জ্ঞানের মহিমা : প্রকৃত উপকারী জ্ঞানের মহিমা হ’ল তাই যা মহান আল্লাহ্র প্রতি আপনার ভয় ও আনুগত্য বাড়িয়ে দেয়। যা নিজের দোষ-ত্রুটিগুলো চিনে নেওয়ার জন্য আপনার অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়। যা আপনার রবের ইবাদত ও দাসত্বের নিগূঢ় রহস্য সম্পর্কে আপনার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। এই জ্ঞান দুনিয়ার প্রতি আপনার আসক্তি কমিয়ে দেয় এবং আখেরাতের প্রতি ব্যাকুলতা বাড়িয়ে দেয়। এটি আপনার আমলের ভেতরের সূক্ষ্ম ত্রুটিগুলো চেনার জন্য আপনার চোখ খুলে দেয়। যাতে আপনি তা থেকে বাঁচতে পারেন। এমনকি শয়তানের সূক্ষ্ম প্রতারণা ও ধোঁকাগুলোও এই জ্ঞান আপনার সামনে উন্মোচিত করে দেয়।

মনে রাখবেন, উপকারী জ্ঞান মানেই কেবল প্রচুর কুরআন-হাদীছ মুখস্থ করা কিংবা বাগ্মিতায় পারদর্শিতা নয়। এটি হ’ল একটি ঐশী আলো, যা আল্লাহ বান্দার হৃদয়ে ঢেলে দেন। এই আলোর সাহায্যেই বান্দা সত্যকে বুঝতে পারে এবং সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করতে পারে।

জ্ঞানের প্রচার ও তার শ্রেষ্ঠত্ব : সম্পদের যেমন যাকাত দিতে হয়, জ্ঞানের যাকাত হ’ল তা মানুষকে শেখানো। আপনি যা জানেন, তা যদি আমানত হিসাবে অন্যের কাছে পৌঁছে দেন, তবেই আপনার জ্ঞান সার্থকতা পায় এবং তা আপনার জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে কবরেও ছওয়াব পৌঁছে দেয়। প্রকৃত জ্ঞানীরা সবসময়ই উপকারী জ্ঞান প্রচার ও প্রসারের সুমহান মর্যাদার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, নবুঅতের মর্যাদার পর ইলম বা জ্ঞান প্রচার করার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোনো কাজ আছে বলে আমার জানা নেই’।[১০] শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) আরও একধাপ এগিয়ে বলেছেন, ‘মানুষ যখন সত্য-মিথ্যার গোলকধাঁধায় পড়ে বিভ্রান্ত ও সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন তাদের সামনে সঠিক জ্ঞান ও দ্বীনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে দেওয়া হ’ল আল্লাহ্র ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদত’।[১১]

হারিয়ে যাওয়া নূর : আজ আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় হাযারো লেকচার আর তর্কের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছি। আজকাল আমাদের বক্তৃতার মঞ্চ কাঁপানো বক্তা অনেক, লাইক-শেয়ার পাওয়া পোস্ট অনেক, কিন্তু সেই কথার পেছনে যে ‘নূর’ বা মানুষের জীবন বদলে দেওয়ার শক্তি থাকা দরকার, তা হারিয়ে যাচ্ছে। কারণ আমরা কথা জমা করছি, তথ্য জমা করছি, ইলম নয়। প্রকৃত ‘উপকারী জ্ঞান’ বা অন্তরের সেই ঐশী আলো থেকে বিচ্যুতি শুরু হয়েছিল অনেক আগেই।

একবার হাম্মাদ বিন যায়েদ বাছরী (৯৮-১৭৯ হি.) প্রখ্যাত তাবেঈ আইয়ুব সাখতিয়ানী বাছরী (৬৬-১৩১ হি.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইলম বা জ্ঞান কি বর্তমান যুগে বেশি, নাকি আগের যুগে বেশি ছিল? আইয়ুব সাখতিয়ানী উত্তর দিলেন, ‘আজকের যুগে কথার জৌলুস আর বাচালতা বেড়েছে সত্য, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান তো সেই আগের যুগেই ছিল বেশি’।[১২]

সময়ের আবর্তে এই শূন্যতা আরও গভীর হয়েছে। ইমাম গাযালী (৪৫০-৫০৫ হি.) বলেন, ‘ইসলামের প্রথম যুগে

৯. ইয়াহইয়াউ উলূমুদ্দীন ৪/৩৬৯ পৃ.।

১০. সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৮/৩৮৭ পৃ.।
১১. আর-রদ্দু আলাস সুবকী ২/৬৭৮ পৃ.।
১২. আল-ফাওয়ায়েদ ১/১৫২ পৃ.।

www.tawheederdak.com

‘ফিক্বহ’ বা প্রজ্ঞা শব্দটি ব্যবহৃত হ’ত পরকালের গন্তব্য চেনার আলোকবর্তিকা হিসাবে। অথচ আজ তা পরিণত হয়েছে কেবল তর্ক-বিতর্ক আর মতপার্থক্য নিয়ে লড়াই করার হাতিয়ারে, যেখানে পরকালের সেই ব্যাকুলতাটুকু আর অবশিষ্ট নেই’।[১৩]

ইমাম ইবনুল জাওযী (৫১০-৫৯৭ হি.) আরও একধাপ এগিয়ে বললেন, ‘আমি অধিকাংশ আলেমকে দেখেছি তারা কেবল জ্ঞানের কঙ্কাল বা বাহ্যিক কাঠামো নিয়ে মেতে আছেন, এর প্রাণভোমরা এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝার মতো সময় বা তৃষ্ণা তাঁদের নেই’।[১৪]

কালক্রমে এই দূরত্ব এতটাই বেড়ে গেল যে, জ্ঞানের সেই পবিত্র চিহ্নগুলোও হারিয়ে যেতে লাগল। পরিশেষে ইমাম যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.) অত্যন্ত দুঃখ ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আক্ষেপ করে বলেছেন, ‘আল্লাহ্র কসম! এক সময় ইলম ও আমলের জগতটি এমনই ছিল, যেখানে হাদীছ বিশারদদের জীবন ছিল গভীর জ্ঞান আর একনিষ্ঠ ইবাদতের এক অপূর্ব সমন্বয়। কিন্তু আজ আমরা এমন এক সময়ে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে না আছে সেই গভীর ইলম, আর না আছে সেই প্রাণবন্ত ইবাদত’।[১৫]

সালাফদের যুগে একজন মুহাদ্দিছ মানে কেবল হাযার হাযার হাদীছ মুখস্থ রাখা কোনো ব্যক্তি ছিলেন না; তাদের কলমের কালি আর চোখের পানি মিলিত হ’ত একই মোহনায়। তারা কিতাব পড়তেন অন্তর দিয়ে। আর আমল করতেন সমস্ত সত্তা দিয়ে। তাদের কাছে ইলম বা জ্ঞান ছিল একটি পবিত্র আমানত। যা কেবল আমলের মাধ্যমেই পরিশুদ্ধ হ’ত। আজ আমাদের আলমারি বইয়ে ভরে গেছে ঠিকই, কিন্তু সালাফদের সেই বিনয় আর রাতের নিস্তব্ধতায় রবের সামনে কান্নার সেই ‘নূর’ আজ বড় প্রয়োজন। আসুন আমরা কেবল কিতাব পড়ুয়া আলেম না হয়ে সালাফদের মতো আল্লাহ ওয়ালা হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করি।

যখন জ্ঞান আপনাকে ‘রব্বানী’ হিসাবে গড়ে তোলে : জ্ঞান অর্জনের সফরটি কেবল তথ্যের সমুদ্রে সাঁতার কাটা নয়। বরং নিজের চরিত্রকে আল্লাহ্র রঙে রাঙানোর এক মহান সংগ্রাম। তাই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ পদবী হ’ল ‘রব্বানী’ বা আল্লাহওয়ালা হওয়া। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা সবাই আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও’ *(আলে ইমরান ৩/৭৯)*। এর অর্থ হ’ল আপনার জ্ঞান কেবল মস্তিষ্কে নয়, বরং আপনার আচরণে। আপনার কথা বলায় এবং আপনার প্রতিটি পদক্ষেপে প্রকাশ পাবে। যদি এই শিক্ষা আমাদের ছালাতের একাগ্রতা না বাড়ায় বা আমাদের নৈতিকতাকে উন্নত না করে, তবে তা কখনই উপকারী জ্ঞান নয়।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় যামাখশারী (রহঃ) বলেন, ‘সেই ব্যক্তির শ্রম ও প্রচেষ্টার ব্যর্থতা প্রমাণের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে তার জীবন ও আত্মাকে ইলম বা জ্ঞান জমা করার পেছনে বিলিয়ে দিল ঠিকই, কিন্তু সেই জ্ঞানকে নিজের জীবনে প্রয়োগের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করল না’।[১৬]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, ‘কোন আলেমকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত রব্বানী বলা যাবে না, যতক্ষণ না তিনি নিজের অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেন এবং তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেন’।[১৭]

নবাব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ) বলেন, ‘যিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন তাঁর জন্য আমলমুখী হওয়ার ক্ষেত্রে মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা হ’ল আল্লাহ্র এই একটি নির্দেশ ‘রব্বানী বা আল্লাহওয়ালা হও’।[১৮]

উপসংহার : বর্তমান যুগে যখন তথ্যের জৌলুস আর বাচালতা ইলমের প্রকৃত প্রাণকে গ্রাস করে ফেলছে, তখন আমাদের ফিরে তাকাতে হবে সেই ‘সালাফ’-দের সোনালী যুগে, যাদের কাছে জ্ঞান ছিল আল্লাহ্র পরিচয় লাভ এবং পরকালের পাথেয় সংগ্রহের প্রধান মাধ্যম। পার্থিব জ্ঞানের চাকচিক্যে মগ্ন হয়ে পরকালকে ভুলে যাওয়া মূলত এক প্রকার সুসজ্জিত মূর্খতা, যা ইহকাল ও পরকাল উভয়কেই অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয়।

অতএব, দ্বীনী শ্রেষ্ঠত্ব যাহির কিংবা দুনিয়াবী স্বার্থ অর্জনের হীন বাসনা বিসর্জন দিয়ে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিমিত্তে ‘উপকারী জ্ঞান’ অন্বেষণ করাই হোক আমাদের জীবনের ব্রত। এই অর্জিত জ্ঞান যখন আমাদের চরিত্রে মাধুর্য আনবে, আমলকে বিশুদ্ধ করবে এবং অন্যকে সঠিক পথ দেখাবে, তখনই তা ‘নবুঅতের উত্তরাধিকার’ হিসাবে সার্থকতা পাবে। মহান আল্লাহ আমাদের সেই উপকারী জ্ঞানের অধিকারী করুন, যা ক্বিয়ামতের কঠিন দিন নাজাতের অসীলা হবে এবং জান্নাতের পথকে সুগম করবে।-আমীন!

[সহ-সভাপতি, কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও এমফিল গবেষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া]

---

১৩. ইয়াহইয়াউ উলূমুদ্দীন ১/৩৩ পৃ.।
১৪. ছয়দুল খাত্বির ৪৪৯ পৃ.।
১৫. সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ১/১৩৪ পৃ.।
১৬. তাফসীরে কাশশাফ ১/৩৭৮ পৃ.।
১৭. মিফতাহু দারিস সা‘আদাহ ১/৩৫৬ পৃ.।
১৮. ফৎহুল বায়ান ২/২৭৩ পৃ.।

আত-তাহরীক টিভির সাথে থাকুন ঘরে বসে বিশুদ্ধ দ্বীন শিখুন!
আত-তাহরীক টিভি
অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য
অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন মুক্ত ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন।
ওয়েবসাইট :
www.hadeethfoundationbd.com
www.ahlehadeethbd.org
www.tawheederdak.com
www.at-tahreek.com
মোবাইল এ্যাপ পেতে স্ক্যান করুন
মোবাইল নম্বর : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪
ফেসবুক পেইজ: At-Tahreek Tv; Monthly At-Tahreek
ইউটিউব চ্যানেল: At-Tahreek Tv; Ahlehadeeth Andolon Bangladesh

জান্নাত অপরিহার্যে ৩টি সন্তুষ্টি

-মুহাম্মাদ আব্দুন নূর

ভূমিকা : মানুষের জীবনে সুখ, নিরাপত্তা ও তৃপ্তির আকাংখা চিরন্তন ও স্বাভাবিক। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ খুঁজে ফেরে এমন এক প্রশান্তির সন্ধান, যা তার হৃদয়কে নিশ্চিন্ত করবে এবং জীবনের অনিশ্চয়তাকে সহনীয় করে তুলবে। কিন্তু বাস্তবতা হ'ল এই কাংখিত সুখ কখনোই দুনিয়ার বাহ্যিক প্রাচুর্য, বিপুল সম্পদ, ক্ষমতার মোহ কিংবা ভোগবিলাসের চাকচিক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এসব প্রাচুর্য অনেকের জীবনেই এসেছে, অথচ অন্তরের শূন্যতা দূর হয়নি। বরং অস্থিরতা, ভয় ও হতাশাই আরও গভীর হয়েছে। ফলে একজন মুমিনের প্রকৃত শান্তি নিহিত রয়েছে তার অন্তরের সেই গভীর ও অটল সন্তুষ্টিতে, যা জন্ম নেয় ঈমানের মৌলিক ভিত্তিগুলোকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে। এই সন্তুষ্টি এমন এক আলোকবর্তিকা, যা হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে, চিন্তার জট খুলে দেয় এবং জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। এই সন্তুষ্টি কেবল মুখে উচ্চারিত কোন স্বীকৃতি বা বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণা নয়; বরং এটি এক গভীর আত্মিক অবস্থা। নিম্নে সেই সন্তুষ্টির আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

জান্নাত অপরিহার্যে ৩টি সন্তুষ্টি : তিনটি বিষয় সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত জান্নাতের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। আর তাহ'ল (১) আল্লাহকে রব হিসাবে (২) ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং (৩) মুহাম্মদ (ছাঃ)-কে নবী হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়া। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'হে আবু সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবীরূপে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেল। আবু সাঈদ (রাঃ) তাতে অবাক হয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার জন্য কথাটি আবার বলুন। তিনি তাই করলেন। তারপর বললেন, আর একটি আমল এমন রয়েছে, যার দ্বারা বান্দা জান্নাতে এমন একশটি মর্যাদার স্তর লাভ করবে যার দু'টি স্তরের মধ্যে ব্যবধান হবে আসমান ও যমীনের ব্যবধান তুল্য। তখন তিনি বললেন, ঐ আমলটি কী হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদ, আল্লাহ্র পথে জিহাদ'।[১৯]

তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে বলে, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا– 'আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে রব হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূল হিসাবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট। তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে'।[২০]

আখিরাতের প্রথম মনযিলে সফলতা : আখেরাতের মনযিল সমূহের মধ্যে কবর হ'ল প্রথম মনযিল। এখান থেকে যদি কেউ মুক্তি পায়, তবে তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলোতে মুক্তি পাওয়া খুব সহজ হয়ে যাবে। আর সে যদি এখানে মুক্তি না পায়, তবে তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলো আরো বেশী কঠিন হবে। আমরা জানি, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কবরে প্রথমে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? এবং নবী (ছাঃ)-কে দেখিয়ে প্রশ্ন করা হবে উনি কে? যদি সে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তাহ'লে আকাশ থেকে একজন আহবানকারী ঘোষণা দিয়ে বলবেন, فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا قَالَ: وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ 'আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জান্নাতের পোষাক পরিয়ে দাও। আর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। অতএব তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ফলে তার দিকে জান্নাতের বাতাস ও সুগন্ধি দোলা দিতে থাকবে এবং দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত তার কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে'।[২১]

আল্লাহকে রব হিসাবে সন্তুষ্টির স্বরূপ

আল্লাহকে রব হিসাবে স্বীকার করা মানে শুধুমাত্র আল্লাহ আছেন এতটুকু স্বীকার করে সন্তুষ্ট থাকা নয়। তাকে পালনকর্তা, রিযিকদাতা এবং বিধানদাতা হিসাবে মেনে নেওয়া। তিনি জীবন-মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, সম্মান প্রভৃতির নির্ধারক। যে বান্দা গভীরভাবে এ সত্যকে উপলব্ধি করে, তার অন্তরে আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রতি প্রকৃত নির্ভরতা থাকে না। তার হৃদয়ে আল্লাহ্র ভয় এবং ভালবাসা সর্বোচ্চ স্থান দখল করে। তখন সে মানুষের সন্তুষ্টির জন্য নয়, প্রতিটি মূহুর্তে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে। যেমন,

(ক) আল্লাহ্র বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

১৯. মুসলিম হা/১৮৮৪; নাসাঈ হা/৩১৩৫; মিশকাত হা/৩৮৫১।

২০. মুসলিম হা/৩৮৬; আবু দাউদ হা/৫২৫; মিশকাত হা/৬৬১।
২১. আবু দাঊদ হা/৪৭৫৩; মিশকাত হা/১৩১।

ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا– 'অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনোই (পূর্ণ) মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয় সমূহে তোমাকে বিচারক রূপে মেনে নিবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালায় তাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা না রাখবে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ কসম করে বলেছেন, আমরা কখনোই প্রকৃত মুমিন হ'তে পারব না, যতক্ষণ না আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তকে আমরা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেই।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ– 'আর যে ব্যক্তি তার চেহারাকে সমর্পণ করল আল্লাহ্র দিকে সৎকর্মশীল (মুমিন) অবস্থায়, সে দৃঢ়ভাবে ধারণ করল এক মযবুত হাতল। বস্তুত আল্লাহ্রই দিকে সকল কর্মের পরিণাম' *(লোকমান ৩১/২২)*।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে নিজেকে সমর্পণ করে (অর্থাৎ তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে), সে মযবুত হাতল আঁকড়ে ধরে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا– 'সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ লাভ করেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবী হিসাবে খুশী মনে মেনে নিয়েছে'।[22]

(খ) আল্লাহ্র সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা : মানুষের জীবনে কখনো সুখ আসে, কখনো দুঃখ; কখনো সফলতা, কখনো ব্যর্থতা; আবার কখনো নে'মত, কখনো পরীক্ষা। মুমিন সকল পরিস্থিতিকে উত্তম বলে মনে করে। তাই বিপদে সে ধৈর্যশীল, এবং প্রতিটি বিরূপ অবস্থায় আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল। তার মুখ থেকে অভিযোগ, হতাশা বা ঈমানবিরোধী বাক্য বের হয় না। বরং সে বলে, 'আমার রব যা নির্ধারণ করেছেন তাতেই মঙ্গল'। মানুষ বুঝুক বা না বুঝুক, আল্লাহ্র ফায়ছালার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ– 'আর অবশ্যই তোমরা এমন বহু কিছু অপসন্দ কর, যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর অবশ্যই তোমরা এমন বহু কিছু পসন্দ কর, যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। বস্তুত আল্লাহ সবকিছু জানেন, কিন্তু তোমরা জানো না *(বাক্বারাহ ২/২১৬)* রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ– 'ঈমানদারের ব্যাপারটাই অদ্ভুত। বস্তুত ঈমানদারের প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণকর। আর এটা একমাত্র মুমিনদেরই বৈশিষ্ট্য। তার সচ্ছলতা অর্জিত হ'লে সে শুকরিয়া আদায় করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর তার উপর কোন বিপদ আসলে সে ধৈর্যধারণ করে, ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়'।[23]

(গ) আল্লাহ্র বিধান অনুসরণে আনন্দিত হওয়া : কোন মুমিন সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে রব হিসাবে মেনে সন্তুষ্ট হলে আল্লাহ্র বিধান অনুসরণে আনন্দিত হন। ছালাত, ছিয়ামসহ অন্যান্য ফরয ও সুন্নাত ইবাদত পালন করাকে বোঝা মনে করে না এবং সকল প্রকার হারাম কাজ বর্জনে সে আনন্দিত হয়। তার কাছে আল্লাহ্র বিধান অনুসরণ মানেই জীবনের সৌন্দর্য। আল্লাহ বলেন, آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ– 'রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐসকল বিষয়ে যা তার পালনকর্তার পক্ষ হ'তে তার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং মুমিনগণও। তারা সকলেই বিশ্বাস পোষণ করে আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর প্রেরিত কিতাব সমূহের উপর এবং তাঁর রাসূলগণের উপর। (তারা বলে) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কাউকে পার্থক্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। আমরা তোমার নিকট ক্ষমা চাই হে আমাদের প্রতিপালক! আর তোমার নিকটেই তো আমাদের প্রত্যাবর্তন' *(বাক্বারাহ ২/২৮৫)*।

আল্লাহ্র বিধান পালনে ও স্মরণে মুমিনের অন্তর প্রশান্ত হয়। যেমন তিনি বলেন, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ– 'যারা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহকে স্মরণ করলে যাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে। মনে রেখ, আল্লাহ্র স্মরণেই কেবল হৃদয় প্রশান্ত হয়' *(রা'দ ১৩/২৮)*। যখন বিশ্বাস ও সন্তুষ্টির ভিত্তি দৃঢ় হয়, তখন হাদীছের সুসংবাদ বান্দার জন্য প্রযোজ্য হয়ে যায়।

(ঘ) শুধুমাত্র আল্লাহ্র নিকট মাথা নত করা এবং যাবতীয় শিরকমুক্ত থাকা : সর্বাবস্থায় আমাদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহ্র বিধানের কাছে মাথা নত করতে হবে। কোন অবস্থায় মানুষের কাছে বা মানব রচিত কোন বিধানের কাছে মাথা নত করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ 'তাদেরকে এ ছাড়া অন্য কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ্র ইবাদাত করবে খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে' *(বাইয়েনাহ*

২২. মুসলিম, তিরমিযী হা/২৬২৩, মিশকাত হা/৯।

২৩. মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭।

৯৮/৫)। আমরা প্রতি ছালাতে সূরা ফাতিহায় পাঠ করি, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 'আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি' *(ফাতিহা ১/৫)*। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করবে, তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*।

ইসলামকে দ্বীন হিসাবে সন্তুষ্টির স্বরূপ

মানুষের জীবনে দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা অনিবার্য। ধর্ম, মতবাদ বা দর্শন যে যাই বলুক না কেন, প্রতিটি মানুষের জীবন কোন না কোন নির্দেশনা ও নীতিমালার অধীনে পরিচালিত হয়। কিন্তু সেই নির্দেশনা যদি মানবরচিত হয়, তবে তাতে সীমাবদ্ধতা, ভুল, স্বার্থপরতা ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব থাকা স্বাভাবিক। তাই অনুসরণযোগ্য প্রকৃত দ্বীন সেটাই, যা আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। যিনি সৃষ্টির সব প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। আর সে পরিপূর্ণ ও চিরস্থায়ী জীবনব্যবস্থা হ'ল আল্লাহ প্রদত্ত ইসলাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ'ল ইসলাম। আর আহলে কিতাবগণ (শেষনবীর উপর ঈমান আনার ব্যাপারে) মতভেদ করেছে তাদের নিকট ইল্‌ম এসে যাবার পরেও কেবল পরস্পরে হঠকারিতাবশে। বস্তুত যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে (তারা জানুক যে,) অবশ্যই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী' *(আলে ইমরান ৩/১৯)*।

(ক) ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা : ইসলাম শুধু আমাদের ছালাত-ছিয়ামের নির্দেশনা প্রদান করেনা। বরং ইসলাম আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনীতি, রাজনীতিসহ জীবনের প্রতিটি বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। যে মনে করে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় সফলতা ইসলামের মধ্যেই রয়েছে তার চিন্তা, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ ও সিদ্ধান্ত ইসলামের আলোয় পরিচালিত হয়।

(খ) হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জন করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ- 'হে মানবজাতি! তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ উপার্জনের ক্ষেত্রে হারাম-হালাল বিবেচনা করবে না। যেমন তিনি বলেন, يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ 'এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষ পরোয়া করবে না যে, সে কোথা হ'তে সম্পদ উপার্জন করল, হালাল হ'তে না হারাম হ'তে'।[২৪] হারাম খাদ্য ভক্ষণ করা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ 'যে দেহ হারাম খাদ্য দিয়ে প্রতিপালিত হয়েছে, সে দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[২৫] আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পেতে হ'লে সকল প্রকার হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবী হিসাবে সন্তুষ্টির স্বরূপ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নবী হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়া মানে কেবলমাত্র মুখে-মুখে তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা প্রকাশ করার মধ্যে নিহিত নয়। যেমনটা আমরা প্রচলিত মীলাদ-ক্বিয়াম কিংবা ঈদে মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠানগুলোতে দেখে থাকি। একজন মুসলিম নবী প্রেমে গদগদ হয়ে বছরে দু'একবার আনন্দ মিছিল বা র‍্যালীতে যোগদান করেন। যুবকরা নবী (ছাঃ)-এর অপমানের প্রতিবাদে রাজপথ গরম করেন। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে তারা অপারগ। এসমস্ত লোকদের মধ্যে অনেকে আছেন পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত পর্যন্ত তারা আদায় করেন না। নবী (ছাঃ)-কে ভালবাসার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হ'ল তাঁর আদর্শ ও সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা এবং বাস্তব জীবনে সেটি মেনে চলা। তিনি যা শিক্ষা দিয়েছেন তার অনুসরণ করা, তাকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা, তাকে সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ এবং মানবজাতির জন্য পরম কল্যাণময় বলে বিশ্বাস করাই সত্যিকার অর্থে নবীপ্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হওয়া বুঝায়।

(ক) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅতকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করা : মুমিনের ঈমান তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তিনি আল্লাহ্‌র শেষ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনীত নবুঅতকে পূর্ণ আন্তরিকতা, ভালবাসা ও বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং যাবতীয় বিধি-নিষেধ জীবনের জন্য সর্বোত্তম পথ হিসাবে মনে করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ- 'তুমি বল, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি

২৪. বুখারী হা/২০৫৯।
২৫. বায়হাক্বী শুআবুল ঈমান হা/৫৭৫৯, মিশকাত হা/২৭৮৭।

আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল। যার জন্যই আসমান ও যমীনের রাজত্ব। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন। অতএব তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর, যিনি নিরক্ষর নবী। যিনি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন আল্লাহ ও তার বাণী সমূহের উপর। তোমরা তার অনুসরণ কর যাতে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হ'তে পার' *(আ'রাফ ৭/১৫৮)*।

যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅতকে না মেনে মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ- 'যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম, এই উম্মতের (অর্থাৎ মানবজাতির) যে কেউই, সে ইহূদী হৌক বা নাছারা হৌক- আমার নবুঅতের খবর শুনবে, অথচ যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, সে নিশ্চয়ই জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[২৬]

(খ) সর্বাবস্থায় মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করা : মুমিনের জীবনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করার অর্থ প্রকারন্তরে আল্লাহ্রই আনুগত্য করা এবং তাঁর অবাধ্যতাই ভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের কারণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا- 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের উপর আমরা তোমাকে তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি' *(নিসা ৪/৮০)*। তিনি আরো বলেন, لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- 'তোমরা রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের প্রতি আহ্বানের ন্যায় গণ্য করো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন যারা তোমাদের মধ্য থেকে চুপিসারে চলে যায়। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে' *(নূর ২৪/৬৩)*।

(গ) বিদ'আত বর্জন করা : বিদ'আত হ'ল শরী'আতে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। রাসূল (ছাঃ) আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতার জন্য সকল বিষয় বলে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلاَ تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللهُ عَنْهُ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ- 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এমন কোন জিনিসই আমি (বর্ণনা করতে) ছাড়িনি। আর আমি তার হুকুম তোমাদেরকে অবশ্যই দিয়েছি। আর আমি এমন কোন জিনিসই ছাড়িনি যা আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তা অবশ্যই নিষেধ করেছি'।[২৭] এজন্য শরী'আতে নতুন কিছু তৈরী করা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[২৮] আল্লাহ বিদ'আতী ব্যক্তির তওবা কবুল করেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিদ'আতীর তওবা কবুল করেন না, যতক্ষণ না সে তার বিদ'আত ত্যাগ করে'।[২৯]

বিদ'আত করার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অসম্মানিত ও তার রিসালাতে সন্দেহ পোষণ করা হয়। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করল এবং তাকে উত্তম আমল মনে করল, সে ধারণা করল যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) রিসালাতে খেয়ানত করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। সুতরাং সে যুগে (রাসূল ছাঃ ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগ) যা দ্বীন হিসাবে গণ্য ছিল না, বর্তমানেও তা দ্বীন হিসাবে পরিগণিত হবে না'।[৩০]

(ঘ) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সর্বোচ্চ ভালবাসা : মুমিনের হৃদয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি এত গভীর ভালবাসা থাকতে হবে, যা পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন এমনকি নিজের জীবনের থেকেও অধিক। কারণ তাঁর প্রতি ভালবাসাই ঈমানের পরিপূর্ণতার ভিত্তি এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ- 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দিবেন। বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ 'তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয় হই'।[৩১]

২৬. মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০।

২৭. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮০৩।
২৮. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০।
২৯. তাবারাণী, ছহীহুত তারগীব হা/৫৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬২০।।
৩০. আশরাফ ইব্রাহীম, আল-বুরহানুল মুবীন ফিত তাছাদ্দী লিল বিদ্ই ওয়াল আবাতীল ১/৪২ পৃ.।
৩১. বুখারী হা/১৫।

(ঙ) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সিদ্ধান্তকে সর্বোত্তম ও চূড়ান্ত হিসাবে গ্রহণ করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সিদ্ধান্তের কাছে দুনিয়ার যেকোন মানুষের মতামত, যুক্তি ও আইনের কোন মূল্য নেই এবং যেকোন বিষয়ে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ– 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা' *(হাশর ৫৯/৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে' *(সূরা আহযাব ৩৩/২১)*।

(চ) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শ প্রচারে উৎসাহী হওয়া : মুমিনের জীবনের অন্যতম দায়িত্ব হ'ল আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুযায়ী ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকা। অতঃপর এই আদর্শের শিক্ষা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া। এটি শুধু শিক্ষামূলক কাজ নয়, বরং ঈমানের প্রকাশ এবং দাওয়াহর মৌলিক দায়িত্ব। মুমিন যত আন্তরিকভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিক্ষা প্রচার করবে, ততই সমাজে সত্যের আলো ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সুযোগ পাবেন। আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ 'আর আমরা তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত হিসাবেই প্রেরণ করেছি' *(আম্বিয়া ২১/১০৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ يَتَّبِعُهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ يَتَّبِعُهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا 'কেউ যদি হেদায়াতের পথে আহ্বান করে তাহ'লে সে তার অনুসারীর সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে। তবে অনুসরণকারীদের ছওয়াব থেকে মোটেও কম করা হবে না। আর অন্যায় পথের দিকে অহ্বানকারী ব্যক্তি তার অনুসারীদের পাপের সমপরিমাণ পাপের অংশীদার হবে, তবে তাদের (অনুসরণকারীদের) পাপ থেকে মোটেই কমানো হবে না'।[৩২]

তিন সন্তুষ্টির ফলাফল :

হৃদয়ের গভীর থেকে এই তিনটি সন্তুষ্টি মুমিনের জীবনে এক আধ্যাত্মিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। আর এর মাধ্যমেই বান্দা ঈমানের প্রকৃত স্বাদ ও মিষ্টতা অনুভব করতে পারে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ– 'তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। (১) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার নিকট অন্য সকল কিছু হ'তে অধিক প্রিয় হওয়া (২) কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালবাসা (৩) কুফরীতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মত অপসন্দ করা'।[৩৩] এই সন্তুষ্টি মানুষকে দুনিয়াবী প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাব ভুলিয়ে হতাশামুক্ত ও প্রশান্ত জীবন উপহার দেয়। কারণ সে বিশ্বাস করে তার রবের ফায়ছালাতেই নিহিত রয়েছে চূড়ান্ত কল্যাণ। সর্বোপরি, এই ত্রিমুখী সন্তুষ্টির সর্বোত্তম পুরস্কার হ'ল জান্নাতের নিশ্চয়তা। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওয়াদা অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির জন্য অবধারিত হয়ে যায়।

উপসংহার : পরিশেষে প্রিয় পাঠকদের প্রতি আন্তরিক আহ্বান, আমরা কি সত্যিই আল্লাহকে আমাদের রব হিসাবে, ইসলামকে আমাদের দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আমাদের নবী ও পথপ্রদর্শক হিসাবে পেয়ে অন্তর থেকে সন্তুষ্ট? নাকি আমরা পারিবারিক সূত্রে, সামাজিক রেওয়াজে কিংবা নিছক লৌকিকতার বশে এসব সত্য কেবল মুখে উচ্চারণ করে থাকি। অথচ জীবনের সিদ্ধান্ত, চিন্তা ও আচরণে তার প্রতিফলন খুব কমই দেখা যায়।

একবার আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করি, আমাদের ভালবাসা, ভয়, আশা ও নির্ভরতার কেন্দ্র কি সত্যিই আল্লাহ? আমাদের জীবন পরিচালনার মূলনীতি কি প্রকৃতপক্ষে ইসলাম? আর আমাদের চলার পথের একমাত্র আদর্শ কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত? আসুন, আল্লাহর বিধানকে, তাঁর প্রেরিত দ্বীন ইসলামকে এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিই। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র, সর্ব স্তরে যদি এই ঈমানের বাস্তবায়ন ঘটে, তবেই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত চিরসুখের জান্নাত আমাদের জন্য অবধারিত হবে। দয়াময় আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে অন্তর থেকে সত্যিকার অর্থে এই সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করেন, ঈমানকে আমাদের জীবনের চালিকাশক্তিতে পরিণত করেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকার শক্তি দান করেন।-আমীন!

[কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

৩২. তিরমিযী হা/২৬৭৪।

৩৩. বুখারী হা/১৬; মুসলিম হা/৪৩; মিশকাত হা/৮।

www.tawheederdak.com

জান্নাতের বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত দুনিয়ার ৪টি নদী

-আরাফাত যামান

ভূমিকা : মহিমান্বিত মে'রাজের সেই পুণ্যময় সফরে সিদরাতুল মুনতাহার পাদদেশ থেকে উৎসারিত চারটি রহস্যময় ঝর্ণাধারা অবলোকন করেছিলেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। যা আমাদের ঈমানী চেতনাকে এক অপার্থিব প্রশান্তি তে ভরিয়ে দেয়। জান্নাতের গভীরে প্রবহমান দু'টি অভ্যন্তরীণ নদী যেমন মুমিনদের জন্য অনন্ত সুখের আগাম বার্তা দেয়, তেমনি পৃথিবীর বুকে বহমান নীল ও ফোরাত নদী আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সৃষ্টির এই বিশাল ক্যানভাসে আমরা যা দেখি, তার শেকড় মিশে আছে রবের জান্নাতে। এছাড়া সাইহান ও জাইহানের মতো বরকতময় নদীগুলোর জান্নাতী পরিচয় আমাদের হৃদয়ে এই আকুলতাই জাগিয়ে তোলে যে, এই নশ্বর পৃথিবীর তৃষ্ণা মিটিয়ে আমাদের আসল গন্তব্য হ'ল সেই জান্নাতী ঝর্ণার পাশে, যেখানে কোনো অভাব নেই, নেই কোনো ক্লান্তি। নিম্নে জান্নাতের বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত ৪টি নদীর বর্ণনা দেওয়া হ'ল।-

হাদীছের ব্যাখ্যা : বুখারীতে আনাস বিন মালেক হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিদরাতুল মুনতাহার আলোচনাকালে বলেন, رُفِعْتُ إِلَى السِّدْرَةِ فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ، نَهَرَانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهَرَانِ بَاطِنَانِ، فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالْفُرَاتُ، وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ 'আমার সম্মুখে সিদরাতুল মুনতাহা তুলে ধরা হ'ল। তখন সেখানে চারটি নদী দেখলাম। দু'টি নদী হ'ল প্রকাশ্য। আর দু'টি নদী হ'ল অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য দু'টি হ'ল, নীল ও ফুরাত (পৃথিবীতে)। আর অপ্রকাশ্য দু'টি হ'ল, জান্নাতের দু'টি নদী।[1]

অন্যদিকে ছহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, سَيْحَانُ وجَيْحَانُ، والْفُرَاتُ والنِّيلُ كُلٌّ مِن أنْهارِ الْجَنَّةِ 'সায়হান (আমু দরিয়া) ও জায়হান (শির দরিয়া) এবং ফুরাত ও নীল সবগুলি জান্নাতের নদী'।[2]

ইবনু কাছীর (রহঃ) উক্ত হাদীছ দু'টির ব্যাখ্যায় আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে বলেন, 'সম্ভবত এর দ্বারা পরিচ্ছন্নতা, স্বাদ ও প্রবাহের ক্ষেত্রে এ নদীগুলো জান্নাতের নদ-নদীর সাথে সাদৃশ্য রাখে বলে বুঝানো হয়েছে। তার এই কথার ব্যাখ্যা স্বরূপ তিনি একটি হাদীছ উল্লেখ করেন। যেখানে আজওয়া খেজুরকে জান্নাতী ফল বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা পৃথিবীতে উৎপাদিত একটি ফল। একইভাবে এই নদীগুলো জান্নাতী নামকরণ করা হলেও পৃথিবীতেই এর উৎস মূল রয়েছে। আল্লাহু আ'লাম'।[3]

১. নীল নদ : নীল নদ, আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত। যা বিশ্বের দীর্ঘতম নদী। স্রোতের তীব্রতা, পানির স্বচ্ছতা এবং গতিপথের দৈর্ঘ্যের দিক থেকে গোটা পৃথিবীতে এটি অতুলনীয়। এর দু'টি উপনদী রয়েছে। শ্বেত নীল নদ ও নীলাভ নীল নদ। এর মধ্যে শ্বেত নীল নদ দীর্ঘতম। শ্বেত নীল নদ আফ্রিকার মধ্যভাগের ভিক্টোরিয়া হ্রদ অঞ্চল হ'তে উৎপন্ন হয়েছে। এটি তাঞ্জানিয়া, লেক ভিক্টোরিয়া, উগান্ডা ও দক্ষিণ সুদানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। নীলাভ নীল নদ ইথিওপিয়ার তানা হ্রদ হ'তে উৎপন্ন হয়ে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে সুদানে প্রবেশ করেছে। দুইটি উপনদী সুদানের রাজধানী খার্তুমের নিকটে মিলিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, মিশরে বসতি স্থাপনের জন্য নীল নদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নীল নদের আশেপাশের মাটি খুবই উর্বর। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ- 'তারা কি দেখেনা যে, আমরা শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি। অতঃপর তার মাধ্যমে শস্য উৎপাদন করি। যা থেকে ভক্ষণ করে তাদের গবাদিপশু ও তারা নিজেরা। এরপরেও কি তারা উপলব্ধি করবে না?' *(সাজদাহ ৩২/২৭)*।

নীল নদ বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইবনু কাছীর (রহঃ) আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া গ্রন্থে উল্লেখ করেন। আমর ইবনে 'আস যখন মিসর জয় করেন, তখন সেখানের অধিবাসীরা বলেন, 'সম্মানিত আমীর আমাদের নীল নদের একটি প্রথা আছে, যা পালন না করলে তা প্রবাহিত হয় না। আর সেই প্রথা হ'ল বু'না (প্রাচীন কিবতী ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ১০ম) মাসের ১২তারিখে এক কুমারী মেয়েকে সুসজ্জিত করে তাতে ফেলে দিতে হয়'। এই কথা শুনে তিনি তাদেরকে বলেন, إِنَّ هَذَا لَا يَكُونُ فِي الْإِسْلَامِ وَإِنَّ الْإِسْلَامَ يهدم ما قبله 'ইসলামে এই প্রথা চলবে না। কেননা নিশ্চয়ই ইসলাম তার পূর্বের সকল কুসংস্কারকে নির্মূল করে দেয়'।[4]

কিন্তু দীর্ঘ ৩মাস অপেক্ষা করেও নীল নদে পানি প্রবাহিত না হওয়ায় তিনি আমীরুল মু'মিনীন ওমর (রাঃ)-কে চিঠির মাধ্যমে তা জানান। এর জবাব ওমর (রাঃ) বলেন, 'তুমি যা

১. বুখারী হা/৫৬১০।
২. মুসলিম হা/২৮৩৯।
৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১/.৮২-৮৩ পৃ.।
৪. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, খ.১ পৃ. ৮৪ ।

করেছ ঠিক করেছ। আর তোমার নিকট আরেকটি চিঠি পাঠাচ্ছি তুমি তা নীল নদে ফেলে দিও'। সেই চিঠিতে লিখা ছিল, 'আমীরুল মু'মিনীন ওমর-এর পক্ষ থেকে মিসরের নীল নদের প্রতি। হামদ ও ছালাতের পর! যদি তুমি নিজ ক্ষমতায় প্রবাহিত হও, তাহ'লে তুমি প্রবাহিত হয়ো না। আর যদি তোমাকে পরাক্রমশালী এক অদ্বিতীয় আল্লাহ প্রবাহিত করে, তাহ'লে তার কাছেই আমাদের প্রার্থনা, যেন তিনি তোমাকে প্রবাহিত করেন'। এই চিঠি নীল নদে ফেলার পর শনিবার সকালেই তাতে পানি প্রবাহিত হওয়া শুরু হয় এবং এই কুসংস্কার চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

২. ফোরাত নদী : ফোরাত নদী বা ইউফ্রেটিস রিভার। যা ২,৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীটি তুরস্ক, সিরিয়া ও ইরাকের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। ক্বিয়ামতের কিছু বড় আলামত এই নদীর সাথে জড়িত। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُ– 'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না ফুরাত তার মধ্যস্থিত স্বর্ণের পাহাড় বের করে দেয়। লোকেরা এ নিয়ে যুদ্ধ করবে এবং একশ' জনের মধ্যে নিরানব্বই জন মৃত্যুবরণ করবে। তাদের সকলেই বলবে, আমার মনে হয় আমি জীবিত থাকব'।[৫]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে অপর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا 'নিকট ভবিষ্যতে ফোরাত নদী তার ভূগর্ভস্থ সোনার খনি বের করে দেবে। সে সময় যারা উপস্থিত থাকবে তারা যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে'।[৬]

এই হাদীছের ব্যাখ্যা হ'তে পারে (ক) নদীর স্থানে একটি পাহাড় উঠবে, যেখানে স্বর্ণেও খনি থাকবে। অথবা (খ) নদীর তলদেশে বিপুল পরিমাণের স্বর্ণের সন্ধান পাওয়া যাবে। সাম্প্রতিক সময় ফোরাত নদীর পানির স্তর উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, যা তুরস্ক, সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যে বাঁধ নির্মাণ ও পানির ব্যবহারের কারণেও হ'তে পারে। তবে নদীর স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশের আলামত এখনো পূর্ণরূপে দেখা যায়নি। ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেন, এই ঘটনা ইমাম মাহদীর আগমনের ঠিক পূর্বে সংঘটিত হবে'।[৭]

৩. তুরস্কের জায়হান নদী : জায়হান (Jayhan) নদীটি ভৌগোলিক এবং ধর্মীয় উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলামী ঐতিহ্যে একে জান্নাতের নদীগুলোর একটি হিসাবে গণ্য করা হয়। তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত তরাস পর্বতমালা (Taurus Mountains)-এর অন্তর্গত 'নুরহাক' পাহাড় থেকে এর উৎপত্তি। নদীটি তুরস্কের কাহরামানমারাস, ওসমানিয়ে এবং আদানা প্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে ভূমধ্যসাগরে মিলিত হয়। এটি প্রাচীনকাল থেকে একটি প্রাকৃতিক সীমানা এবং বিভিন্ন সভ্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসাবে পরিচিত ছিল। এটির আকারে প্রায় ফোরাতের সমান। একে 'আমু দারিয়া' নামেও ডাকা হয়। প্রাচীন গ্রীকরা একে 'অক্সাস' নামে ডাকত। প্রাচীনকালে 'জায়হান' নদীকে ইরান এবং তুরানের সীমানা হিসাবে বিবেচনা করা হ'ত। জায়হান নদীর প্রবাহ চেঙ্গিস খান এবং আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেটের পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত।

৪. তুরস্কের সায়হান নদী : সাইহান (Seyhan) নদীটিও জায়হান নদীর মতোই ভৌগোলিক ও ধর্মীয় দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যা 'শির দরিয়া' নামেও পরিচিত। এটি মধ্য এশিয়ার একটি নদী। তুরস্কের কেন্দ্রীয় আনাতোলিয়া অঞ্চলের তরাস পর্বতমালা (Taurus Mountains) থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যা প্রায় ৫৬০ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে ভূমধ্যসাগরে গিয়ে মিশে যায়। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান ইতিহাসে এই নদীটি 'সারুস' (Sarus) নামে পরিচিত ছিল।

উল্লেখ্য যে, বিংশ শতাব্দীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্ষমতাসীন শক্তিতে পরিণত হয়। ১৯৬০-এর দশকে তারা মরুভূমিতে তুলা চাষের জন্য এই দু'টি নদীর পানি সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে সরিয়ে নেয়। ফলে নদী থেকে পানি নেওয়ার জন্য হাযার হাযার মাইল দীর্ঘ খাল খনন করা হয়। এতে আরাল সাগরে পানির প্রবাহ বন্ধ হওয়ায় ৬৮,০০০ বর্গকিলোমিটার ব্যাপী পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম হ্রদটি বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত। এই সময়ের আগে নদীর পানি কৃষিকাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল, কিন্তু এত বিশাল আকারে নয়'।[৮]

উপসংহার : সিদরাতুল মুনতাহার পাদদেশ থেকে উৎসারিত এই চারটি নদী কেবল ভূ-প্রকৃতির অংশ নয়, বরং এগুলো স্রষ্টার অসীম কুদরত। এই নশ্বর পৃথিবীর যাবতীয় নে'মত মূলত সেই অবিনশ্বর জান্নাতেরই প্রতিচ্ছবি। এই জান্নাতী নদীগুলোর প্রবাহ দেখে একজন মুমিনের সেই চিরস্থায়ী জান্নাতের প্রত্যাশায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যেখানে রয়েছে অনাবিল প্রশান্তি এবং অফুরন্ত রিযিক। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই জান্নাতী ঝর্ণাধারার পাশে সমবেত হওয়ার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

[কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

৫. মুসলিম হা/২৮৯৪।
৬. বুখারী হা/৭১১৯।
৭. ফাতহুল বারী, ১৩/৯৬ পৃ.।
৮. উইকিপিডিয়া।

www.tawheederdak.com

ChatGPT-এর মাধ্যমে লিলি জে-র ইসলাম গ্রহণ

[আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অভিনেত্রী ও গায়িকা হিসাবে পরিচিত লিলি জে (৩২) অস্ট্রেলিয়ার গোল্ড কোস্টে ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইউনিটি কলেজ থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। ২০২৪ সালের শেষের দিকে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইনস্ট্রাগ্রামে তার ২.৩ মিলিয়ন ফলোয়ার রয়েছে। বর্তমানে তিনি Lily Jay Foundation: (www.lilyjayfoundation.com)-এর মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে দাতব্য কাজ পরিচালনা করছেন। তিনি তার ইউটিউব এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ইসলামী জীবনধারা প্রচার করছেন। বিশেষ করে অমুসলিমদের ইসলামের প্রতি আগ্রহী করতে তিনি বিভিন্ন শিক্ষণীয় ভিডিও তৈরি করেন। তার 'ChatGPT and Islam' এবং 'Jesus in Islam' সংক্রান্ত ভিডিওগুলো এখনও অত্যন্ত জনপ্রিয়।]

শান্তির ধর্ম ইসলামের টানে মুগ্ধ হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত অভিনেত্রী, গায়িকা এবং ইউটিউবার লিলি জে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তবে তার এই আধ্যাত্মিক যাত্রার সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক হ'ল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্ল্যাটফর্ম চ্যাটজিপিটি (ChatGPT)-এর সাথে তার কথোপকথন। প্রযুক্তির যুক্তি আর ইসলামের সত্যতার মেলবন্ধনে লিলি জে-এর এই রূপান্তর এখন বিশ্বজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।

চ্যাটজিপিটির সাথে সেই ভাইরাল কথোপকথন : লিলি জে কৌতূহলবশত চ্যাটজিপিটিকে ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের পার্থক্য, পবিত্র কুরআনের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা এবং বিশ্বের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। এআই-এর উত্তরগুলো ছিল সোজাসাপ্টা ও যুক্তিপূর্ণ।

চ্যাটজিপিটি কুরআনকে বিশ্বের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বই হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসলাম নাকি খ্রিস্টধর্ম কোনটি সঠিক? এই প্রশ্নে এআই ইসলামের সত্যতার পক্ষে প্রমাণ তুলে ধরে। অর্থপূর্ণ জীবনের জন্য চ্যাটজিপিটি তাকে আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস ও ইসলামের পথ বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেয়।

লিলি আরও কিছু সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, ১৪০০ বছর আগের একটি বই কীভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের কথা বলতে পারে? চ্যাটজিপিটি তখন ভ্রূণতত্ত্ব, পর্বতের ভূ-তাত্ত্বিক ভূমিকা এবং সমুদ্রের পানি বিভাজনের মতো কুরআনিক আয়াতগুলো রেফারেন্সসহ তুলে ধরে। এটি লিলিকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়।

খৃস্টান পরিবারে বড় হওয়া লিলি জিজ্ঞেস করেছিলেন, যিশু কি ঈশ্বর নাকি নবী? চ্যাটজিপিটি বাইবেল এবং কুরআন উভয় শাস্ত্রের তুলনা করে ইসলামের তাওহীদ (একত্ববাদ) এবং ঈসা (আ.)-কে একজন সম্মানিত নবী হিসাবে উপস্থাপনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে।

লিলি যখন প্রশ্ন করেন, চ্যাটজিপিটি যদি মানুষ হ'ত তবে ইসলাম গ্রহণ করত কি না। উত্তর আসে, হ্যাঁ। কারণ প্রমাণগুলো ইসলামের সত্যতাকেই সমর্থন করে।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি যখন হিজাব পরা শুরু করেন, তখন তিনি একে 'নারীর স্বাধীনতা ও সুরক্ষা' হিসাবে বর্ণনা করেন। পশ্চিমা মিডিয়াতে হিজাব বা মুসলিম নারীদের নিয়ে যে নেতিবাচক ধারণা রয়েছে, তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তা খণ্ডন করেন। তিনি বলেন যে, হিজাব তাকে কেবল শালীনতাই দেয়নি। বরং তাকে একজন মানুষ হিসাবে অনেক বেশি আত্মমর্যাদাশীল করেছে।

পশ্চিমাদের ইসলামভীতির কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেন, মদ, জুয়া, সূদ এবং অবৈধ সম্পর্কের মতো বিষয়গুলো ইসলামে নিষিদ্ধ। যেহেতু পশ্চিমা সমাজ এগুলো ছাড়া চলতে পারে না, তাই তারা ইসলামের সাথে সহাবস্থান করতে ভয় পায়।

লিলি জে-এর কিছু আলোচিত উক্তি : তার ইসলাম গ্রহণের প্রক্রিয়া চলাকালীন তিনি বেশ কিছু স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন যা ভাইরাল হয়। 'আমি নাস্তিক ছিলাম, কারণ আমি কোনো ধর্মে যুক্তি খুঁজে পাইনি। কিন্তু যখন আমি নিরপেক্ষভাবে ইসলামের দলীলগুলো দেখে বুঝতে পারলাম, এটি কোনো অন্ধ বিশ্বাস নয়। বরং এটিই একমাত্র যৌক্তিক জীবনবিধান'।

আরেকটি পোস্টে তিনি পশ্চিমা সংস্কৃতির সমালোচনা করে লিখেন, আমরা স্বাধীনতা বলতে নগ্নতা আর বিশৃংখলাকে বুঝি। কিন্তু ইসলামে আমি দেখেছি সত্যিকারের মানসিক শান্তি এবং আত্মমর্যাদার সংজ্ঞা। পর্দা বা হিজাব কোনো বন্দিত্ব নয়। বরং এটি একজন নারীর ব্যক্তিগত সম্মানের দুর্গ'।

ইসলাম গ্রহণের পর লিলি জে বারবার একটি শব্দের ওপর জোর দিয়েছেন Peace (শান্তি)। তিনি তাঁর ভিডিওগুলোতে উল্লেখ করেছেন যে, গ্ল্যামার জগত, গান এবং নাচের ক্যারিয়ারে অনেক খ্যাতি ও অর্থ থাকলেও তাঁর মনে এক ধরণের শূন্যতা ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সেই শূন্যতা পূরণ হতে অনুভব করেন এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুঁজে পান।

সূরা ফাতিহা পাঠের সেই মুহূর্ত : লিলি জে যখন প্রথমবার সূরা ফাতিহা পাঠের ভিডিও আপলোড করেন, তখন তিনি ক্যাপশনে লিখেছিলেন, আমি যখন এই আয়াতগুলো পড়ি, আমার মনে হয় আমি আমার সৃষ্টিকর্তার সাথে সরাসরি কথা বলছি। এই শান্তি আমি আগে কখনও অনুভব করিনি'।

ভক্তদের প্রতিক্রিয়ায় লিলির জবাব : তার লক্ষ লক্ষ অনুসারীর মধ্যে অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। জনৈক ভক্তের প্রশ্নের জবাবে লিলি বলেছিলেন, মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি কেন সব ছেড়ে দিচ্ছি। আমি বলি, আমি কিছুই ছাড়ছি না। বরং আমি যা হারিয়েছিলাম (সত্য) তা খুঁজে পেয়েছি। মদ বা জুয়া ছাড়া জীবন কাটানো ত্যাগের কাজ নয়। বরং এটি একটি সুস্থ জীবনের শুরু'।

লিলি জে-এর এই রূপান্তরটি বর্তমান বিশ্বের তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি বড় বার্তা। প্রযুক্তির চরম শিখরে থেকেও মানুষ যখন তার আত্মার খোরাক খুঁজে পায় না, তখন ইসলামের শ্বাশত বাণীই তাকে শান্তির পথ দেখায়। লিলি জে এখন তার প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ইসলামের সৌন্দর্য প্রচার করছেন।

[তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট]

প্রতারক থেকে সাবধান!

এক প্রতারক ও তার স্ত্রী একটি শহরে প্রবেশ করল। শহরের লোকেরা ছিল সহজ-সরল বিশ্বাসের অধিকারী। অনেকটা বোকা ধরনের। প্রতারক ও তার স্ত্রী শহরের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা ও জালিয়াতির সিদ্ধান্ত নিল।

প্রথম দিন প্রতারক একটি গাধা কিনল। সে জোর করে গাধার মুখে সোনার মুদ্রা ভরে দিল। তারপর গাধাটিকে বাজারে নিয়ে গেল। গাধার চারপাশে যখন কিছু লোক জড়ো হ'ল, সে গাধাটির পিঠে একটি আঘাত করল। গাধা ডেকে উঠতেই তার মুখ থেকে মুদ্রাগুলো পড়ে যেতে লাগল। সে বলল, গাধাটি যখনই ডাকে, তখনই তার মুখ থেকে সোনার মুদ্রা ঝরে পড়ে। লোকজন বিস্মিত হ'ল এবং কোনো কিছু না ভেবেই গাধাটি কিনতে আগ্রহী হ'ল। অবশেষে শহরের এক বড় ব্যবসায়ী চড়া দামে গাধাটি কিনে নিল।

বাড়ি ফেরার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ব্যবসায়ী বুঝতে পারল, সে এক প্রতারণার শিকার হয়েছে। তখন সে শহরের লোকদের নিয়ে প্রতারকের বাড়িতে গেল। দরজায় কড়া নাড়লে তার স্ত্রী জানাল, সে ঘরে নেই। তবে কুকুরটিকে পাঠালে সে তাকে ডেকে নিয়ে আসবে। সে কুকুরটিকে ছেড়ে দিল। কুকুরটি দৌড়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর প্রতারক ফিরে এলো। সঙ্গে আগের কুকুরটির মতোই দেখতে একটি কুকুর। লোকেরা কুকুরের চতুরতায় মুগ্ধ হ'ল। তারা কেন এসেছিল তা ভুলে গেল এবং কুকুরটি কেনার জন্য দর কষাকষি শুরু করল। অনেক দরদামের পর একজন মোটা দামে কুকুরটি কিনে নিল। বাড়ি গিয়ে সে তার স্ত্রীকে বলল, আমি বাইরে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর কুকুরটিকে ছেড়ে দিও, সে আমাকে ডেকে নিয়ে আসবে। কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার পর কুকুরটি আর ফিরে এলো না।

ব্যবসায়ীরা বুঝল তারা আবার প্রতারিত হয়েছে। তারা প্রতারকের বাড়িতে ঢুকে পড়ল। সেখানে শুধু তার স্ত্রী ছিল। তারা বসে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সে ফিরে এসে স্ত্রীকে বলল, এত সম্মানিত অতিথিদের তুমি আপ্যায়ন করোনি? স্ত্রী বলল, তোমার অতিথিদের তুমি আপ্যায়ন করো। এতে প্রতারক ভীষণ রেগে গেল। সে পকেট থেকে একটি ভুয়া ছুরি বের করল, যার ফলাটি হাতলের ভেতরে ঢুকে যায়। সে ছুরি দিয়ে স্ত্রীর বুকে আঘাত করল। সেখানে লাল রঙে ভরা একটি বেলুন রাখা ছিল। রঙ রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হ'ল। সাথে সাথে স্ত্রীও মৃতের ভান করল।

লোকেরা তাকে দোষারোপ করতে লাগল। সে বলল, চিন্তা করবেন না। আমি তাকে বহুবার হত্যা করেছি, আবার জীবিতও করেছি। সঙ্গে সঙ্গে সে পকেট থেকে একটি বাঁশি বের করল এবং বাজাতে লাগল। কিছুক্ষণ পর তার স্ত্রী উঠে দাঁড়াল, যেন আগের চেয়ে আরও বেশি প্রাণবন্ত। সে অতিথিদের জন্য কফি বানাতে চলে গেল।

লোকেরা আবার কেন এসেছিল তা ভুলে গেল। তারা বাঁশিটি কেনার জন্য দর কষাকষি শুরু করল। মোটা দামে বাঁশিটি বিক্রি হ'ল। যে ব্যক্তি এটি কিনেছিল, সে বাড়ি গিয়ে নিজের স্ত্রীকে আঘাত করল এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁশি বাজাল। কিন্তু স্ত্রী আর জেগে উঠল না। সকালে অন্য ব্যবসায়ীরা তাকে জিজ্ঞেস করলে, সে ভয়ে সত্য বলতে পারল না। সে বলল, বাঁশি কাজ করে এবং সে স্ত্রীকে জীবিত করেছে। ব্যবসায়ীরা বাঁশিটি ধার নিল এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ স্ত্রীকে হত্যা করল।

যখন ব্যবসায়ীদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল, তারা প্রতারককে ধরে একটি বস্তায় ভরে সমুদ্রে ফেলে দিতে নিয়ে গেল। পথে ক্লান্ত হয়ে তারা বিশ্রাম নিতে বসে ঘুমিয়ে পড়ল। বস্তার ভেতর থেকে প্রতারক চিৎকার করতে লাগল। এক রাখাল এসে তাকে বের করল এবং জিজ্ঞেস করল, কেন সে বস্তায় বন্দী। প্রতারক বলল, তারা তাকে এলাকার প্রধান ব্যবসায়ীর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়, কিন্তু সে কোনো ধনী ব্যক্তির মেয়েকে বিয়ে করতে চায় না। সে রাখালকে ফাঁদে ফেলল। রাখাল লোভে পড়ে তার জায়গায় বস্তায় ঢুকে গেল। প্রতারক তার ভেড়াগুলো নিয়ে শহরে ফিরে আসলো।

ব্যবসায়ীরা জেগে উঠে বস্তাটি সমুদ্রে ফেলে দিল এবং স্বস্তিতে শহরে ফিরল। কিন্তু দেখল, প্রতারক সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে একপাল ভেড়া! তারা জিজ্ঞেস করলে সে বলল, সমুদ্রে ফেলার পর এক পরী তাকে উদ্ধার করেছে। তাকে কিছু সোনার মোহর ও একপাল ভেড়া দিয়েছে। আর পরী তাকে বলেছে, যদি তাকে তীর থেকে আরও দূরে ফেলা হ'ত, তবে তার ধনী বোন তাকে হাযার হাযার ভেড়া ও বস্তা ভর্তি সোনার মোহর দিত।

প্রতারকের চাটুকারিতাপূর্ণ কথাবার্তা শুনে শহরের ব্যবসায়ীরা সবাই সমুদ্রে ঝাঁপ দিল (নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনল)। পুরো শহর তখন প্রতারকের মালিকানায় চলে গেল। এভাবে শহরের প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা শহরের নিয়ন্ত্রণ হারালো; এমনকি জীবনও হারালো।

শিক্ষা : এরূপ অনেক প্রতারক ধর্মীয় নেতার বেশে বা রাজনৈতিক মুখোশের আড়ালে, টুপি-পাঞ্জাবি পরিহিত বা কোর্ট-প্যান্ট পরিহিত আমাদের চারপাশে বিদ্যমান। দৃষ্টিনন্দন সাজ-সজ্জায় বা চাতুর্যপূর্ণ বাকপটুতায় তারা আমাদের বারবার ধোঁকা দিয়ে যায়। এইসব প্রতারকদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বারবার যাচাই-বাছাই করতে হবে, যেন কোনো প্রতারক বা ছলনাকারীর ছলনার শিকার না হতে হয়।

মূল : মুহসিন জব্বার; অনুবাদ : নাজমুন নাঈম
[সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাবি শাখা]

এক পথহারা বাবার তওবা

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জীবনে হয়তো এমন একটা ক্ষণ আসে, যখন আল্লাহ তা'আলা তাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, সে কতটা অন্ধ ও কতটা পথভ্রষ্ট। আমার জীবনেও সেই অমোঘ মুহূর্তটি এসেছিল। তবে তা কোনো বজ্রপাত কিংবা মহা প্রলয় হয়ে নয়; এসেছিল আমার কলিজার টুকরো আমার পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়েটির নিষ্পাপ শাসন আর পাহাড়সম চারিত্রিক দৃঢ়তার মধ্য দিয়ে। কিন্তু আমার ঘরে যে এক টুকরো জান্নাত ছিল, তার খবর আমি রাখতাম না।

আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা চাকচিক্য আর মিথ্যা আভিজাত্যের মোহে পড়ে ভুলেই যান জীবনের আসল উদ্দেশ্য, কে তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং কেন তিনি সৃষ্ট? আমি ছিলাম তেমনই একজন।

ঢাকার এই ব্যস্ত শহরে আমার একটা পরিচয় ছিল। আমার প্রচুর টাকা ছিল। আর ছিল একদল তথাকথিত 'বন্ধু'। ইট-পাথরের কৃত্রিম জৌলুস আর নিয়ন আলোর নিচে আমি ছিলাম এক অন্ধকার পথের পথিক। টাকা, আভিজাত্য আর পাপাচারই ছিল আমার জগৎ।

আমার দিন শুরু হ'ত দুপুরের কিছু পূর্বে। আর রাতের সিংহভাগ সময় কাটত ক্লাব, ডিজে পার্টি কিংবা কোনো অন্ধকার আড্ডায়। টানা সাতটি বছর আমি আযানের ধ্বনি শুনেছি মাত্র। কিন্তু সেই পবিত্র সুর আমার পচে যাওয়া কলিজায় কোনো আঘাত হানতে পারেনি। কারণ আযানের ধ্বনি কানে ভাসতেই আমি গানের ভলিউম বাড়িয়ে দিতাম, যেন আমার ভেতরের জেগে থাকা শয়তানটি অস্বস্তি বোধ না করে।

আমার স্ত্রী, যার নাম শুনলে আজও আমার চোখ ভিজে ওঠে। যে ছিল অত্যন্ত পর্দানশীন এবং আল্লাহ্র ওপর দৃঢ় বিশ্বাসী এক মহিয়সী নারী। সে দিনের পর দিন জায়নামাযে বসে আমার জন্য চোখের পানি ফেলত। আমি যখন গভীর রাতে মাতাল হয়ে ঘরে ফিরতাম, তখন সে আমায় গালি দেয়নি। বরং পরম মমতায় আমার নোংরা কাপড় বদলে দিত। আমি তার সেই অসীম ধৈর্যকে দুর্বলতা মনে করতাম। তাকে অবজ্ঞা করতাম, অপমান করতাম। কিন্তু সে শুধু কাঁদত আর বলত, 'তুমি কার কাছে যাবে জানি না, তবে একদিন তোমার রবের কাছে তোমাকে ফিরতেই হবে'।

আমার পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে, 'মারিয়াম'। তার ডাগর ডাগর চোখগুলোর দিকে তাকালে আমি মাঝেমধ্যে কুঁকড়ে যেতাম। পাপী মানুষেরা বোধহয় পবিত্রতার তীব্র ছোঁয়া সইতে পারে না। তাই আমি সন্তর্পণে নিজেকে ওর থেকে দূরে সরিয়ে রাখতাম।

ফেব্রুয়ারীর এক হাড় কাঁপানো শীতের রাত। তখন প্রায় ৩-টা বাজে। ঢাকার আকাশ তখন কুয়াশাচ্ছন্ন আর নিস্তব্ধ। আমি বন্ধুদের সাথে নরক গুলজার সেরে বাসায় ফিরলাম। ঘরে ঢুকে দেখলাম, স্ত্রী আর মেয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। শয়তান তখনও আমার ওপর সওয়ার হয়ে আছে। আমি পাশের রুমে গিয়ে মোবাইলে ভিডিও দেখতে শুরু করলাম। তখন রাতের সেই শেষ প্রহর, যখন মহান আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, কে আছো আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আমি তার প্রার্থনা কবুল করব? কে আছো আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব? কে আছো আমার কাছে কিছু চাইবে, আমি তাকে দান করব? *(বুখারী হা/১১৪৫)*।

ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ অস্ফুট এক শব্দে দরজার দিকে তাকালাম। তাকিয়ে দেখি ছোট্ট মারিয়াম দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে একটা উলের সোয়েটার, উসকো-খুসকো চুল। কিন্তু তার দৃষ্টি প্রখর! সেই পাঁচ বছরের শিশুর চোখে আমি বাবার প্রতি কোনো মমতা দেখলাম না। দেখলাম এক প্রচণ্ড অবজ্ঞা আর তীব্র ঘৃণা। ও গুটি গুটি পায়ে আমার কাছে আসল। তার ছোট্ট আঙুলটা আমার দিকে তুলে সেই চিরচেনা ভাষায় বলল, আব্বু! তুমি কি জানো আল্লাহ এখন ওপর থেকে দেখছেন? তোমার কি একটুও লজ্জা লাগে না? ছিঃ! আমি ভাবতাম তুমি আমার মডেল, কিন্তু তুমি তো অনেক পচা কাজ করো! আব্বু, আল্লাহকে একটু ভয় করো, আল্লাহ সব দেখছেন...'

পাঁচ বছরের এক শিশুর মাঝে সেদিন আমি এক অসীম ব্যক্তিত্ব দেখতে পেলাম। তার কণ্ঠে কোনো রাগ ছিল না। ছিল এক অদ্ভুত করুণা। এরপর সে রুম থেকে যাওয়ার সময় তিনবার বলল, বাবা! তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। আল্লাহকে ভয় কর'! তারপর সে গুমরে কেঁদে উঠে দরজাটা বন্ধ করে চলে গেল। কোনো গালি নয়, কোনো চিৎকার নয়; কেবল এক স্বর্গীয় সতর্কবাণী।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ভিডিও বন্ধ করে দিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম। আমার মনে হ'ল পৃথিবীর মাটি ফেটে যাচ্ছে, আর আমি অতলে তলিয়ে যাচ্ছি। তার কথাগুলো কানে বাজছিল এবং আমাকে ভেতর থেকে মেরে ফেলছিল। আমি তার পিছু পিছু গিয়ে দেখলাম, সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। আমি পাগলের মতো হয়ে গেলাম। এর কিছুক্ষণ পরেই রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে পাশের মসজিদ থেকে মুয়ায্যিনের আযান ভেসে এল, *'আছ্ছালাতু খায়রুম মিনান*

নাউম' (ঘুমের চেয়ে ছালাত উত্তম)। মনে হ'ল, আযানটা যেন আজ অন্য কারো জন্য নয়, কেবলমাত্র আমার জন্য।

আমি কাঁপতে কাঁপতে বাথরুমে গেলাম। দীর্ঘ দিন পর আমি ওযূ করলাম। ট্যাপের ঠাণ্ডা পানি যখন আমার মুখে লাগল, মনে হ'ল আমার পাপের উত্তাপ একটু কমছে। আমি মসজিদে গিয়ে জামা'আতের পেছনের কাতারে দাঁড়ালাম। ইমাম ছাহেব যখন সূরা তেলাওয়াত করছিলেন, আমার পুরো শরীর থরথর করে কাঁপছিল। যখন তিনি সিজদায় গেলেন, আমিও তখন সিজদায় মাথা অবনমিত করলাম। আর সাথে সাথে আমার মনে হ'ল এই তো আমার আসল জায়গা! দীর্ঘ সাত বছর পর আমি আমার মালিকের নিকট আশ্রয় পেলাম। আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। আমার দীর্ঘ দিনের জমে থাকা সব ময়লা চোখের পানিতে যেন বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি আমার হৃদয়ের প্রকৃত প্রশান্তি খুঁজে পেলাম।

আমি শুধু বলছিলাম, প্রভু! তুমি কি আমায় মাফ করবে? তুমি কি আমায় তোমার পথে ফিরিয়ে নেবে? সিজদাহ থেকে যখন মাথা তুললাম, মনে হ'ল আমার পাহাড়সম পাপের বোঝা কেউ এক নিমিষেই নামিয়ে নিয়েছে। আমার বুকটা হালকা হয়ে গেল।

সকালে অফিসে গেলাম। বসের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। তিনি আমাকে দেখে অবাক হ'লেন। কারণ আমি কোনোদিন বেলা ১২-টার আগে অফিসে আসতাম না। আমি যখন তাকে সব খুলে বললাম, তিনি আমার হাত ধরে বললেন, ভাই! আপনি সৌভাগ্যবান। আপনার মেয়ে আপনার জন্য জান্নাতের ডাক নিয়ে এসেছিল।

আমি আর কাজে মন দিতে পারলাম না। আমার মনটা ছটফট করছিল মারিয়ামকে দেখার জন্য। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাফ চাইতে ইচ্ছা করছিল। দুপুর নাগাদ আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বাসার দিকে রওনা হ'লাম। যাওয়ার পথে মারিয়ামের প্রিয় চকলেট আর কিছু প্রিয় খাবার কিনলাম। ভাবলাম, আজ থেকে আমি এক নতুন বাবা। ওর সব আবদার পূরণ করব।

বাসার সামনে আসতেই দেখলাম মানুষের জটলা। আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন থমকে গেল। ভেতর থেকে কান্নার রোল ভেসে আসছে। আমি দৌড়ে ভেতরে গেলাম। দেখলাম, বিছানায় আমার মারিয়াম শুয়ে আছে শান্ত, নিথর। ডাক্তার এসে বললেন, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট।

যে মেয়েটি কয়েক ঘণ্টা আগে আমাকে জাহান্নাম থেকে টেনে তুলল, সে নিজেই জান্নাতে পাড়ি জমাল? আমি ওর নিথর দেহটা জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বললাম, মারিয়াম! কথা বল মা! দেখো তোমার আব্বু আজ ছালাত পড়ে এসেছে। তোমার আব্বু আর পচা কাজ করবে না। কথা বল মা! কিন্তু মারিয়াম আর কথা বলেনি। ও শুধু আমার জীবনটা বদলে দিয়ে চিরদিনের জন্য পরপারে পাড়ি দিয়েছে।

আমি নিজের হাতে মারিয়ামকে গোসল করালাম। কাফনের কাপড় পরিয়ে দিলাম। শেষবারের মতো যখন ওর মুখটা দেখলাম, মনে হ'ল ও যেন আমাকে বলছে, আব্বু, আমি তোমায় রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি, এখন বাকি পথটা তোমাকে একা চলতে হবে।

নিথর দেহে সাদা কাফনে মোড়ানো লাশের খাটিয়া আমি নিজ কাঁধে বহন করে কবরস্থানে পৌঁছালাম। নিজ হাতে আমার হেদায়াতের অসীলাটিকে কবরে শুইয়ে দিলাম। অন্ধকার মাটির গর্তে ওকে নামিয়ে দেওয়ার সময় আমার মনে হ'ল আমি আমার মেয়েকে দাফন করছি না, বরং আমি আমার পচে যাওয়া অতীতকে দাফন করছি। ও ছিল সেই মোমবাতি, যে নিজে জ্বলে আমাকে অন্ধকার ঘর থেকে বের করে দিয়ে নিজে নিভে গেছে।

আমার মারিয়াম হয়তো আজ নেই, কিন্তু ও আমার হৃদয়ে যে নূর জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে, তা আমায় প্রতিদিন সিজদার দিকে টেনে নিয়ে যায়। আমার ঘরে এখন কুরআনের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়। আমি জানি, আল্লাহ আমাকে মাফ করেছেন বলেই আমাকে সিজদাহ করার তাওফীক দিয়েছেন। আমি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করি, তিনি যেন এই মেয়েটিকে আমার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে ঢাল বানিয়ে দেন এবং আমার ধৈর্যশীল স্ত্রীকে উত্তম প্রতিদান দান করেন।

শিক্ষা : আপনার জীবন যতই অন্ধকারে ডুবে থাকুক না কেন, মনে রাখবেন, হেদায়াতের জন্য বিশাল কোনো অলৌকিক ঘটনার প্রয়োজন নেই। মাঝেমধ্যে আপনারই কোন আপনজনের একটা তুচ্ছ কথাই হ'তে পারে আপনার জীবনের মোড় ঘোরানোর অসীলা। আল্লাহ আপনাকে সুযোগ দেবেন। কিন্তু সেই সুযোগটা ধরার দায়িত্ব আপনার। পাপের গর্তে ডুবে থাকলেও হতাশ হবেন না। কারণ স্রষ্টার রহমত আপনার পাপের সাগরের চেয়েও বড়। পাপের সাগরে ডুবে যাওয়ার আগে একবার সিজদায় লুটিয়ে পড়ুন। সেই এক মুহূর্তের কান্না আপনার পুরো পাপের জগৎ থামিয়ে দিতে পারে।

আপনি হয়তো ভাবছেন আরও সময় আছে, পরে তওবা করবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, মালাকুল মাউত আপনার দরজায় কড়া নাড়ার আগে আপনাকে হেদায়াতের সুযোগ দিবে না। আল্লাহ আপনাকে সর্বদা সুযোগ দিচ্ছেন আপনার বন্ধুদের মাধ্যমে, আপনার প্রিয়জনদের মাধ্যমে বা যে কোন অচেনা উপদেশদাতার মাধ্যমে। সেই সুযোগটা হেলায় হারাবেন না। আর আপনার চারপাশের মানুষগুলোকে অবহেলা করবেন না, হয়তো তাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আপনার জান্নাতের চাবিকাঠি।

[সংকলিত ও পারিমার্জিত]

সংগঠন সংবাদ

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও বাৎসরিক অডিট

১. খুলনা, ২৩শে জানুয়ারী, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর মোহাম্মাদীয়া জামে মসজিদ কমপ্লেক্সের (২য় তলায়) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যেলা অফিসে এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। গত ১৬ই জানুয়ারী 'যুবসংঘ' যেলা কর্তৃক ৫টি বিষয়ের উপর 'গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা-২৬' অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ৮টি কেন্দ্রে ৩টি ক্যাটাগরিতে ১৫১ অংশগ্রহণ করে। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আরাফাত যামান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুন নাসাব।

অতঃপর পরদিন শনিবার সকাল ১১-টায় যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে যেলা কার্যালয়ে বাৎসরিক অডিট অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি আল-আমীনের সভাপতিত্বে উক্ত অডিটে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আরাফাত যামান।

২. ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, ৩০শে জানুয়ারী, সোমবার : অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে ময়মনসিংহ-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে যেলা কার্যালয়ে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও বাৎসরিক অডিট অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর যেলা সভাপতি হাফেয এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ আব্দুন নূর। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা শেষে বাৎসরিক অডিট সম্পন্ন হয়।

৩. চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ১৯শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর থেকে দারুস সুন্নাহ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে বাৎসরিক অডিট অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ' যেলা সভাপতি ছালেহ সুলতানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অডিটে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও নওগাঁ যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান।

প্রশিক্ষণ

পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম, ১৬ই জানুয়ারী ২০২৬, শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টা থেকে 'যুবসংঘ' চট্টগ্রাম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ শেখ সাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ আব্দুর নূর। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জসিম উদ্দীনসহ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর অন্যান্য দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ।

মাসিক তাবলীগী ইজতেমা

শ্রীপুর, গাযীপুর, ২৯শে জানুয়ারী, শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'যুবসংঘ' গাযীপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার শ্রীপুর উপযেলার উদ্যোগে ১৪তম মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জুয়েলের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ আব্দুন নূর। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ' যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সাইদুল হক, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ শাহীন শেখ, সোহাদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ। এছাড়া উক্ত ইজতেমায় বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল সুধীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনা সভা

১. জয়পুরহাট, ১০ই জানুয়ারী, শনিবার : অদ্য বাদ আছর হ'তে এশা পর্যন্ত কোমরগ্রাম চারমাথা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক ইসলামী হালাকা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত হালাকায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শায়েখ শরীফুল ইসলাম মাদানী। বিশেষ আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

২. ঢাকা ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০২৬, বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর ঢাকার বাংলা কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় 'প্রোডাক্টিভ রামাযান' শীর্ষক এক আলোচনা সভা। 'যুবসংঘ' বাংলা কলেজ শাখার আহ্বায়ক মুহাইমিনুল হক রওনকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক এবং 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ মুহাম্মাদ রাক্বীবুল ইসলাম।

সেমিনার

০৭ই ফেব্রুয়ারী ২০২৬, শনিবার : অদ্য বেলা ৩-টা হ'তে 'যুবসংঘ' ঢাকা কলেজের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় ইসলামী রাজনীতি ও নেতৃত্ব সচেতন তরুণদের জন্য বিশেষ সেমিনার। 'যুবসংঘ' ঢাকা কলেজ সভাপতি মুকাররম হোসেন মুন্নার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শায়খ শরীফুল ইসলাম মাদানী। এছাড়াও উক্ত সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র ঢাকা যেলার অর্থ সম্পাদক শরীফুল আলম দীপু, 'আন্দোলনে'র ঢাকা যেলার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তাসলীম সরকার, পেশাজীবীর ঢাকা যেলার তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ হাফিয, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক এবং ঢাবি সভাপতি মুহাম্মাদ আকরাম হোসেন প্রমুখ।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : সারিইয়া যাতু আত্বলাহ কত হিজরীতে হয়েছিল?
উত্তর : ৮ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে।

২. প্রশ্ন : ইরাকবাসীদের জন্য হজ্জের মীক্বাত কোথায়?
উত্তর : যাতু ইরক্ব।

৩. প্রশ্ন : যাতু ইরক্ব মক্কা থেকে কতদূরে অবস্থিত?
উত্তর : মক্কা থেকে উত্তরে ৯৪ কি. মি. দূরে অবস্থিত।

৪. প্রশ্ন : ওমরাতুল ক্বাযা থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় কত মাস অবস্থান করেন?
উত্তর : চার মাস।

৫. প্রশ্ন : মূতার যুদ্ধ কত হিজরীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উত্তর : ৮ম হিজরীর জুমাদাল ঊলা মাসে।

৬. প্রশ্ন : মূতার যুদ্ধে কত জন সেনাপতি নির্ধারণ করা হয়?
উত্তর : তিন জন।

৭. প্রশ্ন : মূতার যুদ্ধে রাসূল কর্তক নির্ধারিত সেনাপতিদের নাম কি?
উত্তর : যায়েদ বিন হারেছাহ, জা'ফর বিন আবু ত্বালেব এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা।

৮. প্রশ্ন : মূতার যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য কত ছিল?
উত্তর : ৩০০০ হাযার।

৯. প্রশ্ন : মূতার যুদ্ধে শত্রুদের সৈন্য কত ছিল?
উত্তর : ২ লাখ।

১০. প্রশ্ন : মূতার যুদ্ধে শত্রুদের সেনাপতি কে ছিল?
উত্তর : বুছরার রোমক গবর্ণর শুরাহবীল বিন 'আমর আল-গাসসানী।

১১. প্রশ্ন : মূতার যুদ্ধে সর্বশেষ সেনাপতি কে ছিলেন?
উত্তর : খালেদ বিন অলীদ (রাঃ)।

১২. প্রশ্ন : মুসলিম বাহিনী শামের কোন অঞ্চলে অবতরণ করেছিলেন?
উত্তর : মা'আন (مُعَانْ) অঞ্চলে।

১৩. প্রশ্ন : এ যুদ্ধে রোম সম্রাট কোথায় অবস্থান নিয়েছিল?
উত্তর : শামের বালক্বা অঞ্চলের মাআবে।

১৪. প্রশ্ন : যুদ্ধ প্রাক্কালে কোন ছাহাবী ওজস্বিনী ভাষায় বক্তব্য দিয়েছিলেন?
উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ)।

১৫. প্রশ্ন : আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা কত লাইন কবিতা পড়েন?
উত্তর : ৮ লাইন।

১৬. প্রশ্ন : জা'ফর বিন আবু ত্বালিবের ঘোড়ার নাম কি?
উত্তর : শাক্বরা (شُقْرَاء)।

কুইজ

১. প্রশ্ন : জান্নাত অপরিহার্যে ৩টি সন্তুষ্টি কি কি?
উত্তর:..
.... ।

২. প্রশ্ন : জান্নাতে কতটি মর্যাদার স্তর রয়েছে?
উত্তর : .... ।

৩. প্রশ্ন : নবী করীম (ছাঃ) প্রতিদিন কমপক্ষে কত বার ইস্তিগফার করতেন?
উত্তর : .... ।

৪. প্রশ্ন : সুস্বাস্থ্যের জন্য কয়টি সোনালী নিয়ম রয়েছে?
উত্তর : .... ।

৫. প্রশ্ন : আবু তুরাব কার উপাধী?
উত্তর : .... ।

৬. প্রশ্ন : জালীবীব কত জনকে হত্যা করে শহীদ হয়েছিলেন?
উত্তর : .... ।

৭. ইলম বা জ্ঞান কত প্রকার?
উত্তর : .... ।

৮. মুমিন ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য কেমন?
উত্তর : .... ।

প্রতিযোগীর নাম : ....
পিতার নাম : ....শ্রেণী : ....
শাখা : ....মোবাইল : ....
প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা :...
....
.... ।

গত সংখ্যার উত্তর : ১. (উত্তর ছিলনা) ২. (উত্তর ছিলনা) ৩. আব্দুল আযীয ইবনু বায ৪. দীর্ঘ আকাংখা ও প্রবৃত্তি পূজা ৫. মুমিন ৬. অধিক পাওয়ার আকাংখা ৭. মক্কায়।

☎ গত সংখ্যায় অসংখ্য সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য হ'তে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত ৩ জন হ'ল-

১ম : মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ, ৮ম (ক) (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী, বালিক শাখা)।

২য় : মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (মহাদেবপুর, নওগাঁ)।

৩য় : সুলায়মান আহনাফ (ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট)।

➲ **নির্দেশনা :** কুইজের সকল উত্তর অত্র সংখ্যায় রয়েছে।

বর্ণের খেলা

নির্দেশনা :

বৃত্তের প্রতিটি অংশে একটি করে অর্থবোধক শব্দ দেওয়া আছে। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি কিংবা দু'টি অক্ষর খুঁজে পাবেন না। এ বর্ণগুলো বের করে পুনর্বিন্যাস করলে উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসমানী গ্রন্থের নাম পাওয়া যাবে।

??..........................

১..........................

২..........................

৩..........................

৪..........................

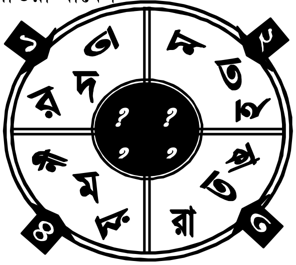

প্রতিযোগীর নাম : ....

মোবাইল : ....

ঠিকানা : ....

....।

গত সংখ্যার সুডোকুর সঠিক উত্তর :

১	২	৮	৩	৭	৪	৯	৬	৫
৪	৫	৭	৬	৯	৮	২	১	৩
৯	৬	৩	৫	২	১	৮	৭	৪
৭	১	২	৮	৪	৫	৩	৯	৬
৫	৪	৯	২	৬	৩	১	৮	৭
৩	৮	৬	৭	১	৯	৫	৪	২
৮	৭	৪	১	৩	২	৬	৫	৯
২	৯	১	৪	৫	৬	৭	৩	৮
৬	৩	৫	৯	৮	৭	৪	২	১

গত সংখ্যায় সুডোকুর সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত ৩ জন হ'ল-

১ম : মিছবাহ, ১০ম (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী, বালক শাখা)।

২য় : মুহাম্মাদ রিদওয়ান ইসলাম ৮ম (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী, বালক শাখা)।

৩য় : তাওসীফ মিছবাহ (কুমারখালী, কুষ্টিয়া)।

(১) নির্ধারিত অংশ কেটে নিম্নের ঠিকানায় পাঠাতে হবে- বিভাগীয় সম্পাদক, আইকিউ, তাওহীদের ডাক, নওদাপাড়া, আমচত্ত্বর, রাজশাহী। ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪।

(২) নির্ধারিত অংশ পূরণ করার পর গোটা পৃষ্ঠার ছবি তুলে ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪ নম্বরে হোয়াটসআপ করতে হবে।

সতর্কীকরণ : কোনরূপ কাটাকাটি বা ফটোকপি করে পূরণ বা যে কোন ধরনের অসদুপায় অবলম্বন গ্রহণযোগ্য নয়।

সম্পাদকীয় বাকী অংশ

কোন জাতির মূল শক্তি তথা যুবসমাজ যদি এমন লক্ষ্যহীন, আদর্শহীন এবং বিভ্রান্তির অতল গহবরে নিমজ্জিত থাকে, তাহ'লে সেই জাতি নিয়ে কতটা প্রত্যাশা করা যায়?

সুতরাং এই যুগ সন্ধিক্ষণে প্রিয় তরুণ সমাজের প্রতি আমাদের সবচেয়ে যরূরী যে আহ্বান তা হ'ল– আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে বেরিয়ে আসা। আমরা যে মুসলিম, আমরা যে বিশ্বাসী–সেই পরিচয়কে কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরা। আমাদের প্রকৃত সংকট যে রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক নয়; বরং তা হ'ল ঈমানের সংকট, নৈতিকতার সংকট–সেটাকে মনে প্রাণে উপলব্ধি করা। কেবলমাত্র তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করা তথা এক আল্লাহ্‌র প্রতি নিখাদ বিশ্বাসই মানুষকে তার সেই প্রকৃত পরিচয় ও উদ্দেশ্যের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। তাওহীদ মানে শুধু একটি বিশ্বাস নয়; এটি এক অন্তরের বিপ্লব, চেতনার বিপ্লব, জীবনের বিপ্লব। এই বিশ্বাস আমাদের শেখায়, আমরা কারো দাস নই–না প্রবৃত্তির, না ব্যক্তির, না সমাজের, না কোন মতবাদের। আমরা কেবল আল্লাহ্‌র বান্দা, আর এই পরিচয়ই আমাদেরকে দেয় প্রকৃত স্বাধীনতা ও মর্যাদা। আমাদের হৃদয়ে জাগায় মনুষ্যত্ব, মানবতা, বিবেক।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' তরুণ হৃদয়ে আত্মশুদ্ধির আগুন জ্বালাতেই সলতে হয়ে কাজ করে যাচ্ছে দৃঢ়চিত্তে। আমাদের এই সংগ্রাম নৈতিক পুনর্জাগরণের সংগ্রাম। সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাসের ছাঁচে সমাজটাকে গড়ার সংগ্রাম। আমরা আন্তরিকভাবে চাই আমাদের যুবসমাজকে এবং তাদের শক্তি, সময় ও মেধাকে একটি মহৎ লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে। তারুণ্যের এই আত্মশুদ্ধির সংগ্রামই একদিন আমাদের পৌঁছে দেবে রাষ্ট্রশুদ্ধির সেই কাঙ্খিত গন্তব্যে ইনশাআল্লাহ। কারণ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পৃথিবীর চাকা সবসময় চেতনাসম্পন্ন, আদর্শবান তরুণদের হাতেই ঘুরেছে।

সুতরাং হে যুবক, হে তরুণ! আড়ামোড়া ভেঙ্গে এগিয়ে এসো; নিজেকে চিনো। তুমি কেবল এই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বাসিন্দা নও; তুমি এক মহান রবের বান্দা, তুমি এক প্রেরিত মহাপুরুষের দেখানো পথের অনুসারী, তুমি এক মহান উদ্দেশ্যের ধারক-বাহক। তোমার অন্তরে তাওহীদের আলো জ্বালাও, তোমার জীবনকে গড়ে তোলো পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোয়, দাঁড়িয়ে যাও সত্যের পথে– যে পথ নবীগণের পথ, যে পথ সালাফে ছালেহীন তথা আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্রদের পথ। তুমি হও নিশান বরদার সেই সব মানুষের, যারা পথ হারিয়ে ডুবে আছে গভীর অমানিশায়। আপোষহীন ভাবে রুখে দাঁড়াও বাতিলের সকল শিখণ্ডীর বিরুদ্ধে। তুমি হও আগামী দিনের পরিবর্তনের অগ্রদূত! গভীরভাবে স্মরণ কর তোমার প্রতি মহান রবের সেই ব্যাকুল আহ্বান– 'যারা ঈমান এনেছে তাদের হৃদয় কি আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে তার জন্য বিগলিত হওয়ার সময় এখনও আসেনি!' *(হাদীদ ৫৭/১৬)*। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

সদ্য প্রকাশিত বই

জাতীয়তাবাদ | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

◇ পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩২ ◇ মূল্য : ৩০

ইসলাম মানবজাতিকে ঈমানের বন্ধনে আবদ্ধ করে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা শেখায়। পক্ষান্তরে প্রচলিত জাতীয়তাবাদ বংশ, ভাষা ও ভূখণ্ডের ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টি করে মানুষকে পরস্পরের শত্রুতে পরিণত করে। ইসলামী আদর্শ যেখানে বিশ্বজনীন সম্প্রীতির পথ সুগম করে, প্রচলিত জাতীয়তাবাদ সেখানে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। আলোচ্য বইটিতে পবিত্র কুরআন, ছহীহ সুন্নাহ এবং ইতিহাসের নিরিখে জাতীয়তাবাদের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

অর্ডার করুন ০১৭৭০-৮০০৯০০ www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮০৫-৯৫৮৮২২

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

(ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬ ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২)

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহর পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্‌র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্‌র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহ্‌র প্যাকেজ চালু আছে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট নওদাপাড়া (আম চত্বর)। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

আল-হুদা ইসলামী লাইব্রেরী

ইসলামী কিতাব ও বই-পুস্তক প্রাপ্তির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

প্রোঃ মুহাম্মাদ শামসুল হুদা বিন আব্দুল্লাহ

এখানে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ সহ অন্যান্য প্রকাশনীর ইসলামী, কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসার বইসমূহ ও স্কুল, কলেজের যাবতীয় বই-পুস্তক এবং স্টেশনারী সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া মধু, কালোজিরা তেল, আতর, সুর্মা, টুপি, জায়নামায ইত্যাদি পাওয়া যায়।

বি. দ্র. দেশের সর্বত্র ভি.পি, কুরিয়ার সার্ভিস ও ডাকযোগে বই পেতে যোগাযোগ করুন।

ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া, (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবা : ০১৭২০-৬৬৭৯৩০, ০১৭৪০-৫৪৮৫৪৬

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বইসমূহ

তাফসীরুল কুরআন (সূরা আলে ইমরান, নিসা ও মায়েদাহ)

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

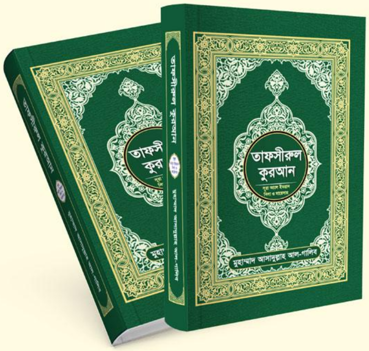

তাফসীরটির বৈশিষ্ট্য:

- বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর, যা ছহীহ হাদীছ, ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যার আলোকে প্রণীত।
- সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত, যেখানে কুরআনের ব্যাখ্যার পাশাপাশি সমকালীন সামাজিক বাস্তবতা ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।
- তাফসীরকারকদের আক্বীদাগত বিচ্যুতি বা অনিচ্ছাকৃত ভুল যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে পাঠকদের সতর্ক করার জন্য প্রয়োজনীয় মন্তব্য সংযোজন করা হয়েছে।

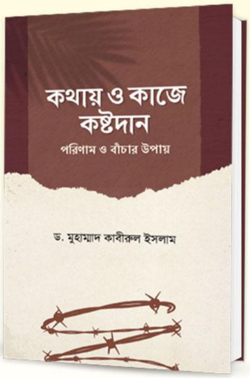

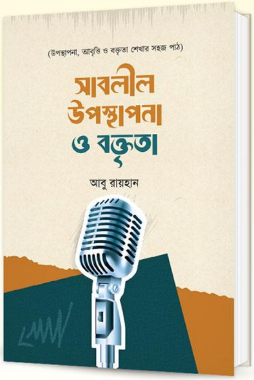

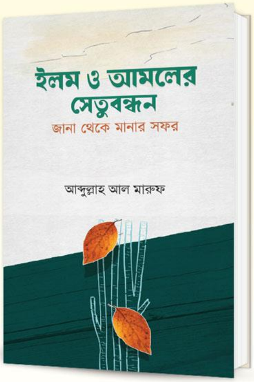

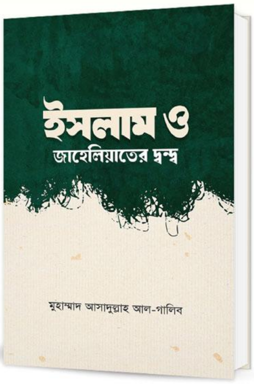

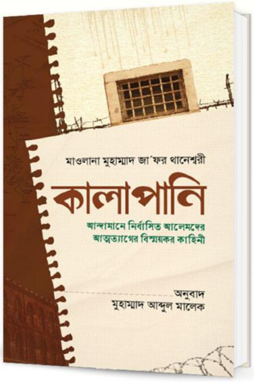

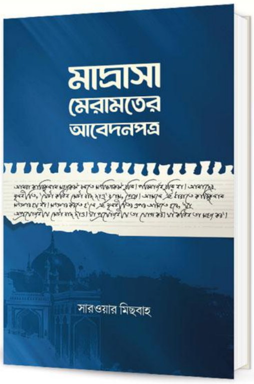

অর্ডার করুন 01770-800900

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com